



# নটীর অভিশাপ

পৌরাণিক নাটক

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ “সত্যম্বর অপেরায়”

সুখ্যাতির সহিত অভিনীত ।

প্রকাশক—শ্রীগোবর্দ্ধন শীল

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী,

৯৭।১এ অপর চিংপুর রোড—কলিকাতা ।

১৩৩৯

নিউ গণেশ অপেরার বোধন বাজের তালে তালে নেমে এসেছে  
নাট্যজগতে যুগের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব কাব্যবিনোদের লেখনী-প্রসূত

## যুগান্তর

শূণ্যে নহবৎ রব—চণ্ডীমণ্ডপে বিশ্বজননী দুর্গাপ্রতিমা—সংসারে  
আনন্দের হিল্লোল ;—সেই শান্তির শুভ মুহূর্তে মৃক প্রাণীর বুকফাটা আর্ন্ত-  
চীৎকার ! কাঞ্চনের মোহে পতিপ্রাণার সতীত্বের গণ্ডী অতিক্রম !  
সাধুর নির্যাতন—আপাদমস্তক শৃঙ্খলিতা মায়ের লাজনা—বুকের উপর  
প্রত্যক্ষ অগ্নিলীলা ! ধর্মের চরম অবমাননা ! আকাশে দ্বাদশ সূর্যের  
আবির্ভাব ! হৃৎক মহামারীর মিলিত অট্টহাসি ! ভূমিকম্পে বিশ্ব  
বিপর্যস্ত ! মূর্তিমান কলির তাণ্ডব নর্তন ! সেই দুঃসহ মুহূর্তে ভারতে  
কঙ্কি-অবতার অবতীর্ণ ! হুর্নীতির বিনাশ—প্রকৃতি স্থির ! পাপের  
পূর্ণধ্বংস ! বিশ্বে অশান্ত জলধারা ! কলির অবসান ! পৃথিবীর কোলে  
সত্যযুগ ! জগতে যুগান্তর ! মূল্য ২৭ দুই টাকা ।

প্রেমেন্দ্র পুস্তক—শ্রীবেণীমাধব কাব্যবিনোদ প্রণীত। গণেশ অপেরায়  
অভিনীত। পূজারিণী—প্রেমময়ী চিরকুমারী অম্বা। পুরোহিত—কঠোর  
সাধক চিরকুমার ভীষ্ম। পুষ্প যোগাচ্ছে আঁধার উজ্জানে ফোটা নির্মাল্য।  
ধূপ জ্বালিয়েছেন ঐহিক আশার বহু দূরে এসে অজানা পথে পা  
বাঁড়িয়ে মহারাজ শত্রু। নৈবেদ্য পূজারিণীর পবিত্র হৃদয়। দীপের  
আলোকে পূজামণ্ডপ আলোকিত করেছেন, পূজারিণীর অগ্রজ দীপক।  
শঙ্করগুণী বাজাচ্ছেন—নিশান নাম ধারণ ক'রে স্বয়ং নারায়ণ।  
মূল্য ২৭ দুই টাকা ।

# ভূমিকা

—○○○—

কিছু না লিখিলে গ্রন্থের অঙ্গহানি হয়, তাই কিছু লিখিতে হইল। যাত্রাদলের নাটক লেখার মোহ আমার অনেক দিন হইতেই কাটিয়া গিয়াছে। কাবণ অবশ্য কিছু আছেই এবং সে কথার উল্লেখ করিতে গেলে ধান ভান্তে শিবের গীত হইয়া পড়ে। যাহা হউক “হাম ছোড়নে মাংতা, লেকিন কমলি নেহি ছোড়্তা” এই প্রবাদ বাক্যটী শেষে আমার উপরেও প্রভাব বিস্তার করিল।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন শীলের সনির্বন্ধ অনুরোধ কোনরূপে এড়াইতে না পারিয়া আবার আমায় পুরাণ-সমুদ্র-মস্থনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এখন সুধা উঠিল কি গরল উঠিল, সে বিষয়ের বিচারের ভার পাঠকেব।

নাটকীয় ঘটনাটি অতি পুরাতন হইলেও আমি তাহাতে নূতনত্বের ছাপ দিয়াছি। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সাধ্যমত চেষ্টায় সৃষ্টি করিয়াছি আধুনিক যুগের আবহাওয়া।

অর্জুনের স্বর্গ গমন এবং উর্কশীর অভিশাপ বহন করিয়া প্রত্যা-  
বর্তন আখ্যায়িকার মূল বিষয়—তার সঙ্গে পৌরাণিক ঘটনার ভালপালা  
কল্পনার কটাহে ফুটাইয়া যে অভিনব ব্যঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছি, তার  
পরিবেশনের ভার লইয়াছে শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন শীল। আশা করি, সহস্র  
সুধী পাঠকবৃন্দ আনন্দ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইবেন। ইতি—

প্রসূকার

শ্রীকণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ বিরচিত

## মায়ের দেশ

দেশের গৌরব—দেশের প্রিয়—বাংলার আদর্শ!

আর্য্য-অপেক্ষার অপরূপ গৌরবোজ্জ্বল সুবিরাট সত্যমूर्তি নাটক!

মায়ের দেশ—সংসারের অতুলনীয় যুদ্ধ-কাহিনী!

মায়ের দেশ—দেশ-মাতৃকার পূজারী-পূজারিণী সৃষ্টি-নৈপুণ্যের আধার!

মায়ের দেশে আছে—

দেশের কথা—মর্যাদানামের ব্যথা—আভিজাত্যের অভিমান—

জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের বিরোধ—অত্যাচারের সঙ্গে অত্যাচারিতের

নিদারুণ প্রবল সম্বাত! মূল্য ২৭ ছই টাকা।

## পুষ্প-সমাপ্তি

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। বিধবা ব্রাহ্মণকন্তার গর্ভে কবীরের জন্মগ্রহণ—সমাজলাঞ্ছিতা ব্রাহ্মণকন্তা কর্তৃক কবীরকে পরিত্যাগ—জনৈক জোলা-গৃহে প্রতিপালন ও রামানন্দ স্বামী শিষ্যত্ব গ্রহণ—কাশীরাজ বীরসিংহ কর্তৃক কবীরকে আশ্রয়দান—দিল্লীর বাদসাহের সহিত বীরসিংহের ভীষণ যুদ্ধ—কবীরের শবদেহ পুষ্পে পরিণত প্রভৃতি। মূল্য ২৭ ছই টাকা।

## রাম-কৃষ্ণ

শ্রীযুক্ত কণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত পৌরাণিক নাটক। কংস কর্তৃক ধর্ম্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান, কংসের প্রেহলিকাময় জন্ম-বৃন্তাস্ত, ক্রমিল দৈত্যের অভিনব কার্য্য কলাপ, ক্রমিল দৈত্য বধ প্রভৃতি। মূল্য ১৫০ সাতসিকা।

## পার্শ্ব-বিজয়

পণ্ডিত পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাগরাজ ইলাবস্তুর বাল্যজীবন হইতে মৃত্যুকাল এবং মণিপুরপতি বক্রবাহনের রাজ্যাভিষেক হইতে তৃতীয় পাণ্ডব পার্থের যজ্ঞাশ্বধারণ ও কুরুক্ষেত্রে সমর ও পার্শ্ব-বিজয় পর্য্যন্ত ঘটনার অপূর্ণ সংযোজনা। মূল্য ২৭ ছই টাকা।

## বজ্রনাভ

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ প্রণীত। বজ্রপুরাধিপতি বজ্রনাভ কর্তৃক অহিচ্ছত্র আক্রমণ ও ধ্বংস—যুদ্ধে স্বারকা-শক্তির সাহায্য—বজ্রপুরের বিরুদ্ধে প্রহ্মায় ও অহিচ্ছত্রাধিপতি অরিন্দমের রণ-অভিযান—বজ্রনাভের নিধন—বজ্রপুর-রাজকন্তা প্রভাবতীর সহিত প্রহ্মায়ের বিবাহ প্রভৃতি। মূল্য ২৭ ছই টাকা।

# চরিত্র

—পুরুষ—

নারায়ণ, ইন্দ্র, জয়ন্ত, কার্তিকেয়, শনৈশ্চর ।

কলহাসুর	...	...	...	দানবপতি ।
বজ্রবাহু	...	...	..	ঐ সেনাপতি ।
দারুক	...		.	ঐ পারিষদ ।
কুবের	...	...	...	যক্ষপতি ।
অর্জুন	...	...	...	তৃতীয় পাণ্ডব ।
কশ্যপ	...	...	...	ঋষি ।
হিরণ্ময়, মৃণ্ময়, কুবলয়	}	...	...	সেনানায়কগণ ।
		...	...	

জরাসুর, গন্ধর্ষরাজ, চর, দেবগণ, সুখ, হুঃখ, সৈন্তগণ,  
নাগরিকগণ, রক্ষিগণ ইত্যাদি ।

—স্ত্রী—

লক্ষ্মী, শচী ।

দ্বিতি ও অদ্বিতি	...	...	...	কশ্যপ-পত্নী ।
মানসী	...	...	...	দানব-সম্রাজ্ঞী ।
উর্বশী	...	...	...	অঙ্গরা ।

জরা, নর্তকীগণ, দেববালাগণ, গন্ধর্ষকুমারীগণ,  
বৈকুণ্ঠবাসিনীগণ ইত্যাদি ।

**প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক**

<p>শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত <b>পুষ্প-সমাধি</b> সত্যস্বর অপেরায় অভিনীত—২১</p>	<p>শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত <b>নরকাসুর</b> গণেশ অপেরায় অভিনীত—২১</p>
<p>শ্রীকণিভূষণ বিজ্ঞাবিনোদ প্রণীত <b>মায়ের দেশ</b> আর্য্য অপেরায় অভিনীত—২১</p>	<p>শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত <b>অনার্য্য-নন্দিনী</b> ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত—২১</p>
<p>শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত <b>নবাব মীরকাশিম</b> সত্যস্বর অপেরায় অভিনীত—২১</p>	<p>শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত <b>ত্রিশক্তি</b> লোহিত অপেরায় অভিনীত—২১</p>
<p>পণ্ডিত পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত <b>পার্শ্ব-বিজয়</b> নারায়ণ অপেরায় অভিনীত—২১</p>	<p>শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত <b>যতুপতি</b> সত্যস্বর অপেরায় অভিনীত—২১</p>
<p>শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ, প্রণীত <b>বঙ্কনাভ</b> গণেশ অপেরায় অভিনীত—২১</p>	<p>শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত <b>স্বদেশ</b> নট কোম্পানী কর্তৃক অভিনীত ২১</p>
<p>শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত <b>রক্ত-মুকুট</b> সত্যস্বর অপেরায় অভিনীত—২১</p>	<p>শ্রীকণিভূষণ বিজ্ঞাবিনোদ প্রণীত <b>রামানুজ</b> ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত—২১</p>
<p>শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত <b>জাহ্নবী</b> গণেশ অপেরায় অভিনীত—১।০</p>	<p>শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত <b>নবাব সিরাজদ্দৌলা</b> ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত—২১</p>
<p>শ্রীগোবর্দ্ধন শীল প্রণীত <b>বিদর্ভ-নন্দিনী</b> সত্যস্বর অপেরায় অভিনীত—২১</p>	<p>শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত <b>অসবর্ণা</b> সত্যস্বর অপেরায় অভিনীত—২১</p>

**প্রাপ্তিস্থান—স্বর্ণমলতা লাইব্রেরী**

২৫।৩ নং তারক চ্যাটার্জী লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

# নতীর অভিশাপ

—::():::—

## প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ত্রিদিবধাম—পথ

হিরণ্ময় ও মৃন্ময়ের প্রবেশ

হিরণ্ময়। ব্যাপারখানা শুনেছ ভায়া?

মৃন্ময়। কি ব্যাপার? রাজনৈতিক?

হিরণ্ময়। আরে না—না, একেবারে নীতিবিরুদ্ধ!

মৃন্ময়। ত্রিদিবধামে নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার! না—না, তুমি আমার ঠাট্টা করছো!

হিরণ্ময়। না বন্ধু, না; তুমি তো আমার জীব সহোদর নও যে, ঠাট্টার পাত্র হবে?

মৃন্ময়। তা হ'লে সত্যি?

হিরণ্ময়। একেবারে নির্জলা সত্যি। এ তো আর মর্ত্যধাম নয় যে কথার পাবাণ ভেঙ্গে নিতে হবে। মর্ত্যবাসী মানব হাঁসের মত বুদ্ধি নিয়ে চলাফেরা করে—জল মেশানো ছুধ থেকে হাঁস যেমন ছুধটুকু খেয়ে নেন—মর্ত্যের মানব যারা বুদ্ধির হাঁস, তারাও ঠিক তেমনি বার ক'রে নিতে পারে খাঁটি সত্যটুকু বাক্যের বুদ্ধি থেকে!



## অভিশাপ

যদি এই ত্রিদিবধামে মিথ্যাটার চলন থাকতো—আমরাও হয় তো পারতুম।

মৃন্ময়। বাক্যিছটা বন্ধ কর বন্ধু, আসল ব্যাপারটা খুলে বল।

হিরণ্ময়। ত্রিদিবের তোরণদ্বার রক্ষার ভার পড়েছে আমাদের উপর—

মৃন্ময়। তা তো জানি।

হিরণ্ময়। কিন্তু কেন বল তো?

মৃন্ময়। ঐ ‘কেন’ টুকুই তলিয়ে বোঝবার তো কোন দিন চেষ্টা করি নি ভাই! হুকুমের চাকর, হুকুম পেয়েছি—অমনি ছুটেছি।

হিরণ্ময়। হুকুম পেলে আর অমনি ছুটলে? একটু ভেবে দেখলে না?

মৃন্ময়। হুকুম তামিল করতেই যে আমাদের জন্ম; ভাবতে গেলেই হয় তো উপরওয়ালার মনে করবেন, আমি ইতস্ততঃ করছি তাঁর আদেশ পালন করতে, চাই কি ফলং দণ্ডও তো হ’তে পারে?

হিরণ্ময়। আমার তো হুকুমটা শুনেই সন্দেহ হ’লো।

মৃন্ময়। কেন?

হিরণ্ময়। তোরণদ্বারে প্রহরী আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু অকস্মাৎ এই উপরি আয়োজন কেন? প্রহরীরা যাতে প্রহরার শৈথিল্য প্রকাশ না করে, আর প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা করে রক্ষকের শক্তি বৃদ্ধি করতে এটা যে উপর-ওয়ালার নূতন বন্দোবস্ত, এ খেয়ালটা চট করে মাথায় এসে গেল। একটুখানি ক্ষুণ্ণ অনুসন্ধান করতেই ব্যাপারটা জেনে ফেললুম!

মৃন্ময়। এই জন্তেই তো তোমার বুদ্ধির তারিফ করি বন্ধু! যাক, এখন ভূমিকা ছেড়ে আসল কথাটা শুনিরে দাও।

হিরণ্ময়। ব্যাপার হ'চ্ছে—তিনি আসছেন।

মৃন্ময়। তিনি কিনি?

হিরণ্ময়। ভয়ানক তিনি।

মৃন্ময়। ভয়ানক তিনি কি রকম?

হিরণ্ময়। অর্থাৎ মর্ত্যের মানব যার ভয়ে থরহরি কম্পমান!

মৃন্ময়। তুমিও যে ভয়ে কাঁপতে শুরু করলে?

হিরণ্ময়। কাঁপতেই হবে। আমি কাঁপছি—তুমিও কাঁপবে, শুধু তাই নয় ভায়া, ত্রিদিববাসীরও হৃৎকম্প শুরু হবে।

মৃন্ময়। [ হিরণ্ময়কে জড়াইয়া ধরিয়া ] এঁ্যা! বল কি বন্ধু? আমার যে এখন থেকেই কাঁপুনী শুরু হ'লো!

হিরণ্ময়। ঠালা বোঝ! তবু এখনো সবটুকু শোন নি—

মৃন্ময়। আর শুনে কাজ নেই দাদা, আমার কেমন দম্ বন্ধ হ'য়ে আসছে!

হিরণ্ময়। তবেই বোঝ, ব্যাপারটা নেহাত সোজা নয়!

মৃন্ময়। মোটেই না। আচ্ছা বন্ধু!—

হিরণ্ময়। কি বলছো?

মৃন্ময়। বলছি, দ্বিতীয় রাবণ-টাবণ জন্মালো নাকি?

হিরণ্ময়। তার তুলনায় রাবণ তো শিশু।

মৃন্ময়। এঁ্যা, বল কি! রাবণ শিশু?

হিরণ্ময়। শুধু শিশু নয়—ছদ্মপোষ্য শিশু!

মৃন্ময়। ওরে বাবা রে—ছদ্মপোষ্য শিশু?

হিরণ্ময়। শুনেছি, যে দেবাদিদেব মহাদেবকে রাবণ পূজা করতো, সে নাকি সেই মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেছে।

## অভিষাপ

মৃন্ময়। এঁা, বল কি !

হিরণ্ময়। শুধু লড়াই করা নয় বন্ধু, লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়ে মহাদেব বেচারীর যেটা প্রধান অস্ত্র সেখানি হাতিয়েছে।

মৃন্ময়। হাতিয়েছে ! ওরে বাবা রে !

হিরণ্ময়। তিনিই আস্ছেন এই ত্রিদিবধামে—মর্ত্যের কাজ শেষ ক'রে।

মৃন্ময়। আঃ, বাঁচা গেল !

হিরণ্ময়। বাঁচা গেল কি রকম ?

মৃন্ময়। তিনি তো সেখানে দেহ রেখে পুণ্যের জোরে আস্ছেন এই ত্রিদিবধামে ?

হিরণ্ময়। কে বললে ?

মৃন্ময়। তবে ?

হিরণ্ময়। আস্ছেন সশরীরে। তবে আর বলছি কি !

মৃন্ময়। তা হ'লে উপায় ?

হিরণ্ময়। উপায়ের বাইরে ; চাকরী যখন করছো বন্ধু, হুকুম তামিল কর্তেই হবে, তাতে তোমাদের যত লাঞ্ছনাই হোক—আর যত হৃদ্বশাই হোক।

মৃন্ময়। হায় বে চাকরী !

হিরণ্ময়। আপশোষ ক'রে ফল কি ভাই, আমরা চাকরীজীবী আমাদের পুত্র পৌত্রও অবলম্বন করবে এই পথ ! এতেই আমরা অনুভব করি অপরিমেয় গৌরব—কারণ আমরা রাজার ভৃত্য।

মৃন্ময়। এই গর্বটুকু অনুভব ক'রেই আমরা নিজের মস্তক নিজে চর্ষণ করছি। চল দাদা, লাঞ্ছনা আর বজ্রণাকে আবাহন ক'রে নিয়ে আসি—

## কার্তিকৈয় প্রবেশ করিল

কার্তিকৈয়। তোমরাই না নগরের তোরণদ্বার রক্ষায় নিযুক্ত হয়েছ ?  
আদেশ প্রাপ্তিমাত্র কৰ্মস্থানে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে অবধা কাল-  
ক্ষেপ করছো ?

হিরণ্ময়। কালক্ষেপ আর করছি কৈ সেনাপতি মশায়, বরং বলা  
যায়, আমরা করছি সময়ের সদ্যবহার !

কার্তিকৈয়। মানে ?

হিরণ্ময়। আজ্ঞে, আগন্তকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে কি ?

কার্তিকৈয়। নিশ্চয়ই ; কারণ কোন দেহধারী মানবের পুরী  
প্রবেশের অধিকার নেই।

হিরণ্ময়। তবেই দেখুন, এইখানেই প্রমাণ হ'য়ে গেল যে আমরা  
করেছি সময়ের সদ্যবহার।

কার্তিকৈয়। কি করছিলে তোমরা ?

হিরণ্ময়। আমরা ব্যূহ রচনার একটা নূতন প্রণালী উদ্ভাবনের  
চেষ্টা করছিলাম।

কার্তিকৈয়। উদ্ভাবন করেছ ?

হিরণ্ময়। আজ্ঞে, তোড়জোড় করছিলাম।

কার্তিকৈয়। শুধু তোড়জোড় করছিলে ? অপদার্থ !

## শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। আমায় ডেকেছেন ?

কার্তিকৈয়। হ্যাঁ—যুদ্ধ-বিগ্রহে চিরদিনই আপনি আমার সহকারী।  
আজ নগরতোরণ রক্ষার ভার আমাদের উপর। গ্রহরীরা যদি

## নটর অভিশাপ

বাধা দিতে সক্ষম না হয়, আমার অর্ধেক সৈন্ত নিয়ে আপনি সে  
আগন্তুককে বাধা দেবেন ; আপনি অকৃতকার্য হ'লে, সমস্ত দেবশক্তি  
নিয়ে আমি আপনার সহায়তা করবো । মোটকথা, এইটুকু মনে রাখবেন,  
যেন তুচ্ছ জরামরণশীল মানবের কাছে দেবতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয় !

শনৈশচর । দেব-সেনাপতি,

বিশ্বয় মানিছ আমি গুনিয়া বারতা !

কোন্ শক্তি বলে বলীয়ান মর্ত্যের মানব

রণে হবে আশ্রয়ান দেবতার সনে ?

আমি শনৈশচর, অস্ত্র না ধরিয়া

শুধু দৃষ্টি বলে বিপর্যয় করি প্রকৃতির !

সেই আমি—যাবো

করিবারে মল্লরণ মানবের সনে !

মৃত্যুজয়ী দেবতার

এ হ'তে মরণ ছিল ভাল ।

কার্তিকেয় । নহি তুমি আমি শুধু,

চিন্তিত অমরকুল দেবেন্দ্র সহিত

আগন্তুক মানবের লাগি ।

সেই উৎকর্ষ হ'তে

মুক্তি দিতে দেবরাজে,

আমরাই হইব অগ্রণী ।

শনৈশচর । ভাল, সেনাপতি তুমি,

আমি সহকারী—

বাধ্য আমি আজ্ঞা তব করিতে গালন !

তবে প্রতিজ্ঞা আমার—  
ব'লে রাখি, শুন সেনাপতি,  
মানবের সনে রণে  
শনৈশচর কভু না ধরবে অঙ্গ,  
দৃষ্টি বলে সে হীন মানবে—  
ভস্মে করি পরিণত উড়াবো পবনে ;  
সেই ভস্ম ফিরে যাবে মরতে আবার ।  
কার্তিকেয় । বলিবার নাহি কিছু ।  
দেবতার রাখিতে সম্মান,  
কর তুমি যেন মনে লয় !

[ প্রস্থান ।

শনৈশচর । কাঠের পুতুলের মত তোমরা আর দাঁড়িয়ে কেন  
বাপধনেরা ? গুটী গুটী এগিয়ে পড়—সময়ে আমার দেখা পাবে—

[ প্রস্থান ।

### গীত

হিরণ্ময় ।— চল গুটী গুটী হাঁটি হাঁটি চাকরী বাজাতে ।  
স্বপ্নময় ।— মরণ হওয়া ছিল ভাল এতে লাঞ্ছনা যে হাতে হাতে ॥  
উত্তবে ।— যারা জন্ম মৃত্যুর দাস,  
তারাই করবে হাড়ির হাল, ড'লবে বুকে বাঁশ,  
কলঙ্কাসে কিব্বতে হবে ক'রে হা হতাশ,  
গুধু মানটা বাঁচাতে ॥

[ প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

ত্রিদিব—নগরতোরণ সন্নিকটস্থ পথ

গাহিতে গাহিতে জুরাসুর, জরা ও বাতব্যাধির প্রবেশ

### গীত

সকলে ।— কোন লগ্নে অশ্ববকুলে এসেছি তিনটি বতন ।

ছোট জাত ছোঁষ নাকো কেউ সমান মোদের মরণ-বাঁচন ।

অবাসুর ।— আমি অবাসুর—একাধারে কল্প, পালা, কালা,

পরশ দিলেই চক্ষু স্থির—সবাই ঝালাশালা ;

জবা ।— পতিব্রতা সতী আমি,

তাই তো পতির অনুগামী,

ঘোঁষনে দিবে জবা কাটাই সবার ভবের বাঁধন ॥

বাতব্যাধি ।— আমি এঁদের পরগাছা,

বঞ্জীব দাস যেটের বাছা,

ঝাঁঝালো আমার বিধে—ঘুচিয়ে দিষ্ট গো নড়ন চড়ন ॥

বাতব্যাধি । আর তো পাবা গেল না বাবা—

অবাসুর । কেন বাবা বাতব্যাধি, এতখানি অসহ্য হ'লো তোমার  
কিসে ?

বাতব্যাধি । কিসে তা কি আবার নতুন ক'রে বলতে হবে বাবা ?  
বসেস যত বাড়'ছে তোমার, ততই তোমায় আশ্রয় করছে ভীমরথি !  
একই পিতার ঔরসে জন্ম দেবতা আব অবাসুর—একই জন্মভূমির কোলে  
লালিত পালিত, তবুও জাতি আর বর্ণ নিয়ে তাদের মধ্যে দলাদলি ;  
কেউ কারো প্রাধাত্য মানতে চায় না । আমরা আবার এই দুই

## স্বপ্ন-অভিশাপ

পর্যায়ের বাইরে—অধম অস্পৃশ্য। দেবর্ষি নারদ অস্পৃশ্যতা বর্জন ব্যাপার নিয়ে দেবসমাজে একটা আন্দোলন সুরু করবেন বলে কথা দিলেন; হরিনামে পাগল ঋষি—সে কথা ভুলেই গেলেন! কিন্তু বাবা, তোমাদের তো উচিত ছিল কথাটা তাঁকে স্মরণ করে দেওয়া? এত কষ্ট আর ক’দিন সহিবো বল তো?

জরা। কষ্ট নয়? স্বর্গে আমাদের চোখবার অধিকার নেই, দৈত্যদের নিজস্ব পুরী পাতালেও আমাদের স্থান নেই। আমরা কি যাযাবরের মত পথে পথেই ঘুরে বেড়াবো?

জরাসুর। সবই সময় সাপেক্ষ গিনি—সবই সময় সাপেক্ষ!

বাতব্যাধি। বলি, ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে বাবা?

জরাসুর। ধৈর্যধারণ ভিন্ন অন্য পথ নেই বাপধন! দেব-দানবের মধ্যে ছেঁষাছেঁষি রেবারেমি যে রকম বিপুলভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে একের পতন অন্যের উত্থান অবশ্যম্ভাবী। তখন আসবে আমাদের সুযোগ। তা বলে আমাদের ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না বাপধন!

বাতব্যাধি। কি করতে বল?

জরাসুর। নিজের নিজের শক্তি যে যতটুকু পার কাজে লাগাতে হবে—ওদের উপর দিয়ে।

বাতব্যাধি। ওদের বাগে পাই কই বাবা? ওদের ত্রিসোমানায় যে যাবার অধিকার নেই আমাদের!

জরা। বোঝ্ বাবা বাতব্যাধি, বোঝ্—একেই বলে ভীমরথি ধরা।

জরাসুর। সবই জানি গিনি, সবই বুঝি! তবু কেন বলছি জান?

বাতব্যাধি। সুযোগ আসছে?



## অভিশাপ

জরা। কি বল্ছো তুমি ?

জরাস্বর। বল্ছি ঠিক ! ভুবনবিজয়ী এক মর্ত্যের মানুষ আস্ছে এই পথে, সে চায় দেবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বুঝে দেখ, মানুষের স্পর্ধা ! দেহধারী মানবের দেবলোকে আগমন দেবতার মর্যাদায় আঘাত করবে। তাই সমস্ত দেবশক্তি নিয়োজিত হবে তাকে বাধা দিতে—আমরা সেই মানবকে সাহায্য করবো।

জরা। আমাদের সাহায্য পেলে কি সেই সামান্য দুর্বল মানব ত্রিদিবধামে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে ?

জরাস্বর। দুর্বল কি বল্ছো গিন্নি, ভুবনবিজয়ী সে, মহেশ্বর ভোলানাথও একদিন পরাজিত হয়েছেন তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে !

বাতব্যাধি। তা হ'লে যা হয় একটা কিছু ক'রে ফেল বাবা ! বিষ থাকতে চোঁড়ার মত মুখ লুকিয়ে আর থাকতে পারি নি বাবা।”

জরাস্বর। ছোবল মারবার জন্তে তৈরি হও, সেই মহামানব আস্তে যা দেবী।

জরা। তোমার মতলব কিছুই বোঝা যায় না। বলি, ছোবল মারতে তো তৈরি হ'তে বল্ছো, বলি, ছোবলটা মারা হবে কাকে ? ঐ মহামানবকে নাকি ?

জরাস্বর। ধোৎ ! নারী বুদ্ধি কিনা ! তোমাদের আর বোঝবার দরকার নেই, শুধু তৈরি থাক। আগে তিনি আসুন—ঐ যে আসছেন, প্রস্তুত হও তোমরা।

### অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্যঃ

পিতাহি পরমন্তপঃ,

পিতারি প্রীতিমাপরে  
প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ।  
সখার আদেশে  
পিতৃপদ করিতে বন্দন।  
আসিয়াছি হেথা ।  
বাসনা-পূরণ-পথে  
দেখিতেছি বাধা শত শত !  
শুনিলু বারতা,  
দৈব অস্ত্রে স্তম্ভিত দেব অনীকিনী  
সমবেত তোরণ-দ্বারে  
বাধা দিতে মোরে পুরী প্রবেশিতে ।  
বিনা যুদ্ধে নাহি পথ পুরী প্রবেশের !

[ জরা ও বাতব্যাধি অর্জুনকে আক্রমণ উত্থোগ করিল।  
অর্জুন । স্তব্ধ হও স্থগিত অধম,  
পাদক্ষেপে মরণে বরিতে হবে ।

[ জরা ও ব্যাতব্যাধি স্তম্ভিত হইল । ]

জরাসুর । বোকামীতে তোমাদের জোড়া নেই । বলি, একটু  
ধৈর্য্য ধর । মহাশয়, নমস্কার—

অর্জুন । [ প্রতি নমস্কার করিয়া ] কে তুমি ?

জরাসুর । ভাগ্যতাড়িত অসুর—নীচকূলে জন্মগ্রহণ করেছি ব'লে  
অসুর-সমাজে আমাদের স্থান নেই, দেবলোকের পথও বন্ধ । জী-পুত্রের  
হাত ধ'রে পথে পথে ঘুরে বেড়াই গৃহহীন বাবাবরের মত ।

অর্জুন । কি চাও ?

## অভিশাপ

জরাসুর। একটু সাহায্য—

অর্জুন। উত্তম! এসো বন্ধু—[জরাসুরের হাত ধরিতে গেল—  
জরাসুর কয়েকপদ সরিয়া গেল।]

জরাসুর। স্পর্শ করবেন না—স্পর্শ করবেন না, আমরা যে অস্পৃশ্য!

অর্জুন। না—না, শ্রীভগবানের সৃষ্টজীব সবাই সমান, কেউ কারো  
অস্পৃশ্য নয়। বল বন্ধু, আমি তোমার কি উপকার করতে পারি?

জরাসুর। ওরে, তোবা লুটিয়ে পড়, মহামানবেব পায়েব তলায়  
লুটিয়ে পড়। মহাত্মভব, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ! উপস্থিত আমাদের  
কোন প্রয়োজন নেই, তবে আস্বে যখন সেদিন, আমরা আপনার  
শরণাপন্ন হবো। উপস্থিত আমরা এসেছি আপনারই প্রয়োজনে—

অর্জুন। আমার প্রয়োজনে?

জরাসুর। ত্রিদিব-প্রবেশে আমরা আপনার সহায়তা করবো।

অর্জুন। তা যদি কর বন্ধু, আমি চিরকৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকুবো তোমাদের  
কাছে।

জরাসুর। অমরদলের সঙ্গে একেশ্বর সংগ্রাম করতে হবে আপনাকে,  
আমরা তিনজনে তিনটি মন্ত্রপুতঃ অস্ত্র দেবো—যার বলে যুদ্ধজয়  
অনিবার্য।

অর্জুন। দেবে বন্ধু?

জরাসুর। এই নিন। এটি জরাসুরের শূল, এর একটা আঘাতে  
আততায়ী অরাক্রান্ত হ'য়ে ভূমিশয়া গ্রহণ করবে।

জরা। ধর মহাপ্রাণ মহামানব, এই মন্ত্রপুতঃ শৈথিলী-বাণ, এর  
আঘাতে আততায়ী মহাশক্তিমান্ হ'লেও, নিমেঘে অরাক্রান্ত হ'য়ে  
শক্তিহারা হবে।

## স্বপ্ন-অভিশাপ

বাতব্যাধি। শত্রুকে চলচ্ছক্তিহীন করতে এটি আমার অমোঘ শর,  
আম্নন—গ্রহণ করুন।

[ অর্জুন অভিবাদনাস্তর প্রত্যেকের নিকট হইতে

অস্ত্র গ্রহণ করিল। ]

অর্জুন। তোমাদেব শত সহস্র ধন্ববাদ! তা হ'লে আসি বন্ধু—  
[ প্রস্থানোত্তত ]

অরাস্তুর। দাঁড়ান, প্রতিষেধক মস্ত্র তো আপনাকে শেখানো হয়  
নি; আমাদের সঙ্গে আম্নন, ঐ পাহাড়ের ঝর্ণার ধারে ব'সে আপনাকে  
শিখিয়ে দেবো প্রতিষেধক মস্ত্র।

[ সকলেব প্রস্থান। ]

## তৃতীয় দৃশ্য

ত্রিদিব-তোরণ

সশস্ত্র হিরণ্য, মৃন্ময় ও কুবলয় প্রহরায় নিযুক্ত

হিরণ্য। কোথায় কে তার ঠিক নেই, অথচ কড়া পাহারার  
বন্দোবস্ত, দেব-সেনাপতির সবই যেন বাড়াবাড়ি!

মৃন্ময়। গুনলে তো তিনি আসছেন!

কুবলয়। আরে, এলে তো এতক্ষণ আসা উচিত ছিল! বিরাট  
উৎকর্ষা নিয়ে ধৈর্য্য ধ'রে থাকা—বীরসমাজে একেবারে অচল!

## শূন্য অভিষাগ

মৃগায়। যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণই মজল বন্ধ, এলেই তো বাধ্বে একটা ফ্যাসাদ !

হিরণ্য। ফ্যাসাদ আবার কি ? আমরা কি দুর্বল হস্তে অসি ধারণ করি ? আমরা কি রণকৌশলী নই ? আমরা কি কাপুরুষ ?

মৃগায়। কাপুরুষ না হ'লেও আমরা স্তপুরুষ,—তা ছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহটা নেহাত গোয়ার গোবিন্দের কাজ, আমার তো মোটেই ভাল লাগে না।

### শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। একি বিসদৃশ আচরণ তোমাদের ? কর্তব্যে অবহেলা ক'রে তোমরা একান্তে ব'সে খোসগলে ব্যাপ্ত হয়েছ ?

হিরণ্য। তিনি এলে তো আর সে স্মরণ পাবো না দেবতা ! কাজেই—

মৃগায়। বিশেষতঃ শত্রুরই যখন দেখা নেই—

শনৈশ্চর। তাও তো বটে ! কিন্তু সেনাপতির আদেশ যুদ্ধ করতে, শত্রু যেন কোন রকমে তোরণ প্রবেশ করতে না পারে।

কুবলয়। আদেশ তো যুদ্ধ করতে, কিন্তু যুদ্ধ করবো কার সঙ্গে সহকারী মশায় ?

শনৈশ্চর। তাঁও তো বটে ! এই যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারটার দেখছি আগাগোড়াই গোলমলে ! কাটাকাটি, মারামারি, রক্তারক্তি, হানাহানি, দেহের কষ্ট—মনের কষ্ট—ইতোনষ্টন্ততোব্রষ্টঃ—ভক্তমমাজে একেবারে অচল !

হিরণ্য। তবেই বুঝুন সহকারী মশায়, আমাদের কোন অপরাধ নেই।

শনৈশ্চর। আচ্ছা, এবারকার মত তোমাদের মাপ কবলুম। তোমরা  
খাপ থেকে তলোয়ার খুলে একেবারে তৈরি থাক—আমার সেনাদলও  
প্রস্তুত ঐ পর্বতেব সান্নদেবে, তাবা আগন্তকের আগমন প্রতীক্ষা করছে।

## গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ

ভোলা।—

গীত

কৈদো বাঘ ভেঙ্গেছে খাঁচা।

ঘুরিয়ে দেবে বেডানো তোর

ছুলিয়ে লম্বা কোঁচা।

বাঘ ছিল যে গহিন বনে,

তাবে খাঁটালি বল কেনে,

ছুঁলে সে বাঘ আঠারো ঘা,

তোর মরা হবে বাঁচা।

এখন সামলে খাঁটি পালিয়ে চল,

হেথা খাটবে না তোর বুদ্ধি বল,

এখন থাকতে আলো, সবা ভাল

(ওবে) বেঁধে উঁচু মাচা।

[প্রস্থান।

শনৈশ্চর। পাগলাটা কি বল্লে গেল! যাক, আমি একবার ওদিক্‌টা  
ঘুরে আসি; দেখো খুব সাবধান—

[প্রস্থান।

হিরণ্ময়। দেখলে বন্ধু, সহকারী মশারও আমাদের দলে!

মৃন্ময়। হতেই হবে—অভদ্র তো নন উনি।

কুবলয়। কে একজন আসছে না?

## অভিশাপ

মৃন্ময় । সাজসজ্জা দেখে তো বীর ব'লেই মনে হ'চ্ছে !  
হিরণ্ময় । তা হ'লে বার কর তলোয়ার খাপ থেকে—

### অর্জুনের প্রবেশ

হিরণ্ময় । বাস্, ঐখান থেকেই উণ্টোমুখো হও—

অর্জুন । মানে ?

হিরণ্ময় । মানে সামনের পথ বন্ধ—

অর্জুন । পথ ছাড়, কিম্বা যুদ্ধ কর,  
আমি প্রবেশিব নগরতোরণে ।

কুবলয় । তুমি শুধু গোঁয়ার গোবিন্দ 'নও, তার উপর বেজায়  
নেই-আঁকড়ে আগে পরিচয় দাও কে তুমি, কোথা থেকে আসছো,  
কোথা যাবে, কেন যাবে, তা নয় একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দের মত  
বললে কিনা যুদ্ধ কর !

অর্জুন । আমি আগন্তুক,  
এই মাত্র পরিচয় য়োর ।  
আসিতেছি বহুদূর হ'তে  
ভেটিবারে ত্রিদিব-ঈশ্বরে ।

মৃন্ময় । বন্ধু, ইনিই তিনি ।

অর্জুন । ছাড় পথ, বিলম্ব না সয়—

হিরণ্ময় । বেজায় বদরসিক—একটু আলাপ-আপ্যায়িতেরও ধার  
ধারে না !

অর্জুন । কাল ব'য়ে যায়,  
আপ্যায়নের নাহিক সময় ।

যুক্ত কর পথ—

নহে বাহুবলে সরাইয়া বাধা

প্রবেশিব ত্রিদিব-তোরণে ।

সসৈন্য শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চব ।

আক্রমণ কর সৈন্তগণ,

একযোগে তোমরা সকলে !

হুঃসাহসী আগন্তক—একেম্বর যুঝিতে বাসনা

অগণন দেবসেনা সনে,

পরিণাম যার মৃত্যু আলিঙ্গন !

বীরগণ, দিব্য অজ্ঞাঘাতে—

জর্জরিত কর ততক্ষণ

যতক্ষণ নাহি হয় ভস্মে পরিণত

মোর দৃষ্টি বলে ।

[ হিরণ্ময় মৃন্ময় ও কুবলয় অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইল, শনৈশ্চর একান্তে দাঁড়াইয়া বক্রদৃষ্টিতে অর্জুনের

দিকে চাহিয়া রহিল । অনন্তর যুদ্ধ করিতে করিতে

হিরণ্ময়, মৃন্ময় ও কুবলয় সহ অর্জুনের প্রস্থান ।

পরক্ষণেই অদূরবর্তী পর্বত-সানুদেশস্থিত

বিরাট বনম্পতি জলিয়া উঠিল । ]

শনৈশ্চর ।

কি আশ্চর্য্য ! দৃষ্টিতে আমার

জলিয়া উঠিল এই বনম্পতি,



## অভিশাপ

কিন্তু আততায়ী রহিল অক্ষত !  
বুঝিয়াছি, অতি দৃঢ় বশ্মে আবরিত  
দেহ তার—তাই হেন ফল বিপরীত,  
ভাল, তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি দিয়া এইবার  
অচিরে করিব তারে ভস্মে পরিণত ।

[ স্ব স্ব উষ্মীষ-বস্ত্রে সর্বাস্ত্র আবৃত করিয়া কম্পিত কলেবরে  
হিরণ্ময় মুন্ময় ও কুবলয়ের প্রবেশ, তাহাদের হস্ত হইতে  
তরবারি পড়িয়া গেল—তঁাহারা কাঁপিতে লাগিল । ]

শনৈশ্চর । কি হ'লো তোমাদের ? অমন কাঁপ'ছো কেন ?

হিরণ্ময় । উহ-হ, বড় জর—

মুন্ময় । হাড়ের ভেতর কাঁপুনি ধরেছে !

হিরণ্ময় । মর্ত্যের মানুষ স্বর্গটাকেও আলালে এই জরের বীজ  
ছেড়ে দিয়ে । ওরে বাবা রে, উহ-হ—

কুবলয় । ওরে বাবা রে, গেল—গেল—গেল ! [ বসিয়া পড়িল । ]

শনৈশ্চর । তোমার আবার কি হ'লো ?

কুবলয় । ওরে বাবা রে, আমারও যে—

শনৈশ্চর । কি ?

কুবলয় । বাতব্যাধি ! ওরে বাবা রে, হাড়গোড় ভাঙ্গা 'দ' ক'রে  
দিলে রে !

### অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন । বল এইবার—

প্রবেশের পথ দিবে কি না দিবে ?

শনৈশ্চর । তরাশা—নিতাস্ত হরাশা তব !  
থাক যদি স্থির হ'য়ে মুহূর্তের তরে,  
নধর সুন্দর দেহ ওই  
ভস্মে হবে পরিণত দৃষ্টিতে আমার ।  
থাক—থাক স্থির হ'য়ে ।

অর্জুন । দাস্তিক দেবতা, গগনস্পর্শী দম্ভ তব  
এখনি টুটাবো এই শরে,  
অগ্র বাণ আর না ধরিব ।

[ শৈথিলী বাণ নিক্ষেপ ]

শনৈশ্চর । একি ! একি হ'লো !  
কোথা হ'তে এলো হেন অবসাদ !  
তর্কহ দেহের ভার, কাঁপে হস্তপদ ধরধরি,  
শ্বাসবায়ু হ'লো যেন গুরু !  
অতি ক্ষীণ বক্ষের স্পন্দন,  
চলিতে চরণ টলে ;  
দৃষ্টিপথে অন্ধকার আসে ঘনাইয়া !  
কোথা যাবে—কে দেখাবে পথ ?

[ স্থলিত চরণে ধীরে ধীরে প্রস্থান ।

অর্জুন তোরণ প্রবেশের উদ্যোগ করিলে দ্রুতপদে  
কার্তিকেয় আসিয়া উপস্থিত হইল

কার্তিকেয় । সাবধান অবোধ মানব !  
কেন আগুয়ান মরণ বরণে ?

## ১৩ অভিশাপ

মনে রেখো,  
মৃত্যুঞ্জয় নহ তুমি—মরণ অধীন,  
কার্তিকের সনে রণে  
স্বনিশ্চয় মরণে বরিতে হবে।

অর্জুন । মৃত্যুঞ্জয়-জয়ী আমি,  
মৃত্যুভয় কি দেখাও মোরে  
দেবসেনাপতি কার্তিকের ?  
ফেরুপাল সম্মুখে রাখিয়া  
ভাল দেখাইলে রণনীতি !  
কালী দিলে দেবতা-সমাজে !  
নিজ বলে প্রবেশিব ত্রিদিব-তোরণে,  
সাধ্য থাকে, রোধ মোর গতি !

[ অর্জুন কার্তিকেয়কে আক্রমণ করিল—উভয়ের যুদ্ধ হইল  
প্রবল হইতে প্রবলতর—কার্তিকেয় বিশ্বধ্বংসী ঐষিক  
বাণ নিক্ষেপের উদ্যোগ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র  
আসিয়া বাধা দিলেন । ]

ইন্দ্র । হে বীরেন্দ্র,  
মহা-অস্ত্র কর সম্মরণ !  
ওই বাণে নাহি মৃত্যু গাণ্ডীবীর,  
অকারণ অকল্যাণ হবে দেবতার ।  
পরাজিত—পলায়িত হবে

দেব-অণীকিনো,  
একেশ্বর যুঝিয়া কি ফল ?  
পার্থ মহাবীর—  
অধিকারী বিজয়-গৌরবে ।  
বীরত্ব পরীক্ষা হেতু তার—  
আজি এই রণ-আয়োজন ।  
প্রীত আমি বীরত্বে তাহার ।  
দেবতা-বিজয়ী বীরে দানিতে সম্মান,  
আপনি এসেছি আমি  
ইন্দ্রপুরে ল'য়ে যেতে তারে ।  
এসো—এসো কুস্তীর নন্দন,  
দেবেশ্বের স্নেহের হুলাল,  
দেবপুরে তুমি নবীন অতিথি ।

[ অর্জুনের হাত ধরিয়া গ্রহণ ।

কার্তিকেয় । এও দেবতার অপমান !  
মরণের দাস স্থগিত মানবে  
এইভাবে সম্মানিত করি  
দেব-হৃদে দিল যে আঘাত  
দেবেশ্বর বাসব,  
কভু না সহিবে তাহা দেবতামণ্ডলী ।  
প্রতিকার আও প্রয়োজন ;  
আত্মানিয়া দেবতামণ্ডলী  
স্বযুক্তি করিতে হবে ।

## ১৩ অভিশাপ

হিরণ্য। তাই একটা কিছু করুন সেনাপতি মশায়, জরের ধমকে  
প্রাণ গেল। এই কি যুদ্ধের রীতি? মর্ত্য থেকে জরের বীজ এনে  
এখানে ছড়িয়ে দিলে—আমাদের দফা রক্ষা করলে!

কুবলয়। শুধু জর নয় সেনাপতি মশায়,—বাতব্যাধির বীজ ছেড়ে  
একেবারে হাড় গোড় ভাঙ্গা 'দ' ক'রে দিয়েছে!

যষ্টিতে ভর দিয়া জরাগ্রস্ত শনৈশ্চরের প্রবেশ

কার্তিকেয়। কে? শনৈশ্চর নয়?

শনৈশ্চর। চিন্তে পেরেছেন সেনাপতি মশায়, এখনো চেনা যায়?  
দফা সেরেছে সেনাপতি মশায়, একেবারে দফা সেরেছে! যৌবনে  
জরাগ্রস্ত ক'রে ছেড়েছে! প্রতিবিধান করুন সেনাপতি মশায়, এব  
একটা প্রতিবিধান করুন।

কার্তিকেয়। চিন্তিত না হও সবে।

অচিরায় আহ্বানিয়া দেবতামণ্ডলী

করিব মন্ত্রণা

অপমান প্রতিবিধিসিতে।

এসো সাথে—

[ অগ্রে কার্তিকেয় তৎপশ্চাৎ যন্ত্রণামূচক আৰ্ত্তনাদ করিতে করিতে ]

শনৈশ্চর হিরণ্য, কুবলয় ও মৃগয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিদিবধাম—পথ

গাহিতে গাহিতে চাঁদ্রান্দারগণের প্রবেশ

চাঁদ্রান্দারগণ ।—

গীত

ডাং ডাং ডাং ডাং !

দেবতা করবে ধর্মঘট দেবরাজ হবে কুরোর ব্যাঙ ।

সইবে না মাসুকের বড়াই,

দেবসেনা করবে না লড়াই,

হবে দল ছাড়া যে তারই বিপদ ভেঙ্গে দেবে আস্ত ঠাং ।

যাবে না কেউ নিজের কাজে,

ধাক্কে সবাই আপন ঝাঁজে,

দণ্ডের কাজ চলবে শুধু, নিয়ে চুনো চাং ।

চিহ্নপুণ্ডের দণ্ডর বন্ধ, নরকেতে চাবি,

জল না খেয়ে কর্তারা সব থাকেন শুধু খাবি,

রাশিবাটীর বন্ধ চুলী—পেটের আলার হার হার হার

করবে হাং হাং হাং হাং ।

[ প্রস্থান ।

## পঞ্চম দৃশ্য

যমালয়—মন্ত্রণাকক্ষ

যম, বরুণ, পবন কার্তিকেয় জরাগ্রস্ত শনৈশ্চর  
ও দেবগণ সমাসীন

কার্তিকেয় । বলুন ধর্মরাজ, আমার প্রস্তাবটা সমীচীন কি না ?  
যম । হীন মর্ত্যের মানবকে এতখানি প্রশ্রয় দিয়ে দেবতার মর্যাদা  
ক্ষুণ্ণ করা একেবারেই সঙ্গত হয় নি ।

বরুণ ।       নত হ'লো দেবতার চির উচ্চশির

অতি হীন মানব সকাশে,

অপমান এ হ'তে অধিক

আর কিবা আছে করনায় ?

মানব-বিজিত আজি দেবতাসমাজ,

এই অপবাদ

যবে ঘোষিবে ভুবনময়

কে মানিবে দেবতা বলিয়া ?

কে করিবে দেবতার পূজা ?

মানব-অধম হ'য়ে দেবতা সকল

লুকীয়ে রহিবে মুখ

কূপের মণ্ডুক সম ।

এ হ'তে মরণ ভাল

মৃত্যুজিৎ দেবতার ।

পবন ।      সত্য—অতি সত্য বাণী !  
 অপমান-কলঙ্কপসরা  
 নীরবে বহিয়া শিরে  
 চাহ কি থাকিতে দেবগণ  
 এই সুরপুরে ?  
 নাহি যদি শক্তি দেবতার  
 লোক হ'তে উপাড়িয়া এই সুরপুরী  
 ইন্দ্র সহ সে দ্বুণ্য মানবে  
 নিক্ষেপিতে অতল সাগর জলে,  
 তবে সর্বজরী দৈবশক্তি বলি  
 কেন বুধা গর্ষ কর ?  
 গললগ্নীকৃতবাসে মানব সকাশে  
 মাগিয়া মার্জনা, একে একে  
 চ'লে যাও সুরলোক ত্যজি ।  
 ভ্রম গিয়া কান্তারে প্রান্তরে  
 ভিক্ষাজীবী যাযাবর সম ।

শনৈশ্চর ।      সুরলোক বাসের অবোগ্য হাল  
 এবে ধর্মরাজ !  
 নরলোক হ'তে হর্ষিত মানব  
 আনিরাছে মুঠো মুঠো রোগের বীজাণু,  
 ছড়ারে দিয়াছে সব এই সুরলোকে !  
 প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার আমি  
 আর দেবসেনাদল !



## নূর অভিষাগ

কারো কল্মজর, কারো বাতব্যাধি,  
সবার উপরে আমি  
যৌবনেতে জরাগ্রস্ত !  
নাহি শক্তি প্রতিবিধিৎসিতে !  
তবু মন থেকে থেকে  
রোষে ক্ষোভে উঠে গুমরিয়া ।  
কিন্তু হায়, অসহায় অকর্ণগ্যা আমি !  
কর্তব্য যা কিছু—  
দেবগণ করুন সকলে ।

কার্তিকেয় । অত্যায়ে প্রতিকার হেতু  
আছে পছা এক—নাহিক দ্বিতীয় ।  
সৰ্ব্বক্ষেত্রে অসহযোগ মূল মন্ত্র ধরি  
হও যদি অগ্রসর হে অমরকুল,  
প্রতিকার হবে সুনিশ্চয় ।  
পরিহরি নিজ করণীয়  
রহ স্থির স্থাপুর মতন,  
টলিবে আসন অচিরায়  
পঙ্কপাতী বাসবের ।

দেবগণ । ঠিক—ঠিক ! আমরা ধর্মঘট করবো—আমরা ধর্মঘট  
করবো ।

যম । তাই কর—তাই কর দেবগণ,  
অপমান প্রতিবিধিৎসিতে  
ধর্মঘট বিনা নাহি পছা আর ।

অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র ।

ধর্মঘট—ধর্মঘট বলি,  
উতরোলি কেন ধর্মরাজ ?  
ঘটেছে কি অঘটন কিছু—  
যে কারণ দেবগণ  
স্ত-উচ্চ মিলিত কণ্ঠে  
ধর্মঘট—ধর্মঘট বলি  
ইঁাকে অবিরাম ?  
কহ দেবগণ,  
করেছে কি অপরাধ দেবেন্দ্র বাসব ?  
অত্যাচার উৎপীড়ন কিম্বা অপমান  
কথায় অথবা কার্যে  
করেছে কি দেবরাজ  
আশ্রিত বান্ধব কোন দেবতাব প্রতি ?  
কহ ধর্মরাজ, কহ জলাধিপ,  
কহ তুমি দেব প্রভঞ্জন,  
কিসে অপরাধী আমি  
আজি তোমাদের পাশে ?  
মুক্তকণ্ঠে কহ প্রকাশিয়া  
বাসবের ত্রুটি অপরাধ,  
প্রতিকার করিব অচিরে ।  
বল ধর্মরাজ—

## অভিশাপ

যম ।            জানালো বারতা আজি  
                  দেবসেনাপতি—দেবসভামাঝে  
                  স্বণ্য মানব হইতে  
                  হতমান আজি দেবগণ ।  
                  সেই দুৰ্ভক্ত মানবে  
                  নাহি দিয়া শাস্তি সমুচিত  
                  দেবরাজ দিলেন প্রশ্রয় ।  
                  এ কি রাজধৰ্ম্ম—  
                  ত্ৰায়ধৰ্ম্ম-নীতি দেবরাজ ?  
                  এতখানি অবিচার,  
                  অত্যাচার এতেক প্রশ্রয়  
                  কেমনে সহিবে দেবগণ ?  
                  তাই প্রতিবিধিৎসিতে  
                  ধৰ্ম্মঘট আরোজন ।

পবন ।            তাতে যদি হয় নির্দাসন  
                  সৌভাগ্য মানিয়া লব ।  
                  অপমান পাছকা বহিরা  
                  স্বৰ্গস্থ ভুঞ্জিতে নারিব ।

কার্তিকেয় ।    দেবতার সৈন্তাপত্য-পদ  
                  প্রার্থী যদি থাকে কেহ,  
                  বক্ষ রক্ষ দেবতা দানব  
                  করুন প্রদান তারে ।  
                  অমূল্য পিতার পদাঙ্ক,

ধরিব যোগীর বেশ,  
শ্মশানে শ্মশানে  
ভ্রমি ভূতপ্রেত সনে  
মহানন্দে যাপিব জীবন ;  
তথাপি—তথাপি দেবরাজ,  
বহি শিরে অপমান-কলঙ্কসরা  
ববো না ত্রিদিবে কভু !

শনৈশ্চব । স্বর্গ মর্ত্য হ'লো একাকার !  
মর্ত্য হ'তে অমরের পুরে  
ছড়ায় পড়িল যবে বোগেব বীজাণু,  
অমরেব মরণ এবার স্থনিশ্চয় !  
যমালয়ে হবে স্থানাতাব,  
যমালয় শাখা—  
স্থাপিতে হইবে মর্ত্যধামে ।  
অকালবার্দ্ধক্য মোরে  
করিয়াছে গ্রাস !  
অকস্মণ্য আমি,  
কার্যভার বহনে অক্ষম ;  
মাগি অবসর তাই দেবেজ্ঞের পাশে ।

ইন্দ্র । জানি সব—বুঝি সব ।  
শক্তিমান্ মানব অতিথি  
দেবতারে জিনিয়াছে রূপে,  
বীরদর্পে প্রবেশিল পুরী,

## বীর-অভিশাপ

তাই বীরযোগ্য দিয়াছি মৰ্যাদা—

বিচার অপৰূপাত !

দানবের অত্যাচারে

জর্জরিত দেবতা সকল

বহবার মানিয়া লয়েছে

সব ছুঃখ সব দৈন্ত

সব অপমান ;

হুৰ্ভাগ্য বলিয়া দেবতার

আজি কি কারণ

হেন বিপরীত রীতি ?

দম

তুলনা দানব সনে

মর্তবাসী হীন মানবের

অসঙ্গত—অবিচার !

পবন ।

বিশেষতঃ যে মানব

অলৌকিক যাহুবলে জিনিষ সমর !

ঈন্দ্র ।

নহেক নগণ্য নর এ বীর যুবক ।

পাণ্ডুকুল-সুখা কুন্তীদেবী

গর্ভে ধরি এ বীর যুবকে

বীর মাতা বলি

বরেণ্য ধন্তা আজি এ তিন ভুবনে ।

ধরে নাম গাণ্ডীবী অৰ্জুন,—

বান্ধদেব-সখা ।

বল প্রভঞ্জন, বল তুমি মৃত্যুপতি,

করেছি কি অবিচার

দিয়া যোগ্য বীরে স্নেহযোগ্য সম্মান ?

পবন । [ স্বগত ] কুন্তীমৃত নবীন অতিথি !

যম । [ স্বগত ] প্রিয়তমা-গর্ভজাত এ বীর যুবক !

ইন্দ্র । বল প্রভঞ্জন, বল মৃত্যুপতি,

কি হেতু নীরব দৌহে ?

পবন । শ্রায়বান্ দেবেন্দ্র বাসব

ভুল বুঝিয়াছি আমি,

স্নেহাস্পদ গাণ্ডীবি অর্জুন

বাড়ায়েছে গৌরব মোদের

জিনিয়া অমরকুল !

এসো বৎস বীরেন্দ্র অর্জুন,

করি আশীর্বাদ—

চিরজয়ী হও তুমি জীবন-সংগ্রামে ।

[ অর্জুনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন । ]

পবন । আমার আশিসে

পাবে তুমি সদাগতি বেগ

সকল সংগ্রামে

আক্রমিতে দুর্ন্দ অরাতি !

[ অর্জুনের মস্তকোদ্ভাগ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন । ]

শনৈশ্চর । “বড়’র পীরিতি বালির বাধ”—বুঝেছেন দেবসেনাপতি,

বড়’ব দল তো গা লৌকা-স্নর্কি ক’রে স’রে দাঁড়ালেন, এখন আপনাদের

ধর্ম্মঘটের ঘটটা গেল ফুটো হ’লে, বাকী রইলো ধর্ম্মটুকু । এখন

## অভিষাপ

ঐটাকে আঁকড়ে ধরে যে যার ঘরে ফিরে যান। আম মিশে গেল  
হৃথের সঙ্গে, আমরা আঁটা খোসার দলে পড়লুম গিয়ে আবর্জনার  
গাদায়, উপরি লাভ হলো এই অকালবার্দ্ধক্য।

### জরাসুরের প্রবেশ

জরাসুর। ক্লম্ব হ'য়ে না দেবতা, আবর্জনার গাদায় যারা চির-  
দিন আছে, তারাই থাকবে; তোমরা যে উচ্চস্তরের লোক, তোমরা  
থাকবে কেন? কল্মশ্রোত তোমায় জরাগ্রস্ত করেছে আমাকে উপলক্ষ্য  
ক'রে—আমি আর নিমিত্তের ভাগী হ'য়ে থাকবো না—তোমায় জর-  
মুক্ত ক'রে আবর্জনার জীব আমি আবর্জনার গাদায় চ'লে যাবো।

ইন্দ্র। কে তুমি বৃদ্ধ?

অর্জুন। ওর পরিচয় আমি দিচ্ছি সুরপতি! ইনি জরাসুর—  
অসুরকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও ইনি স্থান পান নি অসুর-সমাজে,  
দেবতার অমুগ্রহ তো দূরের কথা! এই ভাগাহীন হরিজনের একটা  
উপায় করুন দেবরাজ!

ইন্দ্র। মর্ত্যের মহামানবের অমুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারবো  
না। হতভাগ্য অসুর, তুমি যখন দেবতার শরণাপন্ন হয়েছ, ইনি  
অসুর হ'লেও তুমি স্থান পাবে দেবতার পর্যায়ে। তুমি মর্ত্যধামে  
যাও, মর্ত্যবাসী তোমায় দেবতার আসনে বসিয়ে তোমার পূজা করবে—  
তুমি হবে মর্ত্যবাসীর অন্ততম উপাস্ত দেবতা জরাসুর!

জরাসুর। মহাপ্রাণ দেবরাজের চরণে কোটা কোটা নমস্কার!

সকলে। জয় সুরপতি বাসবের জয়! [সকলের প্রস্থান।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

পাতালপুরী—কলহাসুরের প্রাসাদ

কলহাসুর ও দারুক সোমরস পান করিতেছিল ;

নর্তকীগণ নৃত্য-গীত করিতেছিল

নর্তকীগণ ।—

### গীত

কিরে যা মলয় হাওয়া, কেন ছলিয়ে দিলি ফুলদল ।

কলিকার ঘুম টোটালি, তারে করলি যে বিহ্বল ॥

বোঝে না কি ভালবাসা, বাঁধে নি প্রেম মনে বাসা,

সাদা প্রাণে রঙ ফলালি, তারে করলি রে চঞ্চল ॥

আকাশে হাসছে তারা, ভোমরা ঝুঁ দিশেহারা ।

মধুলোভে পাগলপারা, হারিয়েছে সে মনের বল ॥

কলহাসুর । তোমরা এখন যাও, আমরা এখন আলোচনা করবো রাজনীতি নিয়ে । [নর্তকীগণের প্রস্থান ।] সুখী কে ? দানব না দেবতা ? ভোগী কে ? দানব না দেবতা ? ভাগ্যবান্ কে ? দানব না দেবতা ? আমি বলবো দেবতা । একই পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করে—কেন দেবতারা হ'লো আজ সর্ব সুখের অধিকারী—আর দুর্ভাগ্যের সহচর দানবকুল আজ সর্বসুখে বঞ্চিত হ'য়ে লোক-লোচনের অস্তরালে জঘন্য পাতালপুরীতে বাস করছে ?



## দারুণ অভিযোগ

দারুণ । আজ্ঞে, কৰ্মফল !

• • কলহাস্তুর । কৰ্মই কৰলুম না—আগে থাকতে তাব ফলভোগ কৰতে হবে ?

দারুণ । আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন মহারাজ ! কৰ্ম কৰবার আর ফুরসৎ হ'লো কৈ ? এই মজলিসের গণ্ডী থেকে বেরুতে পারলে তবে তো কৰ্ম ? তাই তো বলি, কৰ্ম আর কৰলেন কবে ? আমার মতে ও কৰ্মের দিকে যাবেন না মহারাজ, কোন্ দিন কৰ্ম কৰতে গিয়ে বেটকরে অপকৰ্ম হ'য়ে বসবে, বাস্—ফলং মারাত্মকং ! কাজ কি অত ল্যাঠায় ? চোখ বুজে গণ্ডীর ভেতর ব'সে থাকুন, কৰ্মবুদ্ধ আপনি বাঁড়া হ'য়ে যাবে, ফল আর ফলবে না ।

কলহাস্তুর । কিন্তু কৰ্ম যে আমায় কৰতেই হবে বন্ধু, দেবতার প্রাধাত্য আমি কখনো সহ কৰবো না । তা ছাড়া—

দারুণ । তা ছাড়া আরও কিছু আছে নাকি মহারাজ ?

কলহাস্তুর । আছে ব'লে আছে, একেবারে সশরীরে পরম উল্লাসে গজগীর হ'য়ে আছে ।

দারুণ । এমন মহিমান্বিতটী কে মহারাজ ?

কলহাস্তুর । আমার মানস-প্রতিমা—মানসী । এক দিন এক মুহূর্তের জন্ত তাকে দেখেছি বন্ধু ঐ মানস-সরোবরে—হয় তো সেখানে যাওয়া আসা কৰলে আরও এক আধবার দেখা শুনো হ'তো, কিন্তু সে তো হবার নয় বন্ধু !

দারুণ । কেন মহারাজ ?

কলহাস্তুর । ঐ মানস-সরোবর যে দেবলোকের এলাকার মধ্যে—

## দিতির প্রবেশ

দিতি। নিজের বাহুবলে দেবতার এলাকাকে দানবের এলাকায় পরিণত কর পুত্র!

কলহাস্মর। একি, দানব-মাতা!

দিতি। হ্যাঁ আমি; মনের সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তুমি তোমার গ্রাঘ্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নাও পুত্র! কেন অদিতির সন্তানেরা হবে সর্ব সুখের—সকল সম্পদের অধিকারী? তোমাদের পিতা যদি পক্ষপাতশূন্য হতেন, তা হ'লে এক সন্তানকে গৌরবের সু-উচ্চ শিখরে তুলে দিয়ে আর এক সন্তানকে দুর্গতির নিম্নতম স্তরে ঠেলে নামিয়ে দিতে পারতেন না। সেই পক্ষপাতী পিতার কাছ থেকে আদায় কর তোমাদের গ্রাঘ্য দাবী। লজ্জা-সঙ্কোচের বাধা পদতলে দলিত ক'রে এগিয়ে যাও পুত্র, তোমার কর্তব্যের পথে; দেখবে, পরিণামে নির্জিত দানবকুলই তুলবে তাদের মহান্ জয়-গৌরবের রক্ত নিশান।

কলহাস্মর। আমি কি পারবো মা? আমার শক্তি কৈ মা? অমিতপ্রতাপ দেবশক্তির কাছে দানবের ক্ষুদ্র শক্তি কতকণ দাঁড়াবে মা?

দিতি। শক্তি না থাকে শক্তি অর্জন কর। পরিপূর্ণ সাহস, অদম্য উৎসাহ, বিশ্বজয়ী অধ্যবসায় নিয়ে শক্তির আরাধনা কর, তুমি মহাশক্তির রূপালাভে সমর্থ হবে। শুধু তাই নয়, যে পক্ষপাতী পিতা দেবতাদের আপন ক'রে নিয়েছে, তোমাদের বিনা অপরাধে অনাথের মত দূরে নিক্ষেপ করেছে, সেই পিতার কাছ থেকে আদায় ক'রে নাও তোমাদের গ্রাঘ্য দাবী কড়ায় গণ্ডায়। দূরে নিক্ষেপ কব

## অভিশাপ

এই সব বিলাসের উপকরণ, বর্জন কর বিলাস-ব্যসনের সহচর  
কাপুরুষ সঙ্গীদের, বিশ্বের অপরাজেয় দানবীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা ক'রতে  
ঝাঁপিয়ে পড় দিতিসুত, দুর্জয় দেব-সংগ্রামে।

[ বেগে গ্রস্থান।

কলহাসুর। গুনলে বন্ধু, মায়ের কথা? শক্তির উপাসনার একমাত্র  
উপচার সুরা আর সুরঙ্গিনী। সে সব হ'লো কিনা মায়ের চোখে  
আবর্জনা। সব ফেলে দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করতে হবে  
তোমাদেরও, যেহেতু তোমরা অকর্মণ্য।

দারুক। মহারাজ কি সত্যিই আমার বর্জন করলেন? তা হ'লে  
আমার গতি কি হবে মহারাজ, আমি যাবো কোথায়?

কলহাসুর। যাবে আমার সঙ্গে। যুদ্ধ করবো ব'লে কি আমি  
সর্বত্যাগী হ'য়ে যুদ্ধ করবো? রণক্ষেত্রে কঠোর রণদামামার বজ্র-  
নির্ঘোষের পর বেজে উঠবে কমনীয় কামিনীর মধুর নুপুরনিকণ।  
আততায়ীর রক্তশ্রোতে সঁতার দেবো, আর আমাদের পটমণ্ডপে  
বইবে যে সুরার শ্রোত, সেই শ্রোতে সঁতার দেবো তোমার সঙ্গে  
আমি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দারুক। তা হ'লে যুদ্ধটা কখন করবেন মহারাজ?

কলহাসুর। এই দুইয়ের মাঝখানে বখনি একটু ফাঁক বইবে,  
সেই ফাঁকে যুদ্ধ করবো আমরা পরম আনন্দে। তা হ'লে তৈরি  
হও বন্ধু, 'কাল প্রভাতেই আমরা স্বর্গ আক্রমণ করবো।

দারুক। [ স্বগত ] এ যে দেখছি সত্যি সত্যিই যুদ্ধের আয়োজন!  
তাই তো! তা হ'লে উপায়!

কলহাসুর। কি ভাবছো বন্ধু?

## সূর্য্য অভিশাপ

দারুক । ভাব্ছি শাস্ত্রবাক্য মহারাজ ! তবে তলোয়ারখানা মরুচে  
ধ'রে গেছে, সেটাকে খানিকটা শান্ দিয়ে আনি । [ জনাস্তিকে ]  
যঃ পলায়তি সঃ জীবতি—

[ প্রস্থান ।

কলহাসুর । হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ !

ল'য়ে এই সব  
অকস্মণ্য ভীকু কাপুরুষ,  
জীবনের এতগুলো দিন  
অবহেলে করেছি যাপন ।  
ভাবি নাই, বুঝি নাই,  
কিসে হবে  
দানবের জীবন-আকাশে  
সমুদিত গৌরব-ভাস্কর !  
চিরদিন শক্তিমনে  
দীক্ষিত দানব  
বাসব বিজয় করি  
লভিয়াছে স্বর্গের আসন ;  
আজি সেই মহাকূলে  
লভিয়া জনম  
যাপিতেছি দুর্ব্বল জীবন  
কূপের মণ্ডপ সম  
স্বণ্য এ পাতালপুরে  
অবজ্ঞের ত্রিজগতের !

## সূর্য্য অভিশাপ

মোহনিদ্রা গিয়াছে টুটিয়া,  
খুলিয়াছে নূতন নয়ন  
শক্তিময়ী মাতার ইঙ্গিতে ।  
পরিহরি বিলাস-ব্যসন  
আমন্ত্রণ রণাঙ্গণে করি দেবতায়  
দেখাইব বীরত্ব আপন !  
বুঝাইব—দেখাইব  
পক্ষপাতী দানব-জনকে  
পরিত্যক্ত দিতির সন্তান  
কত শক্তি ধরে ।

[ গ্রন্থান ।

### দ্বিতীয় দৃশ্য

কণ্ঠপের আশ্রম

কণ্ঠপ একাকী পাদচারণা করিতেছিলেন

কণ্ঠপ । ঘনবটা ঘেরিয়াছে গগনমণ্ডল  
রক্তরাগ পশ্চিম আকাশে !  
নীরব নিধর স্তব্ধ প্রভঞ্জন,  
অজ্ঞমানি বাড়ের লক্ষণ !

ভায়ে ভায়ে বাধিবে সময় ।

নিয়তির খেলা—

একের হইবে ক্ষয়

জয় অপরের !

আপ্রাণ করেছি চেষ্টা

স্থাপিতে সৌহার্দ্য উভয়ের,

ব্যর্থকাম প্রতিবার ।

দেবতা-দানবে—

না হবে মিলন কভু,

চিরশত্রু একে অপরের ।

### অদিতির প্রবেশ

অদिति । তার জন্ত তুমিই তো দায়ী ঋষি ! আমার সন্তানদের  
মন কখনও হীনতাকে প্রশ্রয় দেয় নি । কখনও তারা বিপথগামী হয়  
নি, চিরদিন তারা পরকে আপন ক'রে রেখেছে, পরের জন্ত তারা  
সর্বস্ব পণ ক'রেছে । আজ তাদের এক পিতার ঔরসজাত সন্তান,  
স্নেহের ভাই আপন না হ'য়ে পর হ'লো কেন ঋষি ? তার জন্ত  
দায়ী কেউ নয়, তুমি ।

কশ্যপ । আমি ?

অদिति । হ্যাঁ, তুমি । তুমি যদি না ঐ নীচকুলোদ্ভবা কামিনীকে  
ঘরে আনতে, তা হ'লে কি এ অনর্থের সৃষ্টি হ'তো ! কালনাগিনীর  
বিষের নিঃশ্বাসে পরিপুষ্ট শিশু, বিষধরের মতই হ'য়ে উঠেছে । সঙ্গুণ  
বলতে যা কিছু—সে সমস্ত হারিয়ে ঐ নাগিনীর সন্তানেরা হয়েছে

## স্বপ্ন অভিষেক

খল, মিথ্যাবাদী, অহংসাপরায়ণ, মদ্যপ, লম্পট। তাদের সঙ্গে আমার  
সন্তানের মিলন অসম্ভব।

### দিতির প্রবেশ

দিতি। নিজের সন্তানকে কেউ মন্দ বলে না গো, কেউ মন্দ  
বলে না। আমার সন্তান লম্পট, মদ্যপ, আর তোমার সন্তান বৃষ্টি  
নিকলঙ্ক নির্বিকার? তোমার সন্তানদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই  
ইশ্বরের গুণের কথা যে ত্রিভুবনে জানে! বল দেখি রত্নগর্ভা অদিতি  
সুন্দরী, তোমার ঐ স্বযোগ্য সন্তানের সহস্রলোচন হয়েছে কোন গুণে?  
দিতি-সন্তানদের মধ্যে এত বড় মহাপাপী এমন ছরাচার একজনকে  
খুঁজে বার করতে পার?

অদিতি। থাক—থাক গুণবতী, আর তোমার গুণবান্ সন্তানদের  
গুণ ব্যাখ্যা ক'রে কাজ নেই। তাতে হবে নির্বিরোধী ঋষিপ্রধান  
স্বামীর মনে আঘাত দেওয়া। তুই কালনাগিনী, যখন উত্তত ফণা  
নিরে ছুটে আসিস্, তখন সম্মুখে যাকেই পাস্ তাকেই দংশন করিস্,  
তা সে স্বামীই হোক আর পুত্রই হোক। এতখানি নীচতা আমাদের  
মনে স্থান পায় না।

কশ্যপ। দিতি! অদিতি! তোমাদের কলহ কি এমনি ভাবেই  
চলবে? তা হ'লে তোমরা কলহই কর, আমি আশ্রম ছেড়ে চ'লে যাই।

অদিতি। আমার তো অপরাধ নেই প্রভু, ক্ষুদ্র পিপীলিকা যখন  
পদদলিত হয়, তখনি সে প্রাণপণ শক্তিতে কামড়ায়, নইলে সে তো  
কারও অনিষ্ট করে না।

[প্রস্থান।

দিতি । স্বামী-সোহাগিনী যে চ'লে গেল, তাকে ফেরাও । আমি  
ঝগড়াটে, আমি সাপিনী, আমি সব, আর ওঁর যেন কোন দোষ  
নেই ! বেশ তো ওঁকে নিয়েই রাজত্ব কর না কেন, আমি হতভাগিনী  
না হয় বিদেয় হ'য়েই যাচ্ছি—

[ বজ্রাঙ্কলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান ।

কশ্যপ ।      ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যহীন  
হুই পত্নী যার ।  
হোক রাজা অথবা ভিখারী,  
শাস্তি সুখ বহু দূরে তার  
জালাময় সংসার মাঝারে,  
শুধু স'য়ে যেতে হবে জালা  
রুদ্ধ বাক্—বিনা প্রতিবাদে ।

### ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র ।      পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ  
পিতাহি পরমস্তুপঃ,  
পিতরি প্রীতিমাপন্যে  
প্রিয়স্তে সর্ব্ব দেবতাঃ ।

[ অবনত মস্তকে কশ্যপের পদধূলি গ্রহণ ]

কশ্যপ ।      জয়স্তু ! কহ বৎস,  
কুশল বারতা এবে ।  
প্রীত আমি পেয়ে আজি  
তব দরশন !



## ১৮৩৩ অভিশাপ

বুঝিলাম স্নেহের নন্দন  
ত্রিদিবের ঐশ্বর্য্য লভিয়া  
ভোলে নাই পিতারে তাহার !  
গরু মানি তাই পুত্রের গৌরবে ।  
কহ বৎস,

কোন প্রয়োজনে—  
দীন ঋষির সকাশে  
আজি আগমন তব ?  
বাধিল কি আবার সংগ্রাম  
ভ্রাতৃদ্রোহী কদাচারী  
দানবের সনে ?

ইন্দ্র ।

বাধে নি এখনও,  
তবে স্ননিশ্চয় বাধিবে সমর ।  
স্বরপুরে প্রেরিয়াছে দূত—  
কদাচারী কলঙ্ক-অসুর  
দাবী করি অর্দ্ধ অংশ ত্রিদিবের  
কণ্ডপ সস্তান বলি আপনারে ।  
ত্রিদিবের সিংহাসন  
হ'তো যদি পিতৃদত্ত  
সম্পত্তি আমার,  
মহানন্দে অর্দ্ধ অংশ তার  
দিতাম কলঙ্কাসুরে ।  
কিন্তু স্বরগের সিংহাসন

স্বোপার্জিত বিত্ত বাসবের,  
মূচ্যগ্র মৃত্তিকা তাহা হ'তে  
নাহি দিব দানবে কখনো ।  
তাহে হয় হোক রণ ।  
দানব-সংহতি রণে —  
যাইবার আগে  
আসিয়াছি ঋষি  
করিবারে চরণ বন্দনা,  
শিরে ল'য়ে আশিস্ তোমার  
প্রবেশিব রণাঙ্গণে ঋষি !  
অদিতি-সন্ততিগণে  
করিতেছি আশীর্বাদ চিরদিন ।  
তবু যদি হে বাসব,  
চাহ আশীর্বাদ নবভাবে,  
করিমু আশিস্—  
জয়যুক্ত হও তুমি রণে ।

কশ্যপ ।

[ কশ্যপের পদধূলি লইয়া ইন্দের প্রস্থান ।

### কলম্বাসুরের প্রবেশ

কলম্বাসুর । আমিও আশিস্-প্রার্থী  
হে মহান্ ঋষি !  
আম্বজের দাবী ল'য়ে

## নটর অভিশাপ

এসেছি হেথায়,  
পূর্ণ কর তপোধন,  
প্রার্থীর প্রার্থনা ।

কশ্যপ । তুমিও আশিস-প্রার্থী  
দানব-ঈশ্বর ?  
আশিস বচন হ'তে  
শ্রেষ্ঠতর যে সম্পদ মহান্ আহবে  
তোমাতে তা দিব আমি ।  
তিষ্ঠ ক্ষণকাল—

[ কশ্যপ চলিয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে একটী

ত্রিশূল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন ]

কশ্যপ । লহ এই মহাশূল দিতির সন্তান  
মহাশক্তিধর !  
যতক্ষণ এই শূল রহিবে সকাশে,  
তিনলোকে নাহি হেন বীর  
যক্ষ রক্ষ দেবতা দানব  
জিনিতে তোমাতে ;  
শুধু শক্তিহীন এই শূল  
শঙ্করেব মহাঅস্ত্র পাণ্ডপত পাশে ।

কলহাস্তুর । প্রণাম চরণে ঋষি !

[ শূল গ্রহণান্তর প্রস্থান ।

কশ্যপ । জয় নারায়ণ !

[ প্রস্থান ।

## ফুলের সাজি লইয়া গীতকণ্ঠে আশ্রম- বালিকাগণের প্রবেশ

আশ্রম-বালিকাগণ ।—

### গীত

চল্ টেলে দিই ভোলাব মাথায় বিষদল আর গজাজল ।

ভান্নবের টুটবে নেশা আসবে ফিরে মনের বল ॥

নেশায় হ'লো পাগল ভোলা, সার করেছে বিষতলা,

শ্বশানের ছাই ভূষণ হ'লো, প্রিয় হ'লো ধুত্ৰো ফল ॥

[ প্রস্থান ।

### তৃতীয় দৃশ্য

মানস-সরোবর-তীর

দূরে দৈত্যসেনাদল জয়োল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল ;

দ্রুতপদে কলস্বাস্থর ও বজ্রবাহুর প্রবেশ

বজ্রবাহু । এখনই রওনা হ'তে হবে সম্রাট ?

কলস্বাস্থর । হ্যাঁ—এখনই । তোমার সেনাদল কি এখনও প্রস্তুত  
হ'তে পারে নি বজ্রবাহু ?

বজ্রবাহু । আমার সেনাদল প্রস্তুত সম্রাট !

কলস্বাস্থর । তবে এ কথার অর্থ কি বজ্রবাহু ?

## অভিলাষ

বজ্রবাহ। বাচালতা মাপ করবেন সন্ন্যাসী ! সন্ন্যাসীদের আচরণে আমি একটু সন্দেহই হয়েছিলুম ।

কলহাসুর। কিসের সন্দেহ সেনাপতি ?

বজ্রবাহ। আমার সন্দেহ হয়েছিল, ত্রিদিব আক্রমণের জন্য সেনাদল প্রস্তুত জেনেও এমন অসময়ে সন্ন্যাসী বেরুলেন বায়ু সেবন করতে মানস-সরোবর-তীরে, এইটুকুই সন্দেহের কারণ সন্ন্যাসী !

কলহাসুর। অত্যাচার কর নি। দায়িত্বজ্ঞান যার আছে, তার মনে এরূপ সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। শোন সেনাপতি, বায়ু সেবনকে উপলক্ষ্য করে আমি এসেছিলুম এখানে অস্ত্র উদ্দেশ্য নিয়ে।

বজ্রবাহ। উদ্দেশ্য কি পূর্ণ হয় নি সন্ন্যাসী ?

কলহাসুর। না।

### দারুকের প্রবেশ

দারুক। উদ্দেশ্য পূরণের পথটা সুগম হ'য়ে এসেছে মহারাজ ! আমি এইমাত্র তাকে দেখেছি। এখন কোশল ক'বে জাল ফেলতে পারলেই চিড়িয়া ধরা পড়বে।

কলহাসুর। কাব কথা বলছেন তুমি ?

দারুক। আপনার মানস-প্রতিমা সেই মানসী-ঠাকুরের কথা, আবার কার কথা বলবো !

বজ্রবাহ। সন্ন্যাসী ! একটা বিরাট সেনাদল আমার আদেশে প্রতীক্ষা ব'সে আছে, আমি আব কালবিলম্ব করতে পারছি না।

কলহাসুর। আচ্ছা, তুমি যেতে পার—কিন্তু মনে বেখো, আজ নিশাবোগেই আমরা আক্রমণ করবো।

## স্বপ্ন অভিষেক

বজ্রবাহ। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য। [স্বগত] এই উচ্ছৃঙ্খল আদেশ-পরিচালিত হ'য়ে আমার দানবসেনাদলের সৈন্যপত্য করতে হবে—ধিক আমাকে !

[ক্ষত প্রস্থান।

দারুক। সেনাপতি মশায়ের মুখ চোখ দেখে মনে হ'লো, তিনি যেন খুব চ'টেছেন—

কলহাস্মর। তাতে তোমার কি ?

দারুক। আজ্ঞে, তা একটু আছে বৈকি। বদ্রসিক গোয়ার-গোবিন্দ লোক তলোয়ারের একটা খোঁচা দিতে কতক্ষণ !

কলহাস্মর। সে ভয় তোমার নেই—এখন যা বলছিলে, তাই বল, আমার সময় বড় অল্প।

দারুক। তা হ'লে আর ব'লে কি হবে, অল্প সময়ের তো কাজ নয় মহারাজ !

কলহাস্মর। তাকে তুমি দেখেছ ?

দারুক। আজ্ঞে হ্যাঁ—

কলহাস্মর। কোথায় তাকে তুমি দেখেছ ?

দারুক। আজ্ঞে, এই মানস-সরোবর-তীরে—

কলহাস্মর। আমার দেখাতে পারো ?

দারুক। আজ্ঞে, যদি দেখা দেন, তবেই—

কলহাস্মর। এই যে বললে সে ঐখানে আছে ?

দারুক। আজ্ঞে, ছিলেন বটে—তবে মহারাজের সেনাসন্নিবেশের ঘটা দেখে যদি গা ঢাকা দিয়ে থাকেন।

কলহাস্মর। আচ্ছা, চল দেখি—

## পীর অভিষাপ

দারুক। তা হ'লে যুদ্ধটা কি এখন স্থগিত থাকবে মহারাজ ?  
কলস্বাস্থর। না।

দারুক। তবে কি যুদ্ধ আর প্রেম একসঙ্গে ?

কলস্বাস্থর। চল্ মুর্থ, সেটা কার্য্যক্ষেত্রেই দেখতে পাবে।

দারুক। আজ্ঞে, একটা দেখ'বো—অন্যটা আমার ধাতে সহিবে না।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

### গীতকণ্ঠে মানসীর প্রবেশ

মানসী।—

#### গীত

স্বপন দেশে বাধ'বো মো'রা ঘর, এখানে নয়—এখানে নয়।

সেখানে নতুন ক'রে তোমায় আমায় হবে পরিচয় ॥

নতুন ক'রে বাধ'বো বীণাখানি,

নতুন ক'রে গাঁথ'বো মালা বনের কুসুম আনি,

হবে নতুন চোখে দেখাদেখি নতুন ক'রে প্রাণ বিনিময় ॥

[ মানসীর গান আরম্ভ হইবার একটু পরেই কলস্বাস্থর ও

দারুক আসিয়া একটু দূরে রূক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া

রহিল এবং মনোনিবেশ সহকারে গান

শুনিতে লাগিল। ]

কলস্বাস্থর। শুন'ছিস কি মুর্থ ?

দারুক। আজ্ঞে গান।

কলস্বাস্থর। গানটা কাকে লক্ষ্য ক'রে গাইছে বল দেখি ?

দারুক। তার প্রেমাম্পদকে।

কলঙ্কাস্বর। অর্থাৎ আমাকে, বুঝিলি ?

মানসী। নিষ্ঠুর ধরা দিয়েও কি ধরা দেবে না ?

[ মানসী গমনোচ্ছোগ করিলে কলঙ্কাস্বর তাহার পথ

আঙুলিয়া দাঁড়াইল। ]

মানসী। কে আপনি ? পথ ছাড়ুন—

দারুক। তুমি যে ঠুকে পথে বসিয়েছ সুন্দরী, এখন উনি পথ ছাড়েন কি করে ?

কলঙ্কাস্বর। ঠিকই তো ! [ জনান্তিকে পারিষদের প্রতি ] বেড়ে বলেছি কিস্ত—

মানসী। তা হয় না, আমি যে বাক্‌দত্তা।

দারুক। বাক্‌রোধ করবার ব্যবস্থা করুন মহারাজ, নইলে বাক্‌দত্তা-লাভ বড় কঠিন হ'য়ে উঠবে।

মানসী। পথ ছাড়ুন—

কলঙ্কাস্বর। যদি না ছাড়ি ?

মানসী। যদি ইঙ্গপূত্র জয়ন্তকে জয় ক'রে আমার পাণিপ্রার্থী হ'তে পারেন, তবেই আমার পাবেন ; নইলে কল্লনার আকাশ-কুসুমের পেছনে ছুটবেন না।

কলঙ্কাস্বর। উত্তম, তাই হবে। স্বর্গজয়ের সঙ্কল্প নিয়ে আমার সেনাদল তোরণদ্বারে শুধু আমার আদেশের প্রতীক্ষা করছে। তা হ'লে বিদায় সুন্দরী, যুদ্ধান্তে আবার দেখা হবে। এসো বন্ধু—

দারুক। আজ্ঞে কোন্ দিকে যাবো ? সম্মুখে, না পেছন দিকে ?

কলঙ্কাস্বর। সম্মুখে—আমার সঙ্গে—



## তার অভিশাপ

দাকক । উপস্থিত আপনাব কথা রেখে খানিক দূর না হয় যাবো,  
তারপর পেছু হাঁটতে শুরু করবো ।

[ উভয়ের গ্রস্থান ।

মানসী । ইনিই কি দৈত্যসম্রাট কলঙ্কাসুর ? চলেছেন ত্রিদিব-  
বিজয়ে ! তাই তো, তা হ'লে কি হবে ! মা সতীরাগী, দেখিস্ মা, মুখ  
রাখিস্—

[ গ্রস্থান ।

### চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিদিব-তোরণ

জয়ন্ত ও দেবসৈন্যগণ

জয়ন্ত । সাবধানে রক্ষা কর নগর-তোরণ,  
যেন নাহি রয় মক্ষিকার  
প্রবেশের পথ ।  
তোমাদের এতটুকু ক্রটি  
ক্ষুণ্ণ বেন নাহি করে দেবের মৰ্যাদা ।  
বলদর্পী দানবের দল  
আসে ধৈর্যে বিপুল বিক্রমে,  
সম্মুখ সংগ্রামে

সেই আততায়ীগণে  
 দলিয়া—মথিয়া—  
 নিশ্চিহ্ন করিতে হবে !  
 এ তিন ভুবনে কেহ যেন  
 কভু না শুনিতে পায় দানবের নাম ।  
 নাম, বশঃ, মান আর মর্যাদা দেবের,  
 জেনো আজি তোমাদের হাতে ।  
 দেবতামণ্ডলী  
 দানব-বিজয়ী চিরদিন !  
 বন্ধুগণ,  
 সেই মহান গৌরবে  
 ক'রো না—ক'রো না যেন কলঙ্ক লেপন !  
 দেবসৈন্তগণ । জয় দেবরাজ বাসবের জয় !

### ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র ।      স্তব্ধ কর গুরু জয়ধ্বনি !  
 অরাতি-নিধন আগে জয়ধ্বনি  
 অর্থহীন উন্মাদের বাণী !  
 বিপুল বিক্রমে  
 দৈত্যকুল দলিয়া মথিয়া  
 উড়াইবে যবে  
 দেবতার বিজয়-কেতন,  
 তখনি হইবে

## ଅଭିଷାପ

ଅଧିକାରୀ ଜୟଧ୍ବନି କରିବାର,  
ତାର ଆଗେ ନୟ ।  
ଶୋନ କୁମାର ଜୟନ୍ତ,  
ତୁମି ଆର ଦେବସେନାପତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ  
ହୁଇଁଜନେ ସାବଧାନେ  
ଆପନ ବାହିନୀ ସହ  
ରକ୍ଷା କର ପଶ୍ଚିମ-ତୋରଣ ।  
ଦକ୍ଷିଣେ ରହିବେ ମୃତ୍ୟୁପତି,  
ଉତ୍ତରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ପଥେ  
ସଦାଗତି ଦେବ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ,  
ପୂର୍ବ ଦ୍ଵାରେ ରବୋ ଆମି ।  
ଶୋନ ପୁତ୍ର, କହି ଆରବାର—  
ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାରେ ବ୍ୟାହ କରିয়া ରଚନା  
ସାବଧାନେ ରକ୍ଷା କର ପଶ୍ଚିମ-ତୋରଣ ।  
ଜୟ-ପରାଜୟ  
ଜେନୋ ପୁତ୍ର ତୋମାଦେରି ହାତେ ।

[ ପ୍ରସ୍ଥାନ ।

ଜୟନ୍ତ ।      ଶୁନିଲେ ତୋ ବକ୍ତୃଗଣ ପିତାର ଆଦେଶ !  
ଅବିଳମ୍ବେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରବ୍ୟାହ  
ରଚନା କରିତେ ହବେ ।  
ଦେବସେନାପତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ  
ରବେ ବାମଭାଗେ,  
ଦକ୍ଷିଣେ ରହିବ ଯୋରା ।

বাও সৈন্তগণ, বিলম্ব না কর ;  
রচি ব্যাহ  
রহ প্রতীক্ষায় অরাতির ।

[ সৈন্তগণের প্রস্থান ।

### মানসীর প্রবেশ

জয়ন্ত । কে ? মানসী—তুমি ? এই ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্তে তুমি এখানে কেন এলে মানসী ?

মানসী । সঙ্কটময় মুহূর্ত যেমন তোমারও, আমারও জীবনে এসেছে তেমনি সঙ্কটময় মুহূর্ত । তুমি যাচ্ছে দেবতার মান, দেবতার মর্যাদা, দেবতার গিংহাসন বজায় রাখতে প্রবল প্রতিপক্ষ দুর্ব্বার দানবের বিদ্রোহের কালানল থেকে, আর আমি ছুটে এসেছি—সেই অত্যাচারী লালসার দাস জয়ন্ত দানবের নিষ্ঠুর কবল থেকে রক্ষা করতে নিজের মান, নিজের ধর্ম, নিজের নারীত্ব । আমার প্রয়োজনটা কি উপেক্ষার বস্তু মনে কর জয়ন্ত ?

জয়ন্ত । উপেক্ষার বস্তু না হ'তে পারে, কিন্তু আমার কর্তব্য যে আরও গুরুতর মানসী ! স্বাধীনতা-সংগ্রামে আজ যে আমি সমষ্টির পক্ষ থেকে একজন নেতা, দেহ মন উৎসর্গ করেছি দেবতার সেই অমূল্যনিধি রক্ষার জন্ত । ছুটেছি একটা বিরাট ঘূর্ণীবায়ুর মত কাঁপিয়ে পড়তে নিষ্ঠুর অশুভাগ্যবশত দানব-বাহিনীর উপর—সমস্ত বাহিনীকে বিপর্যাস্ত ক'রে ক্ষুদ্র ধূলিকণার মত দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দিতে । নারীর কাকূতি, নারীর প্রেম নিবেদন শোনবার তো এখন অবসর নেই মানসী !

## স্বপ্ন-অভিশাপ

মানসী । নারীর কাকুতি, নারীর প্রেম নিবেদন কি এতই অবজ্ঞার ? নারী কি এতই হেয় জয়ন্ত ? নারীর মর্যাদা, নারীর ধর্ম, নারীর নারোত্তের কি কোন মূল্য নেই ? বাক্‌দত্তা রমণী আর বিবাহিতা নারী কি তোমার মতে পৃথক রাজকুমার ? বিপ্লবী পত্নীর ধর্ম, মর্যাদা, নারীত্ব রক্ষা কি স্বামীর কর্তব্যের বাইরে দেবসেনানায়ক ? বাক্‌দত্তা কি তোমার বিচারে ধর্মপত্নী নয় বাসবতনয় ? আজ যদি তোমার মাতার কি ভগ্নির ধর্ম, মর্যাদা, সতীত্ব হৃদ্বর্ষ দানবের হাতে বিপন্ন হ'তো—

জয়ন্ত ।      রসনা সংযত কর প্রগল্ভা কামিনী !

ত্রিদিব-ঈশ্বরী মহীয়সী

দেবেন্দ্র মহিষী—

তুলনার বস্তু নয়

পথের কুকুরী সনে !

অতি হীন অপ্সরার কুলে

লভিয়া জনম,—

তুলা মান—সমান পর্যায়

দাবী কর তুমি কুপের মণ্ডুকী ?

উচ্চ আশা নৃত্য করিবারে

বিষধর অজগর শিরে !

ত্রিদিবের বারবিলাসিনী

গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,

স্পর্ধা তার পত্নীত্বের দাবী—

বাসব-নন্দন পাশে !

মানসী ।      এত শঠ—এতই কপট তুমি  
 বাসব-নন্দন ?  
 প্রবঞ্চক ! এই যদি ছিল মনে,  
 কেন তবে  
 রূপ মোহে মুগ্ধ হ'য়ে কামনার দাস,  
 প্রেম ভিক্ষা ক'রে ছিলে মোর ঠাই ?  
 অবলা সরলা পেয়ে ছলায় ভূলায়ে  
 হরণ করিয়া মোর নারীত্ব-সম্মম  
 সর্বস্বারা কেন করিলে আমার ?  
 পিতার স্নেহোপাধি পুত্র বটে !  
 সহস্রলোচন যিনি গুরুপত্নীহারি,  
 তার পুত্র হবে লম্পট অধম—  
 চিরন্তন সত্যবাণী ইহা ।

অরস্তু ।      সাবধান সৈরিণী কামিনী,  
 হেন হীন বাণী—বারেকের তরে  
 হয় যদি উচ্চারিত পাপমুখ হ'তে,  
 ক্ষমিব না রমণী বলিয়া ।  
 স্নাতীক শায়কে এই ঘৃণিত রসনা  
 থণ্ড থণ্ড করি—  
 খাওয়াইব শৃগাল কুকুরে,  
 বাকুশক্তি চিরতরে করিব বিলোপ !

মানসী ।      জানি,—জানি ভাল মতে বাসবনন্দন,  
 নারী-নির্যাতনে শক্তিদ্বর তুমি

## নটর অভিশাপ

হৃক্সল শিশুর মত আশ্রিত রক্ষণে ।

শোন শঠ ! শোন প্রবঞ্চক !

মিথ্যাভাষে—মিথ্যা প্ররোচনে

যে সৰ্ক্সনাশ করেছ আমার,

ফল তার অবশ্য ভুঞ্জিবে

মোর অভিশাপে ।

যে মহান্ দম্ভভরে

আজি তুমি রণে আগুয়ান

উড়াইতে দেবতার বিজয়-কেতন,

সে দম্ভ টুটিবে তব ;

হতমান হইবে দেবতা

দানবের রণে ।

যে ব্যথা হৃদয়ে ল'য়ে

লাঞ্ছিতা কামিনী হ'য়ে সৰ্ক্সহারা

চ'লে যায় নিয়তি-চালিত পথে,

ঠিক তত্থানি ব্যথা ভুঞ্জিবে যখন

তোমা সনে দেবকুল

দানবের অত্যাচারে হ'য়ে জর জর—

ল'য়ে শিরে পরাজয় কলঙ্কপসরা ;

সেই ক্ষণে হইবে স্মরণ

এই গন্ধৰ্ক্সবালার ।

বুঝিবে তখন ভাল মতে

যে রমণী কোমলহৃদয়া

প্রেম পাগলিনী,  
পুরুষের নির্যাতনে  
সে কামিনী দলিতা কণিনী—  
ঢালে বিষ স্তম্ভিত দংশনে ।

[ বেগে প্রস্থান ।

জয়ন্ত । মানসী—মানসী ! না, ছুটে চ'লে গেল ! তবে কি ভুল  
করেছি ? না—না, কখনই নয় ।

গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ

ভোলা ।—

গীত

তোমার মিছে পাতা কাঁদ ।  
বামন হ'য়ে হাত বাড়ানো ধরতে যে গো চাঁদ ।  
ক্ষণিকের সে রাগের নেশা,  
নিতি জাগায় নতুন আশা,  
বেমন তেলে জলে মেলামেশা তার ভালবাসার এমনি ছাঁদ ।  
যুথের কথা বড় মিটি,  
বুঝি বিধির নতুন স্রষ্টা,  
মোহমদির যোগের দৃষ্টি নারী ধরা কাঁদ ।

[ প্রস্থান ।

জয়ন্ত । না, আমি ঠিক করেছি । কর্তব্যের আহ্বানকে উপেক্ষা  
ক'রে রমণীর প্রেম-নিবেদন শোন্বার অবকাশ বাসব-নন্দন জয়ন্তের  
নেই । দেবতার গৌরব-পতাকা আজ যদি এতটুকু অমনোযোগিতার,



## পূর্ব অভিশাপ

এতটুকু অবহেলায় ভেঙ্গে পড়ে, তার মত ছরপনের কলঙ্ক আর কি হ'তে পারে? না, আমি ভুল করি নি—[নেপথ্যে রণকোলাহল] ঐ কর্তব্যের আহ্বান! জয়ন্ত, এগিয়ে চল—এগিয়ে চল—

[বেগে প্রস্থান।

### অপরদিক দিয়া শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। না, আর পারা গেল না! আবাব লাগলো যুদ্ধ! এক যুদ্ধে গিয়ে যৌবনে জবাগ্রস্ত হ'য়ে হাড়ির হাল হয়েছিল, নেহাত জোর বরাত—তাই আবার বিগত যৌবনটা থানকে থান ফিরে পেয়েছি। ছ'দিন ভোগ করতে না কব'তেই আবার বেজে উঠলো বণ-দামামা! এবার কলঙ্কাসুর আবাব কি চীজ্ নিয়ে যুদ্ধে আসছে কে জানে? অশ্রুবদেব বিশ্বাস নেই বাবা! ঐ জবাসুর বেটা তো ওদেবই স্বজাতি—হয় তো এমন একটা জীব সঙ্গে আনবে—তিনি একটু ফুঁ দিয়ে মাথাটা বেমানুম উড়িয়ে দেবেন। দেবতাব মবণ নেই—কাজেই কঙ্ক কাটার মত হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। তা হ'লেই তো গেছিকে বাবা! জরাসুরের মত দেববাজ যদি আমারও একটা ব্যবস্থা ক'বে দিতেন, তা হ'লে মর্ত্যে গিয়ে পুজোর নৈবিদ্বি খেতুম্ আর গোঁফে চাড়া দিয়ে ঘুরে বেড়াতুম্—হায় রে বরাত!

### যমের প্রবেশ

যম। একি, শনৈশ্চর তুমি!

শনৈশ্চর। যুত্পতি কি যুদ্ধের হাঙ্গামায় চোখে ঝাপসা দেখেছেন নাকি?

যম। কেন ?

শনৈশ্চর। কথাটা শুনে মনে হ'লো যেন আমার চিন্তে পারেন নি—

যম। তা নয় শনৈশ্চর, আমি বিস্মিত হ'লুম যে, দেববাহিনী যুদ্ধে ব্যাপ্ত আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে—

শনৈশ্চর। আজ্ঞে, আপনি যে রকম তুমুল যুদ্ধে ব্যাপ্ত, তা দেখে আমার আর পা উঠ'লো না ; অবাক হ'য়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

যম। মূর্থ !

[ প্রস্থান।

শনৈশ্চর। আজ্ঞে হাঁ। বুদ্ধিমানের মত আপনি এগিয়ে যান, মূর্থ আমি, ভেবে দেখি, যাবো কি না।

### পবনের প্রবেশ

পবন। কি ভেবে দেখ্বে হে শনৈশ্চর ?

শনৈশ্চর। আজ্ঞে, মূর্খেরা যা ভাবে—

পবন। তবু ভাবনাটা কি শুনি ?

শনৈশ্চর। ভাবনা আর কিছুই নয়—ভাবছি যুদ্ধে যাবো কি না !

পবন। যুদ্ধে যাবে না কি রকম ?

শনৈশ্চর। সেই অরাসুরের কথা মনে আছে কি আপনার ?  
এরাও তো সেই অসুরের জাত ! তাই গাড়ার ভাবনা, বেগতলায়  
আবার যাবে কি না !

পবন। দেশের জন্ত—জাতির জন্ত তুমি যুদ্ধ করবে না ?

শনৈশ্চর। আজ্ঞে দেহের জন্ত, মনের জন্ত একটু ইতস্ততঃ  
করতে হচ্ছে বৈকি।

## পূর্ব অভিষাগ

পবন। তুমি কাপুরুষ!

[ প্রস্থান।

শনৈশ্চর। যে আজ্ঞে সুপুরুষ!

### কার্ত্তিকেয় প্রবেশ করিলেন

কার্ত্তিকেয়। কার সঙ্গে কথা কইছিলে শনৈশ্চর?

শনৈশ্চর। আজ্ঞে, প্রভঞ্জন দেবের সঙ্গে। উনি বল্লেন যুদ্ধে যেতে, সব দেবতাই তো গুটী গুটী গেলেন যুদ্ধ করতে—এখন গুপ্তশত্রুর হাত থেকে দেবাজ্ঞানাদের রক্ষা করবে কে? তাই ভাবছি, আমি আর যুদ্ধে যাবো না—আমি দেবাজ্ঞানাদের খবরদারী করবো। আপনি দেবসেনাপতি, আপনার অমুমতি ভিন্ন তো কিছু করতে পারি নে।

কার্ত্তিকেয়। তুমি বুদ্ধিমানের মত কথাই বলেছ—পুরী সম্পূর্ণ অরক্ষিত—পুরীরক্ষার ভার তোমার উপর রইলো শনৈশ্চর!

[ প্রস্থান।

শনৈশ্চর। যে আজ্ঞে! হৌংকা বমরাজ তবু বলে আমি মূর্থ!  
তুম্ তানা না না দেরে না—

[ ফুল্লমনে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান।

## পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল

যুদ্ধ করিতে করিতে পবন ও কলহাস্তরের প্রবেশ

কলহাস্তর । তুমিই পবন ?  
ফুৎকারে টলাতে পারো  
হিমাঙ্গি অচল,  
উপাড়িতে মহীকুহ  
একান্ত তৎপর তুমি  
অঞ্জনানন্দন,  
ভুবনে অজেয় বীর  
খ্যাতি চিরদিন,  
তাই দেবেজ্ঞ বাগব—  
নির্দোষন করিয়াছে তোমা  
রক্ষিতে তোরগদ্বার ।  
কিন্তু এই শক্তি, এই ভূজবল  
সহিল না একটা আঘাত ।  
বিচূর্ণিত গদা, পাশ,  
বিঘূর্ণিত শির—  
ভূমিশয়া করিলে গ্রহণ !  
পুনঃ কোন্ মায়াবলে  
নববলে হ'য়ে বলীয়ান  
আসিলে যুদ্ধিতে পুনঃ ?

## ১২৩ অভিশাপ

দেখাইলে পরাকাষ্ঠা বীরত্বের !  
ক্লান্ত যদি রণে প্রভঞ্জন,  
যাও ফিরি আপন আলয়ে ।  
দণ্ডেকের তরে  
করণে বিশ্রাম তুমি,  
দিবু তোমা অবসর ।  
পবন । জানি তুমি বাক্যবীর  
দানব-অধম !  
জানি তুমি শিথিয়াছ মায়া,  
মায়াধর গুরুপাশে ;  
যুদ্ধবিজ্ঞা বিনিময়ে  
মায়াবিজ্ঞা করিয়া অর্জন,  
করিতেছ রণ জয়—  
অস্ত্রবল বাহুবলে নয় !  
ধর অস্ত্র, মায়াবিজ্ঞা সহ তোমা  
জিনিয়া সংগ্রামে,  
পাঠাইব অচিরায়  
মরণের পারে ।  
কলহাস্তুর । অমর বলিয়া তাই এত আড়ম্বর  
এত আশ্ফালন  
মৃত্যু দিতে অপরেয়ে ।  
বোঝা গেছে ভুজবল তব,  
নির্কিষ ভুজঙ্গ সম

শুধু আশ্ফালন !

ধর অঙ্গ, আত্মরক্ষা কর ।

[ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান ।

যুদ্ধরত যম ও বজ্রবাহুর প্রবেশ

যম ।            কালান্তক মহাকালে আহ্বানিয়া রণে  
                  উন্মুক্ত করিলি কেন মরণের পথ ?  
                  রে মৃঢ় দানব, জানিস্ কি তুই—  
                  কেবা আমি মৃত্যুদণ্ড করে ?

বজ্রবাহু ।    জানি তুই মৃত্যুপতি যম,  
                  আর মৃত্যুদাতা আমি সে যমের ।  
                  মানবের জীবন লইয়া  
                  চিরদিন লীলাখেলা তোর,  
                  শক্তিহীন অকর্মণ্য জীব  
                  অসহায় যারা ধরামাঝে ।  
                  আজি তোরে পেয়েছি সম্মুখে,  
                  সমূলে নাশিয়া মানবের মৃত্যুভয়  
                  ঘুচাইব চিরদিন তরে ।  
                  বাঁচাইব মর্তবাসী জনে  
                  হাত হ'তে জরা-মরণের ।  
                  ধর অঙ্গ,  
                  দণ্ড পাশ যা আছে তোমাব,  
                  এই মৃত্যুবাণ এড়িলাম আমি ।

## ১৩ অভিশাপ

যম ।            মৃত্যুকামী রে দানব,  
                  আয় তবে, মরণ বরণ কর,  
                  তুলিলাম যমদণ্ড দানবনিধনে ।  
[ যম বজ্রবাহকে আক্রমণ করিল বজ্রবাহ  
                  পলায়নপর হইলেন । ]

শূল হস্তে কলম্বাসুরের প্রবেশ

কলম্বাসুর ।    হেব মৃত্যুপতি,  
                  ব্যর্থ তব দণ্ডেব আঘাত ;  
                  ও আঘাত শুধু মৃত্যু দেয় মর্তের মানবে ।  
                  জরা ব্যাধি জীর্ণদেহে ষারা  
                  শুধু চেয়ে থাকে মরণের আশা-পথ,  
                  ওই দণ্ড তাদেবি মরণ দিতে  
                  অব্যর্থ—দুর্কাব ।  
                  ভুবনবিজয়ী বীর কলম্ব-অসুর  
                  ভীত নয় যমদণ্ড হেরি ।

[ উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে রণে ভঙ্গ  
                  দিয়া যম পলায়ন করিল এবং বরুণ আসিয়া তাহার  
                  স্থান অধিকার করিল, কিন্তু উদ্যত শূলের মুখে  
                  বরুণের পাশ হস্তচ্যুত হইল । কলম্বাসুর  
                  বরুণের হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল । ]

কলহাস্তর । মরিবে না তুমি—  
 মৃত্যুঞ্জয়ী তোমরা অমর,  
 নহিলে কি এখনও  
 থাকিত জীবন ওই  
 সুকোমল দেহে ?  
 শুনিয়াছি তুমি জলাধিপ,  
 আন স্নিগ্ধ বারি  
 মৃন্ময় কলস ভরি,  
 প্রক্ষালন করি দেহ  
 দানবের চরণ যুগল,  
 বিনিময়ে মুক্তি দিব তোমা ।  
 কি, নিরন্তর কেন ?  
 পারিবে না প্রক্ষালিতে পদ ?  
 তবে জলাধিপ নাম  
 কি হেতু ধরেছ মূঢ় ?  
 হয় আন বারি,  
 অস্ত্রথায় দস্তে তৃণ করি  
 মাগি পরাজয়  
 চ'লে যাও নিজ বাসে ।

বেগে জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত । বাখানি বীরত্ব তোরা  
 দানব অধম ।



## নীরৱ্তি অভিশাপ

অজ্ঞহীন জনে  
কহিতেছ বিজ্ঞপের বাণী ?  
শক্তিমান্ যদি তুই  
ধরু অজ্ঞ,  
আসিয়াছে কালান্তক তোর  
বাসব-নন্দন ভুবন-বিজয়ী বীর,  
দুষ্কৃতির যোগ্য দণ্ড দিতে ।  
কলঙ্কাস্বর । তুই ? তুই বাসব-নন্দন ?  
সীমাবদ্ধ যে ভুবন স্বরগ-তোরণে,  
সে ভুবন মাতৃ-অঙ্ক তোর—  
স্নেহের বারিধি ঘেরা !  
জয় করি তাই,  
ভুবনবিজয়ী আখ্যা তোর !  
নহে দুঃখপোষ্য শিশু তুই,  
বামনের চন্দ্রমা ধারণ সাধ  
যথা কল্লনা-অতীত,  
তোরও প্রাণে জাগিয়াছে  
তেমতি অনন্ত সাধ—  
অনন্ত হরাণা  
যুব্বিতে কলঙ্ক সনে !  
ফিরে যা রে শিশু  
পুনরায় মাতৃ-অঙ্কে তোর,  
গুহ তালু ক্ষুধায় কাতর

এখনি হইবি তুই ;  
 রণশ্রম কেমনে সহিবি ?  
 জয়ন্ত । বীরশিশু মাতৃ-অঙ্ক হ'তে  
 আপনি ছুটিয়া যায়  
 মল্লক্রীড়া করিবারে  
 বস্ত্র স্থাপদেব সনে ।  
 বনের স্থাপদ তুইও একজন,  
 তাই আসিয়াছি  
 তোর সনে করিবারে মল্লরণ ।  
 রণ সাধ যদি,  
 দেখা যাক্ কার কত পরাক্রম !

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ । দেবসেনাগণ আসিয়া জয়ন্তের সহিত  
 সমরে যোগদান করিল, কিন্তু কলস্বাস্থ্রের প্রচণ্ডবেগ  
 সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা পলায়ন করিল ;  
 জয়ন্ত ও বরুণ কলস্বাস্থ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে  
 লাগিল, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর তাহারা  
 পলায়ন করিল ; কলস্বাস্থ্র তাহাদের  
 পশ্চাদ্ধাবন করিল । ]

জনৈক চরের প্রবেশ  
 চর ।      রণে ভঙ্গ দিয়া  
 পলায়েছে সকল দেবতা ।

## ঋতুর অভিষাগ

একা শুধু কুমার জয়ন্ত  
যুঝিতেছে দানবের সনে !  
তুমুল সংগ্রাম—  
ভাবিতেছি কি হয়—কি হয় !  
যাই হুয়া—  
দেবরাজে দানিতে সংবাদ ।

[ প্রস্থান

### শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর ।      রম্যারম্ লেগেছে সমর,  
শেল, শূল, গদা, ভল্ল,  
মুঘল, মুদগর,  
আর ছিল যত দেব-অস্ত্র,  
ভাঙার করিয়া খালি  
এড়িল সকল দানবনিধন তরে ।  
হুভাগ্য অপার—  
ব্যর্থ অস্ত্র যত,  
স্পর্শিল না কেশাগ্র তাহার,  
অজ্ঞের অক্ষত রণে  
হুয়ন্ত দানব ।  
অনিশ্চিত দেবতার পরাজয় !  
মিছামিছি তবে  
আমি কেন আগুবেড়ে যাই

রণাঙ্গণে ছরস্তু রিপুর সনে  
সংগ্রাম বাসনা ল'য়ে ?  
উন্টামুখে পৃষ্ঠ দেখাইয়া—  
ফিরে যাই আপন আলয় ।  
গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া  
গুপ্ত গৃহে বসি  
রসালাপ জুড়ে দিই ।  
বণ-উন্মাদনা নিয়ে  
অবধা ঘামানো মাথা  
মুখতার পরিচয় ।

[ বেগে প্রস্থান ।

## ষষ্ঠ দৃশ্য

রণস্থলের একাংশ

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র ।

স্বকোশলী প্রভঞ্জন বীর ।  
পশ্চিম তোরণ  
অতীব সুগম পহা পুরী প্রবেশের  
জানিয়া কলধাস্বর,

## সূর্য্য অভিশাপ

সেই দিক হ'তে  
আক্রমিল প্রচণ্ড বিক্রমে  
দেব অনিকিনী ।  
কৌশলী পবন মৃত্যুপতি সহ  
ঘেবিল দানবদলে পশ্চাৎ হইতে ।  
দুর্ধাব অবাতি ভৈবব ছঙ্কাব ছাডি  
প্রমত্ত আহবে বাঁপাষে পড়িল বেগে  
মত্ত কবী সম ।  
ব্যাহভঙ্গ আশে  
কবিতেছে অশেষ প্রয়াস ।  
নেহাবি বিক্রম তাব  
সন্দ জাগে মনে,  
বুঝি বণে হয পবাজয় ।

### চরের প্রবেশ

ইন্দ্র ।            কি সংবাদ ?  
চব ।            হে বাসব ।  
বাধিয়াছে তুমুল সংগ্রাম,  
দানব-বিক্রমে ব্যুহ ভগ্ন,  
ছত্রভঙ্গ হইয়াছে দেবসেনাগণ ।  
দেবসেনাপতি ব্যুহ সংগঠনে  
বিফল প্রয়াস হ'ষে  
একেশ্বর যুদ্ধে বণে,

পশ্চাতে তাহার কুমার জয়ন্ত  
নিবারে দানব-চম্ ;  
পলায়িত প্রভঞ্জন,  
বণাঙ্গণে মুচ্ছিত শমন,  
উল্লসিত দানব-বাহিনী  
যুঝিতেছে বিপুল বিক্রমে ।

[ প্রস্থান ।

ইন্দ্র ।

মায়াবী দানব ।  
নাহি জানি কোন অলঙ্ঘ্য শক্তি  
হইয়াছে দানব সহায়,  
তাই আজি বিপর্যাস্ত  
দেব-অনীকিনী !  
তবে কি দৈববল ?  
কোন্ দেবতার বরে  
আজি শক্তিমান্ হ্রস্ব দানব ?  
দেবতার সর্বনাশ করিতে সাধন  
কেবা হ'লো প্রসন্ন এমন  
দানিয়া বিজয় বর হ্রস্ব দানবে !

### দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

চর ।

হুঃসংবাদ অতি নিদারুণ !  
দেব-সেনাপতি ভঙ্গ দিল রণে ।  
কুমার জয়ন্ত এক।

## নটর অভিশাপ

যুদ্ধিছে দানব সনে,  
পার্শ্বচর একটি দেবতা  
নাহিক সহায় তার !  
দৈববলে বলীয়ান কলঙ্ক-অম্বর—  
যুঝে একেশ্বর জয়ন্তের সনে,  
পশ্চাতে সহায় তার  
অগণিত দানবীয় সেনা ;  
পরাজয় সুনিশ্চিত দেবরাজ !

[ প্রস্থান ।

ইন্দ্র ।      পুত্র মোর একা যুঝে দানবের সনে,  
নাহিক সহায় কেহ !  
কাপুরুষ দেবসেনাদল  
রণে ভঙ্গিয়ান !  
অমর দেবতা—  
তবু ভীত কিসের লাগিয়া ?  
কালব্যাজ করিব না আমি,  
যাবো আমি পুত্র পাশে  
বারিতে হৃদয় অরি ।

[ বেগে প্রস্থান ।

ভগ্ন অসি হস্তে জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত । একথানা অঙ্গ—একথানা অঙ্গ ! কে কোথায় আত্মীয়  
আছ, বন্ধু আছ, আমার একথানা অঙ্গ ভিক্ষা দাও । একথানা অঙ্গের

জন্তু আজ দেবতার মহান্ গৌরব বুঝি হীন দানবের পদতলে দলিত  
হয়। এসো—দাও—একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্র—

### বেগে মানসীর প্রবেশ

মানসী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কেমন হ'য়েছে? গর্বিত ইন্দ্রপুত্র, যে  
দস্ত নিষে দীনা অভাগিনী নারীর কাকুতি উপেক্ষা ক'রে, কর্তব্যের  
আহ্বানে ছুটে এসেছিলে, সে কর্তব্য কি তোমার সম্পন্ন হ'য়েছে  
জয়ন্ত?

জয়ন্ত। কে মানসী? একখানা অস্ত্র দিতে পারো আমার? আমি  
তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।

মানসী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভিক্ষা চাইছো! এমনভাবে এক  
অভাগিনী নারী তোমার কাছেও ভিক্ষা চেয়েছিল, এমনি আকুল  
আগ্রহে তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে কঁদেছিল! সে দিন কি  
তুমি তাকে ভিক্ষা দিয়েছিলে জয়ন্ত? তাকে যে তুমি পদাধাতে  
বিতাড়িত কবেছিলে পথের কুকুরীর মত! আজ তোমার ভিক্ষা  
চাইতে লজ্জা করে না? তুমি যে মহিমময় দেবতা, আর আমি  
হীনা পদসেবিকা দাসী!

জয়ন্ত। সে সব কথা ভুলে যাও মানসী! চির-উন্নত শির দেবতার  
মর্যাদা রক্ষা করতে তুমি আমার একখানা অস্ত্র ভিক্ষা দাও।

মানসী। ভোলবার শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ চ'লে গেছে জয়ন্ত! যে  
ছিল তোমার অনুকম্পাপ্রার্থিনী—শ্রেম পাগলিনী নারী, তার তো  
অস্তিত্ব নেই জয়ন্ত! সে মরেছে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হ'য়েছে দলিতা  
ফণিনী। স্নেহ, দয়া, শ্রেম, ভালবাসাকে অস্তুর থেকে নিংড়ে ফেলে



## সূর্য্য অভিষাগ

তা পূর্ণ ক'রে বেখেছে তীব্র হলাহলে! তার নিঃশ্বাসে বিষ, তার দৃষ্টিতে অগ্নিস্কলিঙ্গ, কথায় ও কার্য্যে বিশ্বধ্বংসী অগ্নি-প্রস্রবণ! তার কাছে চাও তুমি অমুকম্পা? হাঃ—হাঃ—হাঃ।

### ত্রিশূল হস্তে কলশাসুরের প্রবেশ

কলশাসুর। ক্ষুদ্র গৃগাল শিশু, এখানে পালিয়ে এসেছ? এই বুঝি দেবতার বর্ণনীতি?

জয়ন্ত। আমি এসেছি অস্ত্রের জন্ত। দেখছো না অস্ত্র ভগ্ন? অস্ত্র দাও, আমি যুদ্ধ করবো—

কলশাসুর। আমার জিতিয়ে দাও, আমি জয়লাভ করবো; কেমন—ভাবার্থটা এই নয় কুমার? দেহে অথবা আঘাত সহ্য করতে না চাও, বন্দীত্ব স্বীকার কব; অন্তথা যুদ্ধ কব।

জয়ন্ত। কিন্তু অস্ত্র কৈ? তুমি নিরস্ত্রকে অস্ত্রাঘাত করবে?

মানসী। নিরস্ত্রকে অস্ত্রাঘাত করবেন না দানব-সম্রাট, ওকে বন্দী করুন।

জয়ন্ত। আমি কিছুতেই বন্দীত্ব স্বীকার করবো না।

কলশাসুর। বেশ, তা হ'লে যুদ্ধ কর।

### বেগে ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। নিরস্ত্রের অস্ত্র অস্ত্রাঘাত করতে তোমাব লজ্জা করে না দানব? যুদ্ধ করতে চাও, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

[ ইন্দ্র পূর্ণ বিক্রমে কলশাসুরকে আক্রমণ করিল, কলশাসুর কশ্যপপ্রদত্ত শূল উদ্বৃত্ত করিয়া তাহার দিকে

## স্বপ্ন-অভিশাপ

ধাবিত হইল, শূলমুখে দীপ্তবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল,  
ইন্দ্র ও জয়ন্ত ক্রিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া  
পলায়ন করিল। কলঙ্কাসুর তাহাদের পশ্চাৎ  
অনুসরণ করিতে গিয়া সম্মুখে মানসীকে  
দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ]

কলঙ্কাসুর। এ কি! মানসী, তুমি? তুমি এখানে?

মানসী। সম্রাটকে যে কথা দিয়েছিলুম। জয়ন্তের সঙ্গে যুদ্ধে  
জয়লাভ ক'রে আপনাকে আস্তে ব'লেছিলুম আমার কাছে, যেমন  
তৃষ্ণার্ন্ত ছুটে যায় জলের কাছে। আজ সে নীতি উল্টে দিয়েছি  
সম্রাট! জলই ছুটে এসেছে তৃষ্ণার্ন্তের কাছে। দেবেন্দ্র-বিজয়ী বীর-  
শ্রেষ্ঠ কলঙ্কাসুর! বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আমার বরমাল্য গ্রহণ  
করুন—[ কলঙ্কাসুরের গলায় মাল্য পরাইয়া দিল। ]

কলঙ্কাসুর। সুন্দরী! এ মিলনানন্দ উপভোগ কর্বো আমবা  
অমরাব রাজাসনে ব'সে—

[ মানসীর হাত ধরিয়া প্রস্থান। ]

# তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাসধাম ।

বিলম্বমূলে নন্দী সিদ্ধি ঘুঁটিভোঁছিল, গীতকণ্ঠে

ভৈরবীগণের প্রবেশ

ভৈরবীগণ ।—

গীত

শঙ্কর ত্রিপুরারি উমেশ ভোলা ।

পিনাকি বাঘাস্ববধাবী ভালে চল্লকলা ।

শিরে ফন্ ফন্ ফণী গরজন,

জাহ্নবী কলকলে জটা বিলম্বন,

ধ্বক্ ধ্বক্ অলে ভালে ত্রিনয়ন,

বিষাণধারী গলে হাড়মালা ।

ভাঙ-ধুতুরা পানে অঁাধি চুলু চুলু,

বহত জাহ্নবী কুলু কুলু কুলু,

ডমক বাজত নাচত থিরা থিরা

প্রলয়নাচনে আপন ভোলা ।

নন্দী । ভৃঙ্গিটাব মত ফাঁকিবাজ আব দেখা যায় না, আসি ব'লে  
কোন্ চুলোষ যে গেল, তা কি ছাই একবাব ব'লেও গেল, আমি  
ব্যাটা সিদ্ধি ঘুঁটিছি তো ঘুঁটিছি !

## শনৈশচরের প্রবেশ

শনৈশচর। বাবা নন্দীকেশ্বর, বেশ ভাল আছ?

নন্দী। কে তুই, এমন অসময় বিরক্ত করতে এলি?

শনৈশচর। আহা-হা, কথা তো নয় যেন মধু, নন্দীকেশ্বর না হ'লে কৈলাস মানায় না! জগতের শ্রেষ্ঠ শৈব, বাবা ভোলানাথের প্রিয়তম সেবক, এই নন্দীকেশ্বর যেখানে নেই, সেটা তো শ্রশান! ভূত-প্রেতের লীলাক্ষেত্র!

নন্দী। বচন যে থামে না দেখছি! তুমি কে হে?

শনৈশচর। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু! আহা-হা কানে যেন মধুরূপি হ'লো, এইজন্তই তো লোক-লোকান্তর হ'তে অতৃপ্ত পিপাসিত জন ছুটে আসে তাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করতে দুর্গম পর্বতমালা অতিক্রম করে এই কৈলাসধামে! তাই তো আমার ইচ্ছা হয়, জন্ম-জন্মান্তর এই বিবমূলে ব'সে আমার অতৃপ্ত কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করি বাবা নন্দীকেশ্বরের অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করে!

নন্দী। বাবা ত্রিবক্রবদন, একটু ক্ষান্ত দাও বাবা, বল, তুমি কে, আর কি জন্তে এখানে এসেছ?

শনৈশচর। ওঁ মধুবাতা হৃদয়তে মধুখুন্তি সিদ্ধুব মাদ্বিগ্ন—

সন্তোষধি মধুনক্সো, ওঁ মধু—ওঁ মধু—ওঁ মধু!

আবার বল, আবার বল বাবা নন্দীকেশ্বর, তোমার বচন-মধু-সমুদ্রে নাকানি-চোবানি খেতে খেতে আমি মধুলোকে চ'লে যাই!

[ সিদ্ধি ঘুঁটিবার দণ্ড রাখিয়া নন্দী উঠিয়া পড়িল এবং

শনৈশচরের নিকটবর্তী হইয়া তাহার হাত ধরিল ]

## নন্দী অভিশাপ

নন্দী । [সহাস্ত বদনে] থাম বাপধন, থাম, আব ব্যাখানা কব্তে হবে না । এখন বল তো তুমি কে, আব কি মতলবে এসেছ ?

শনৈশ্চব । ঔ মধু, ঔ মধু, ঔ মধু !

নন্দী । দূস্তোব মধুব নিকুচি ক'বেছে, ফেব যদি 'মধু—মধু' কব্বি তো ঐ ডাণ্ডা দিখে তোব মধুব কলসী ফাটাবো । বল, তুই কি চাস্ ?

শনৈশ্চব । বাবা নন্দীকেশব ভিন্ন আব এত দয়া কাব হবে ।

নন্দী । তোব ঐ ঘ্যানব ঘ্যানব বন্ধ কব্বি কি না ? আনবো ডাণ্ডা ?

শনৈশ্চব । আব ডাণ্ডায় কাজ নেই বাবা, আমি এমনি ঠাণ্ডা হ'চ্ছি ।

নন্দী । তুই কি চাস্ ?

শনৈশ্চব । একবাব বাবাব দেখা ।

নন্দী । এই কথা ! বললেই তো হ'তো, তা নয ঘণ্টাখানেক ধ'বে কেবল ঘ্যানব ঘ্যানব ! তা তুই সঙ্গে যাবি, না আমি বাবাকে খবব দেবো ?

শনৈশ্চব । আমি যাবো না বাবা, যাবেন কুমাব জয়ন্ত বাবাজী । তোমাব হুকুম না পেলে তো এখানে আসবাব যো নেই, তাই বাবাজী আমাব ঐ বটতলায় দাঁড়িয়ে আছে ।

নন্দী । জয়ন্ত আবাব কে ?

শনৈশ্চব । দেববাজ ইস্তেব গুল্ল । তুমি সব জাস্তা হ'যেও বাবাজীব নামটা একবাবে ভুলে গেছ ? বাবাব প্রসাদ একটু বেশী মাত্রায় চড়িয়েছ বাবা নন্দীকেশব ?

নন্দী । [উপর্যুপবি কয়েকটা হাই তুলিয়া] প্রসাদ পাবাব এখনও সময় হয় নি বাবা জিবজবদন ! হাতেব কাজ আমাব এখনও সাবা

হয় নি, তুমি তোমার সঙ্গীকে ডাকো—আমি. ততক্ষণ সিদ্ধি ঘুঁটতে ঘুঁটতে এগিয়ে যাই।

শনৈশ্চর। দাঁড়াও বাবা নন্দীকেশ্বর, তোমায় একটা গড় করি।

নন্দী। থাক, আর গড় করতে হবে না; তুই অমর হ'য়ে থাকবি।

শনৈশ্চর। বাবা নন্দীকেশ্বরের কি দিল খোলা আশীর্বাদ, দেবতা শনৈশ্চরকে একবারে অমর বর দিয়ে ফেললে! চল বাবা, তুমি এগিয়ে চল, আমরা তোমার পেছ পেছ যাই।

[ অগ্রে নন্দী তৎপশ্চাৎ শনৈশ্চরের প্রস্থান।

## গীতকণ্ঠে বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া।—

### গীত

দীন ভিখারী বাবা আমার রাজ্যেশ্বরী মা।  
বাবা অশানে মশানে কেরে ছাই মাখা তার গা।  
বাবা ভিক্ষা করে মায়ের দোরে, হা অন্ন হা অন্ন ক'রে,  
অন্ন দিতে আঙবেড়ে, আসেন অন্নপূর্ণা মা,—  
দেখে মায়ের দোরে ছুতের নৃত্য, ভয়ে বেরোয় নাকো রা।

[ প্রস্থান।

## জয়ন্ত ও শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর। কি বাবাজী, কেমন মতলব দিয়েছি! ইস্! হাসি যে ঠোঁটের ভেতর থেকে ঝিলিক্ মেয়ে উঠছে!

জয়ন্ত। আজ পেয়েছি দেবতার রক্ষামন্ত্র, কিন্তু—

## নৃত্যর অভিশাপ

শনৈশ্চর। আবার কিন্তু কেন বাবাজী?

জয়ন্ত। কিন্তু রক্ষা করবার শক্তি তো দেবতার নেই!

শনৈশ্চর। তবে আবার কি মন্ত্র শিখে এলে বাবাজী? রক্ষা করতেই যদি পারবে না, তবে তো ও ফুস্ মস্তুর—

জয়ন্ত। যে শক্তিতে কলহাস্তুর আজ শক্তিমান্, সে শক্তি লোপ করতে পারে একমাত্র শিবশক্তি মহাশূল পাণ্ডপত অস্ত্র।

শনৈশ্চর। তবেই তো অগাধ জলে পড়লো দেখছি! বলি, সে শূলগাছটা সংগ্রহ করতে পার নি তো?

জয়ন্ত। না—

শনৈশ্চর। তবে তো সবই করলে! বিশল্যাকরণী মরা বাঁচান—  
কিন্তু সেই বিশল্যাকরণী যে কোথায় তার ঠিক নেই, অথচ মরা বাঁচাবার  
আনন্দে নৃত্য করছে!

জয়ন্ত। কোন্ ভক্তকে যে কৃপা ক'রে শূলীশস্ত্র পাণ্ডপত দান  
করেছেন, তা তিনি স্ববর্ণেই আনতে পারলেন না।

শনৈশ্চব। তা হ'লে দানব-বিজয় তো হ'য়েই গেল! পথে পথে  
ব্রাহ্ম্যমান্ দেবতার দল পথে পথেই ভ্রমণ ক'রে বেড়ান, আর হুর্দ্বর্ষ  
কলহাস্তুর নন্দনের নাচঘরে ব'সে নর্তকী-পরিবৃত হ'য়ে ছ'শো মজা  
ওড়ান! যাক্, আমি যখন তাদের চাকরী স্বীকার করেছি, আমার  
ভাগ্যে আনন্দের ছিটেফোটা লাভ হবেই। এখন তুমি তোমার পথ  
দেখ বাবাজী, আমি আমার পথ দেখি।

[ প্রস্থান। ]

জয়ন্ত। সমস্তা জটিল!

বুঝিতে না পারি

কে করিবে সমাধান তার ।  
যাইব কি বিফলোকে ?  
কিন্মা যাবো বিরুদ্ধির ঠাই  
এই তথ্য আবিষ্কার হেতু ! [ চিন্তা ]

গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ

ভোলা ।—

গীত

তুমি মিছেই ভেবে সারা ।  
সে যে রাখব বোরাল সাগর জলে,  
যার নাইকো কুল-কিনারা ॥  
তার শক্ত চামড়া পেছল গা,  
তাবে ধ্বংসে যাবে কোন্ বোকা,  
প্রাণনাশ তার ঝাপটা লেজের  
থাকে অগ্নি জলে দেখ না সাবা ॥  
ডুবুরি তার পায় না গুঁজে,  
থাকে ছাওয়া-মলে মাথা গুঁজে,  
জালে সে পড়ে না আটক বড় শক্ত তারে ধরা ॥

[ প্রস্থান ।

জয়ন্ত ।      না—না,  
আগে যুক্তি করি পিতার সংহতি  
কর্তব্য করিব স্থির ।  
কাঁদে ঐ নির্জিত দেবতা



## স্টার অভিশাপ

দানবের ক্রুর অত্যাচারে ;  
প্রয়োজন আশু প্রতিকার ।  
যাই আমি—  
বৃথা কালব্যাজ করিব না আর ।

। প্রস্থান ।

### দ্বিতীয় দৃশ্য

নির্জন কানন

#### কলহাসুর ও মানসীর প্রবেশ

কলহাসুর । যা কখনও করনা করতে পারি নি, সেই সর্বৈশ্বর্যের  
আধার এই ত্রিদিবধামের অধীশ্বর আমি ও অধীশ্বরী তুমি । যে  
নন্দন-কানন অঙ্গরা-কিন্নরীদের নৃত্যগীতে ও আনন্দের কলহাস্তে  
ত্রিসন্ধ্যা মুখরিত থাকতো, সেই নন্দন-কানন আজ দানবের বিহারভূমি—  
সদা মুখরিত দানববালার উল্লাসের কলহাস্তে । যে পারিজাত কুসুমের  
অভিনব হার একমাত্র দেবেন্দ্র আর দেবেন্দ্রানীর গলায় শোভা  
পেতো, এসো প্রাণেশ্বরী, সেই লোকললামস্তুত অপূর্ণ পারিজাত-  
হার আজ আমি স্বহস্তে তোমার গলায় পরিয়ে দিই । [হার  
পরাইয়া দিল ।]

মানসী। এ আনন্দের অধিকারী যে একা তুমি হবে, তা নয়  
‘প্রিয়তম, আমিও হবো তার অংশভাগিনী এই পারিজাত-হার তোমার  
গলায় পরিয়ে দিয়ে। [ আর একগাছি হার কলস্বাসুরের গলায়  
পরাইয়া দিল। ] আজ আমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে!  
[ স্বগত ] দেখে যাও জয়ন্ত, আজ আমি সৌভাগ্যের কত উর্দ্ধতম  
স্তরে আর তুমি ভাগ্যতাড়িত অভাগা দুর্ভাগ্যের কত নিম্নতর স্তরে  
নেমে গিয়েছ!

## গীতকণ্ঠে সুখ ও দুঃখের প্রবেশ

### গীত

উভয়ে।— আমরা সুখ দুঃখ দু’টি ভাই।  
জীবনের পথে আমরা সাথী  
একজন আসি একজন যায়।  
সুখ।— আমি দৃষ্টিতে দিই ঘুচিয়ে আঁখার  
ফুটায় উজ্জল আলো,  
দুঃখ।— আমি চাইলে আলো যায় গো নিভে  
আসে আঁখার নিকর কালো,  
সুখ।— আমি শুকনো মুখে ফুটাই হাসি,  
দুঃখ।— আমি আনি অশ্রুনাশি,  
মুখের হাসি কেড়ে নিয়ে ডাকছেড়ে কান্দাই,—  
উভয়ে।— কান্না হাসি নিয়ে খেলা  
আসা বাওয়ার ঠিক তো নাই।

কলস্বাসুর। কে তোমরা?

সুখ। জীবের জীবন-পথের সাথী—সুখ।

## সূর্য্য-অভিশাপ

হুঃখ। আমি হুঃখ—এতদিন তোমার কাছে ছিলুম, আজ বিদায় নিচ্ছি; এখন তোমার সাথী আমার ভাই সুখ।

কলহাসুর। তুমি কি চির-বিদায় নিচ্ছে?

হুঃখ। হয় তো আবার আসবো; তবে বলতে পারি না কবে—  
কখন—

কলহাসুর। ও,—তবে যাও তুমি; এসো সুখ, এসো বন্ধু, তুমি আমার সাথী হও—

[ হুঃখের প্রস্থান।

সুখ। সাথী হবো ব'লেই তো এসেছি সম্রাট!

কলহাসুর। তবে দেবে এসো তোমার শ্রেষ্ঠ উপহারের ডালি।  
এসো মানসী, আজ আমরা উঠেছি সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে—  
প্রতীক্ষা করি গে চল পতনের সেই ভীষণ হৃদ্বিন—

[ দুইজনকে দুই হাতে ধরিয়। কলহাসুরের প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

নন্দন-কানন—নাচঘর

দারুক সোমরস পান করিতেছিল, নর্তকীগণ  
নৃত্যগীত করিতেছিল

নর্তকীগণ ।—

### গীত

প্রেমনদীতে বান ডেকেছে ভক্তি কানে কান ।

উদ্দা মলয় পবন দিয়ে প্রাণ করে আনন্দান্ ।

আকাশে চাঁদেব হাসি,

মন বলে ভালবাসি,

পরায়ে প্রেমের কঁাসি, কে দিল লো টান ।

উদাস প্রাণে খুঁজে বেড়াই,

কোণা সে মনোচোরা হায়,

গুনেছি—দেখি নি তাই শুধুই বাঁশীর গান ।

### কলঙ্কাসুরের প্রবেশ

কলঙ্কাসুর । বেশ করেছে, পাশের ঘরে বসে বাঁশীর গানই শোন  
গে তোমরা । আমরা এখন নাড়াচাড়া করবো একটু রাজনীতি নিয়ে ।

[ নর্তকীগণের প্রস্থান ।

দারুক । রাজনীতির কচকচানির স্থান তো দরবারে সম্রাট !

কলঙ্কাসুর । কলঙ্কাসুর ও সনাতন নীতির পক্ষপাতী নয় বহু !

## স্মরণে অভিশাপ

যেখানে আদিরসেব ঢেউ খেলবে, সেইখানেই জ'মে উঠবে বীভৎস রসেব  
তাণ্ডবলীলা। যেখানে হাশুরসেব ছড়াছড়ি, সেইখানেই ঝড়বে করুণ  
রসেব অবিশ্রান্ত ধারা। রসেব অদলবদল নিয়েই তো জীবনেব  
গতি বন্ধু!

দারুক। সম্রাট রসজ্ঞ।

কলঙ্কাসুর। তাই আমার নীতিতে রসেব অদলবদল করতে স্থান  
কাল পরিবর্তনেব কোন প্রয়োজন নেই বন্ধু! কে আছি? সেনাপতি  
বজ্রবাহু—

দারুক। সেনাপতিকে এমন সময়ে ডাক পড়লো কেন সম্রাট?  
আবার কি যুদ্ধ?

কলঙ্কাসুর। যদি তাই হয়?

দারুক। তা হ'লে আগে থেকেই আমাদের পাতাড়ি গুটোতে হবে।  
কারণ—ঐ নবরসেব মধ্যে শুধু একটা বস ছাড়া সব রসেই যে আমি  
বঞ্চিত সম্রাট!

কলঙ্কাসুর। তুমি আমার অন্তবঙ্গ বন্ধু, তোমায় আমি বঞ্চিত  
করবো না বন্ধু—

দারুক। আহা-হা! ভুল করছেন কেন? বাকী রসগুলো  
আমার ধাতে সয় না কিনা, তাই একটু তফাতে তফাতে থাকি!

কলঙ্কাসুর। আমি যখন নিজের তফাতে থাকি না, তখন অন্তবঙ্গ  
বন্ধু তুমি, তোমাকেই বা তফাতে রাখবো কেন?

দারুক। আরে, রসের আধিক্য যে আমার সয় না! আপনি  
না রাখলেও আমার থাকতে হবে। যাক, এখন তবে একটু তফাতে  
বাই—

কলঙ্ঘাসুর। ভয় নেই বন্ধু, আমি যুদ্ধেব আয়োজন করছি না  
দারুক। তবে কি নর্তকীদের ডাকবো মহারাজ ?  
কলঙ্ঘাসুর। বলেছি তো রাজনীতি—

### বজ্রবাহুর প্রবেশ

কলঙ্ঘাসুর। এই যে বজ্রবাহু! দেবরাজ তাঁর সাক্ষোপাঙ্গ নিয়ে  
ত্রিদিব ছেড়ে চ'লে গেছেন শুনেছি, কোথায় গেছেন বলতে পারো ?

দারুক। যারা শেয়ালের মত লেজ শুটিয়ে পালিয়েছে, তাদের পেছনে  
ছোটো পশুরাজের বীরত্বের পরিচায়ক নয় সন্ধ্যাট!

কলঙ্ঘাসুর। থাম, তা আমি জানি। বজ্রবাহু!

বজ্রবাহু। দিকে দিকে তাদের সন্ধানে চর পাঠিয়েছি—এখনও  
কেউ কোন সংবাদ আনতে পাবে নি সন্ধ্যাট!

কলঙ্ঘাসুর। দেবতাদের পুণ্যহিলারাও কি তাদের সঙ্গে গেছে ?

বজ্রবাহু। না সন্ধ্যাট!

কলঙ্ঘাসুর। কোন্ অধিকারে দেবাজনারা এখনও দৈত্যপুরীর  
অন্তঃপুরে ?

বজ্রবাহু। আজ্ঞে—

কলঙ্ঘাসুর। ইতস্ততঃ করছো কেন ? বল, কার হুকুমে এখনো তারা  
অবরুদ্ধ ?

### মানসীর প্রবেশ

মানসী। আমার হুকুমে—আমার প্রয়োজন আছে ঐ সব দেবাজনা-  
দের। তারা হবে রণক্লান্ত বিজয়ী দৈত্যসেনাগণের সম্ভোগের

## ১৩ অভিশাপ

উপাদান। আর জয়ন্তজননৌ দেবেস্ত্রানী শচী হবে আমার পদসেবিকা দাসী।

কলহাসুর। মানসী!

মানসী। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছো কি?

কলহাসুর। দেখ্‌ছি তুমিও তো রমণী, রমণী হ'বে রমণীব একমাত্র গৌরব অত্যাচার ধ্বংস সত্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাও?

মানসী। হ্যাঁ, তাই চাই। দেবতারা যখন নারীব নাবীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, তখন আমি কেন পারবো না সম্রাট? আমি বুঝিয়ে দিতে চাই স্বার্থপর হীন দেবতাকে, প্রতিহিংসা-পরায়ণা দলিতা কণিনীর প্রতিহিংসা কতখানি তীব্র—কতখানি আলাময়ী! আমি অম্বরানন্দিনী হ'লেও কুলত্যাগিনী হীনা বারাক্ষনা নই; তবুও ঐ স্বার্থপর দেবতার চক্ষে আমি হীনতার অতি নিম্নস্তরে—ত্রিভুবনেব অবজ্ঞেয় ঘৃণিতা বারবিলাসিনীর অধম। এই হীনতার, এই অবজ্ঞাব, এই অপমানের আমি প্রতিশোধ নেবো সম্রাট!

কলহাসুর। এমন ক'রে উদগীরণ করো না বিষধরী, তোমার অন্তরের হলাহল—দৈত্যকুল ধ্বংস হ'য়ে যাবে। অবাতির কুলাঙ্গনা হ'লেও দেবাক্ষনারা দৈত্যপিতা মহর্ষি কশ্যপের কুলবধু, তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অর্থ দৈত্যপিতার অবমাননা! যাও নারী, তোমার অভীষ্ট-পূরণ করতে আমি অপারগ। বজ্রবাহ! অবিলম্বে দেবাক্ষনাদের মুক্ত ক'রে দাও, তারা যথেষ্ট গমন করুক।

বজ্রবাহ। যথা আজ্ঞা সম্রাট!

[গ্রহণ।]

কলহাসুর। যাও কালনাগিনী, তোমার জালাময়ী ভণ্ড বিষ-নিঃশ্বাসে তোমারই শয়ন কক্ষের পর্য্যঙ্ক উত্তপ্ত করগে।

মানসী। হ্যাঁ, তাই যাবো; তবে বিষ-নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত করবো না আমার শয়ন-পর্য্যঙ্ক, এই বিষ-নিঃশ্বাস ছড়াবো দৈত্যপতির নব বিজিত সমস্ত স্বর্গরাজ্যে—যার দুঃসহ জালায় অতীষ্ঠ হ'য়ে প্রতি-মূর্ত্ত আকুল হ'য়ে পরিত্রাহি ডাক ছাড়বে এক পিতার ঔরসজাত সন্তান দেবতা আর দানব; উভয়েই হবে আমার প্রতিহিংসা-বাহির ইচ্ছন।

কলহাসুর। এতখানি স্বার্থপর তুমি মানসী? দারুণ অবজ্ঞায় তোমার পদদলিত ক'রে নিষ্ক্ষেপ করেছিল নরকের আবর্জনার—সেখান থেকে তুলে এনে তোমায় বসিয়েছিলাম সম্রাজ্ঞীর আসনে অন্ধ হ'য়ে তোমার ঐ ভুবনভোলানো রূপের মোহে, তার কি এই প্রতিদান?

মানসী। প্রতিদানে দিয়েছি তোমায় এই রূপ-যৌবন, ডালি দিয়েছি তোমার পায়ে অফুরন্ত ভালবাসা, সেবা করেছি তোমার ক্রীত-দাসীর মত; বিনিময়ে তুমি কি দিয়েছ সম্রাট? বল্বে দৈত্য-সম্রাজ্ঞীর সম্মান—কেমন, এই না? সে সম্মানের মূল্য কি দৈত্যপতি? আদেশ পালন তো দূরের কথা—নগ্ন একটা বেতনভুক্ ভৃত্যের সম্মুখে কথায় কথায় বার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তার গৌরব রাণীত্বের নয়—দাসীত্বের। দেব-পুরাঙ্গনাদের সতীত্ব-মহিমা যদি দানব-মহিষীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর হয়, তা হ'লে দিন সম্রাট তাদের মুক্তি, আমি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবো না। আমি শুধু জানতে চাই, বিজিত দেবেঙ্গ-মহিষী শচীকে দাসী করবার যোগ্যতা কি দানব-সম্রাজ্ঞী মানসীর নেই?



## অভিশাপ

কলহাস্মর। কিন্তু এ অসম্ভব আশা—

মানসী। আশা! আদেশ নয় সম্রাট, শুধু আশা?

কলহাস্মর। না হয় আদেশই হ'লো, তোমাব সে আদেশ এখনই প্রতিপালিত হবে মানসী! কে আছি?

### শনৈশ্চরের প্রবেশ

কলহাস্মর। তুমি! তুমি কে?

শনৈশ্চব। আমি শনৈশ্চব, কেউ ছিল না কিনা—তাই দ্বারবক্ষী ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আমাকেই পাঠিয়ে দিলে।

কলহাস্মর। আমি দেবাজ্ঞানাদেব মুক্তিব আদেশ দিয়েছি।

শনৈশ্চর। আজ্ঞে বেশ করেছেন, সেইটাই তো মহেশ্বের কাজ।

কলহাস্মর। থাম, আগে শোন আমাব কথা। তারা হয় তো এতক্ষণ যাবাব জন্ত প্রস্তুত হয়েছেন, তুমি আব সকলকে যাবার সুযোগ দিয়ে শুধু দেবজ্ঞানীকে এইখানে নিয়ে এসো।

শনৈশ্চব। আজ্ঞে, টিকি বাঁধা বেধে—

কলহাস্মর। তর্ক ক'বো না। যাও—এই দণ্ডে শচীদেবীকে এইখানে নিয়ে এসো—

শনৈশ্চব। যে আজ্ঞে— [প্রস্থান।

মানসী। শুনেছি. শনৈশ্চব দেবতাদেরই একজন, সে কি সম্রাটের আদেশ পালন করবে?

কলহাস্মর। সে আমাব বশতা স্বীকার কবেছে।

মানসী। স্বজাতিদ্রোহিতায় অগ্রণী ব'লে শুধু মর্ত্যবাসীরই নাম শুনে এসেছি, এই মহৎ গুণটা কি স্বর্গেও সংক্রামিত হয়েছে!

কলহাসুর। এ গুণের প্রথম আদর্শ স্বর্গে কি মর্ত্যে, তা বলতে পারি নে।

### শনৈশ্চর সহ শচীর প্রবেশ

শচী। কোন্ প্রয়োজনে আমাকে আহ্বান করেছ দৈত্যপতি?

কলহাসুর। প্রয়োজন আমার নয়, দৈত্য-সম্রাজ্ঞীর।

শচী। তা হ'লে দৈত্য-সম্রাজ্ঞীই বলুন তাঁর প্রয়োজনের কথা—মানসী। বিজিত দেবেন্দ্র-মহিষী! আমি চাই তোমাকে আমার পদসেবিকা দাসী করতে, কেমন—সম্মত আছ?

শচী। শ্বশুরকুলের কুলবধু আমিও যে বস্তু, তুমিও তাই; তবে জানি না, কে জ্যেষ্ঠা আর কে কনিষ্ঠা! তা জানবারও আমার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকেই জ্যেষ্ঠার সম্মান দিয়ে কনিষ্ঠার গৌরব অর্জন করবো তোমার পদসেবা ক'রে। এসো ভগ্নি, তোমাব চবণ-কমল অলঙ্করণে রঞ্জিত ক'রে দিই।

মানসী। [স্বগত] এইখানেই আমার পরাজয়! দম্ভ, প্রভুত্ব আর প্রতিহিংসা নিয়ে কেউ কখনো বড় হ'তে পারে না—কারও হৃদয় জয় করতে পারে না। [প্রকাশ্যে] ভগ্নি, জ্যেষ্ঠা আমি নয়, জ্যেষ্ঠা আর শ্রেষ্ঠা তুমি; বাচাল প্রাগলভ্য ভগ্নিকে মার্জনা কব—[শচীব পদধূলি গ্রহণ।] রাজনীতি আর কর্তব্যের খাতিরে যা করেছে, তার জন্ত কিছু মনে ক'রো না ভগ্নি! শনৈশ্চর! দেবাসুরাদের রক্ষী স্বরূপ হ'লে তাঁদের অভিলষিত স্থানে রেখে এসো।

শনৈশ্চর। যে আজ্ঞে! [স্বগত] আগুন ধোঁয়াতে ধোঁয়াতেই নিভে গেল, জ'লে উঠলো না। [প্রকাশ্যে] আমুন দেবেন্দ্রানী—

[শচীসহ প্রস্থান।]

## ১৩৩ অভিশাপ

কলহাসুর। মানসী, আজ তুমি যথার্থই দানব-সম্রাজ্ঞী! এসো  
প্রিয়তমে—

[ কলহ ও মানসীর প্রস্থান।

দারুক। সভাভঙ্গ হ'লো বাজনীতিব কচ্‌চানীতে—মধুবর্ণ  
সমাপষণে আব হ'তে দিলে না! ছত্তোর—

[ প্রস্থান।

### চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিদিবধাম—রাজপথ

গীতকণ্ঠে দুর্ভিক্ষপীড়িত দানবগণের প্রবেশ

### গীত

অন্ন দাও—অন্ন দাও, অন্ন দিয়ে বাঁচাও প্রাণ।

ক্ষুধার জ্বালায় জঠর জ্বলে জ্বালা হ'তে কর জ্ঞান।

কালের হাওয়া সৃষ্টি ছাড়,

ক'রলে যে গো পাগল পার,

যা হয় নি কখন অমরধামে

কোন্ বিধাতার এই বিধান।

অন্নজল তো দুয়ের কথা,

গাছে নাই ফল নাইকো পাতা;

কোন্ পাপেতে স্বর্গ হ'লো

আজকে এমন মরুস্থান।

## শনৈশচরের প্রবেশ

শনৈশচর। [স্বগত] কেয়াবাং—কেয়াবাং! স্বর্গের আনন্দের হাওয়া একেবারে ঘুরে গিয়ে চারিদিকে ভুগেছে কান্নার রোল! কিন্তু কেমন ক'রে এমনটা হ'লো! ত্রিদিবধামে অন্নহীনের হাহাকারধ্বনি, এ যে স্বপ্নের অতীত—ধারণার অতীত!

১ম দানব। কিছু খেতে দাও বাবা, অনাহারে আমরা যে চলচ্ছক্তি হারিয়েছি!

শনৈশচর। ধনপতি কুবের যেখানে ভাণ্ডারী, তার কাছে না গিয়ে আমার মত ভবঘুরের কাছে ভিক্ষে চাইছো কেন বাবা? আমার কাছে ভিক্ষে চাওয়া আর শুষ্ক মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে এক-ফোটা জলের জন্তে কান্নাকাটি করা দুইই সমান।

১ম দানব। আমাদের সঙ্গে ছিলনা ক'রো না বাবা! দানবের ঘরে কোথাও অন্ন নেই, দৈত্যপতির ভাণ্ডার শূন্য। এই হাহাকারধ্বনি শুধু পথে ঘাটে নয়—বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে রাজপুরীতেও, একটা উপায় কর বাবা! তোমায় দেখে মনে হ'চ্ছে তুমি দানব নও। হয়তো তুমি কোন ছদ্মবেশী দেবতা। দানবের মত তোমার প্রাণ তো কঠোর নয়, তুমি আমাদের দয়া কর।

শনৈশচর। তোমার চোখের যুত আছে দেখছি! এক আঁচড়েই চিনে ফেলেছ আমার দেবতা ব'লে! কিন্তু বাপধন, দেবতাদের হৃদশার কথা তোমাদের তো অজানা নয়! রাজ্যহারা, গৃহহারা, সহানু-সম্পদহীন দেবতারা আজ যাবাবরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশ হ'তে দেশান্তরে, বন হ'তে বনান্তরে, গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে!

## সূর্য্য অভিশাপ

অগ্নের সংস্থান তো দূরের কথা, মাথাগুঁজে থাক্‌বার তাদের স্থান-  
টুকুও নেই। এমন অসহায় সামর্থ্যহীন দেবতার কাছে কি আশা  
করতে পার বন্ধু?

১ম দানব। অন্ন না পাই, ভিক্ষা না পাই, পরিতৃপ্ত হ'লাম  
আমরা আপনার মিষ্ট কথায়—যা সহজ, সরল, প্রাণখোলা, যাতে  
কপটতার লেশমাত্র নেই। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর দেবতা!  
আমাদের সুরে সুর মিলিয়ে বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের কাছে তুমিও  
প্রার্থনা কর দেবতাব হতরাজ্য পুনরুদ্ধার হোক। অশান্তিময় ভুবনে  
আবার শান্তি ফিরে আসুক।

[ পুরু গীতাংশ গাহিতে গাহিতে দানবগণের প্রস্থান।

শনৈশ্চব। কেমন ক'বে এমনটা হ'লো, কিছুই তো বোঝা  
যাচ্ছে না।

### গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ

ভোলা।—

#### গীত

এ যে বড় শক্ত বোগ, খুঁজে আন রোজ।

নইলে বইতে হবে সাঁঝ-সকাল এমনি ভুতের বোঝা ॥

কত যদি হ'লো হৃদ,

ইয়া গ্যাটা-গোটা মোটা মদ

ক'রে স্বর্ণ মর্ত্তা রসাতল চোখ ঠেরে মন বোঝা,

রোগের মত চাই যে ওষুধ নয়কো ঠাণ্ডা সোজা ॥

[ প্রস্থান।

কুবেরকে শৃঙ্খলিত করিয়া দুইজন দানবসেনার প্রবেশ

শনৈশ্চর। একি যক্ষপতি, কোন্ অপরাধে তুমি আজ শৃঙ্খলিত ?

কুবের। অপরাধ আমার নয় শনৈশ্চর, অপরাধ দানবের অদৃষ্টের !

শনৈশ্চর। দানবের হৃদৃষ্টের ফলে আজ যক্ষপতি অপরাধী—  
শৃঙ্খলিত ! এর কোন যুক্তিই তো ধারণা করতে পারছি নে যক্ষপতি !  
একের পাপে অত্রের শাস্তি, এ কেমন ক'রে সম্ভব হ'তে পারে ?

কুবের। হয় শনৈশ্চর, হয় ; কার্য্য-কারণের একটু হেরফের  
হ'লেই অসম্ভবটা সম্ভব হ'য়ে পরে। উৎকণ্ঠা দূর-করতে চাও ? দানব-  
রাজদরবারে আমার কৈফিয়ৎ শুন্লেই তোমার সে উৎকণ্ঠা দূর হবে,  
তখন বুঝবে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

শনৈশ্চর। যা যুক্তির বাইরে, তেমন কৈফিয়ৎ আমার শুন্তেই  
হবে। চলুন যক্ষপতি, আমি আপনার সঙ্গে যাই।

[ সকলের প্রস্থান।

কলশাস্তুর ও বজ্রবাহুর প্রবেশ

কলশাস্তুর। দেখিলে তো সেনাপতি,

নগরীর প্রতি গৃহ করিয়া ভ্রমণ

শুধু আর্জুরোল ক্ষুধিতের,

হাহাকারে ব্যাপ্ত দশদিশি !

বুঝিতে না পারি—

কেন হেন অঘটন !

চিরশত্রু দেবতা-দানব,

## ১৩৩ অভিশাপ

শ্রায় যুদ্ধে জিনিয়া অরাতি  
করিয়াছি স্বর্গ অধিকাব ।  
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বীর আচরণ,  
পাপ তাহে কেমনে স্পর্শিল ?  
শুনিয়াছি—রাজ্যে অমঙ্গল  
গুধুই রাজ্যাব পাপে,  
বুঝিতে না পারি—  
নাহি আসে ধারণায়—  
কোন্ অপকর্ম্য অনুষ্ঠিত আমা হ'তে,  
ফলে যাব হেন অঘটন !  
বজ্রবাহ । আমিও বিভ্রান্ত মহাবাজ,  
খুঁজিয়া না পাই হেতু—  
হেন অঘটন ঘটিল যাহাতে !  
মনে হয়—  
দেবতাব ষড়যন্ত্র পশ্চাতে ইহাব ।  
অফুরন্ত কুবের-ভাণ্ডাব  
শূত্র তাহা হইল কেমনে ?  
সন্দ হয়, কপটী দেবতা  
ষড়যন্ত্র করি যক্ষপতি সনে  
লুণ্ঠন ক'রেছে তারা কুবের-ভাণ্ডার ।  
উদ্দেশ্য তাদের—  
বলে যবে পারিল না দানব-সংহতি,  
কবিনাছে ছলের আশ্রয় !

কলহাস্থর । অমুমান সত্য মনে লয় !  
 ত্রিভুবনে নাহি কিছু  
 দেবের অসাধ্য,  
 লুপ্তনে নাহিক লাজ !  
 ভাবিয়াছে কপটী বাসব,  
 অগ্নাভাবে তুলি আর্ত্তরোল  
 বিজয়ী দানবদল  
 এই ভাবে তিলে তিলে সহি  
 মরণ যন্ত্রণা নিদারুণ—  
 চ'লে যাবে মরণের পারে ।  
 কিম্বা যবে  
 সহের অতীত হবে ক্ষুধার যাতনা,  
 প্রাণ ল'য়ে পলাইবে  
 স্বরগ ছাড়িয়া  
 সদলে আপন বাসে ;  
 মুক্ত হবে দেবেশ্বের পথ  
 ত্রিদিব প্রবেশে ।  
 আদেশ করেছি আমি—  
 শৃঙ্খলিত করি আনিতে কুবেরে  
 শুনিবারে মন্তব্য তাহার ;  
 তারপর প্রতিকার করিব ইহার ।  
 এসো সাথে—

[ উভয়ের প্রস্থান ।



## পিতার অভিশাপ

### জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত ।      ব্যর্থ কাম—বিফল প্রয়াস ।  
গোলোকের নারায়ণ,  
সৃষ্টিকর্তা লোক পিতামহ  
কেহ নাহি জানে—  
কেবা অধিকারী সে মহা-অঙ্গের !  
ওই অঙ্গ বিনা অসম্ভব দানবদলন !  
যাই আমি পিতার সকাশে,  
উপদেশ ল'য়ে তাঁর ঠাই  
করিব অচিরে এর বিহিত বিধান ।  
আশ্চর্য্য দানবী মায়া,  
যাব বলে আচ্ছন্ন করিল স্মৃতি  
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারীর !  
জ্ঞাত হ'য়ে বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ  
মায়ার প্রভাবে হ'লো স্মৃতির বিভ্রম !

[ নেপথ্যে ক্ষুধিত দানবগণ “অন্ন দাও—অন্ন দাও” বলিয়া  
আৰ্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ]

জয়ন্ত ।      এক ! অন্ন দাও—অন্ন দাও বলি  
ভাগ্যহীন কারা করে আৰ্ত্তনাদ ?  
দেবতা, না দানবের দল ?  
দেখে যাই পিতৃপাশে যাইবার আগে ।

[ দ্রুত প্রস্থান ।

## পঞ্চম দৃশ্য

নন্দন-কানন—নাচঘর

দারুক সোমরস পান করিতেছিল ; নর্তকীগণ  
নৃত্যগীত করিতেছিল

নর্তকীগণ ।—

### গীত

চোরাবালি—চোরাবালি—চোরাবালি ।

অভিনব শোভা জন-মনলোভা ভীষন-মরণ নিয়ে কেলি ॥

বুলুঘরে বয় তরী-তটনৌ, শাখী শিরে গায় বন-বিহঙ্গিনা,

জাগে মনে আশা, কত ভালবাসা,

পিয়াস না মেটে নিরাশা খালি ॥

কলস্বাসুর ও বজ্রবাহুর প্রবেশ

কলস্বাসুর । স্তব্ধ কর সঙ্গীত-মুচ্ছনা,

স্তব্ধ কর নৃপুর-নিকণ,

সন্তান-প্রতিম প্রজাকুল

অগ্নাভাবে করে হাহাকার ।

ভরিয়া গিয়াছে দিশি

রোদনের রোলে,

জলে স্থলে অনিলে আকাশে —

বাজিছে ব্যথার সুর

দিবা বিভাবরী,

## নৃত্য-অভিশাপ

তার মাঝে আনন্দ-উল্লাস  
মনে লয়—পৈশাচিক আচরণ !  
স্তব্ধ কর—স্তব্ধ কর সব !  
ভেঙ্গে দাও উল্লাসের হাট,  
ফেলে দাও সুরা—সুরাপাত্র সহ ।  
কর পণ, পার যদি কোন দিন  
ঘুচাতে প্রজার দৈন্ত,  
মুছাতে বেদনা,  
আবার খুলিও তাব  
নৃত্যশালা দ্বার,  
নহে বন্ধ হোক্ চিরতবে  
আনন্দ আগার দানবেব নৃত্যশালা !  
নির্বাপিত হোক্ সব আলো  
ডুবে যাক্ আনন্দ-নিলয়  
স্বচীভেদ্য অন্ধকারে ।

[ পানপাত্র প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করিল । সহসা নৃত্য-  
গীত বন্ধ হইয়া গেল—ভীত ত্র্যস্ত নর্ভকৌরুন্দ যে  
যেদিকে পাইল পলাইল । দারুণক নির্বাক-বিস্ময়ে  
কলম্বাসুরের দিকে চাহিয়া থর্ থর্ করিয়া  
কাঁপিতে লাগিল ; কলম্বাসুরের এরূপ মূর্তি  
সে আর কখনো দেখে নাই । ]

## অভিশাপ

কলশাসুর। হাঁ ক'রে চেয়ে কি দেখ্‌ছো বন্ধু, স্নেহের পাররা তোমরা—দৈত্যরাজেব স্নেহের দিনের সঙ্গী তোমরা, এখানে তো আর তোমাদের স্থান হবে না—যাও নূতন স্নেহের সন্ধানে। দৈত্য-বাজের ছুঁথের নিশা যদি কখনও প্রভাত হয়, তখন আবার এই আনন্দের নৃত্যালা সরগরম ক'রে তুলবে, যাও—

দারুক। আজ্ঞে, সেই ভাল—সেই ভাল— [প্রস্থান।

কলশাসুর। বজ্রবাহু!

বজ্রবাহু। সম্রাট!

কলশাসুর। যক্ষপতি কুবেরকে কি তলব করা হয় নি?

বজ্রবাহু। সম্রাটের আদেশে হুঁজুন দৈত্যসেনাকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে বন্দী ক'রে আনতে—বুঝ্‌তে পারছি না এতখানি বিলম্বের কারণ কি!

কলশাসুর। এখানেও বোধ হয় কপট দেবতার ষড়যন্ত্র! বজ্রবাহু, আমি যে আর স্থির থাকতে পারছি নে—আমার সন্তানতুল্য প্রজাদের এই দারুণ দুর্দশা দেখে; রাজপুরীতে যা কিছু আছে, সব আমার প্রজাদের বিলিয়ে দাও। আজ হ'তে পুরীতে রাজভোগও বন্ধ। যেমন ক'রেই হোক আমার প্রজাদের বাঁচাতে হবে, প্রয়োজন হয়, গায়ের সমস্ত রক্ত ঢেলে দেবো—মেহের মাংস একটু একটু ক'রে কেটে তাদের খাওয়াবো। তাদের বাঁচাতেই হবে—তাদের বাঁচাতেই হবে—

### মলিনবসনা নিরাভরণা মানসীর প্রবেশ

মানসী। পারবেন না সম্রাট, পারবেন না; আমি সাধ্যমত করেছি—পারি নি।

## অভিশাপ

কলহাসুর। একি বেশ তোমার মানসী? কোথায় গেল তোমাব  
অঙ্গের আভরণ? কোথায় গেল দৈত্য-সম্রাজ্ঞীর সুষেণ?

মানসী। সন্তানদের সব দিয়েছি, তবু তো কিছু করতে পারলুম  
না সম্রাট! কেমন ক'রে তারা বাঁচবে—কেমন ক'রে তাদের বাঁচাবে?

কলহাসুর। দৈত্য-সম্রাজ্ঞী! প্রিয়তমে! সত্যই তুমি অতি  
সুন্দর—অতি সুন্দর!

[ নেপথ্যে বহুকণ্ঠে আর্তনাদ কঠিল “অন্ন দাও—অন্ন দাও” ]

কলহাসুর। ওই—ওই আমার অন্নহীন হতভাগ্য প্রজাদের মর্শ্বস্তন  
আর্তনাদ! মানসী—মানসী! বজ্রবাহু—বজ্রবাহু! তোমরা বলতে পারো  
কি উপায় করবো? ডাকো—ডাকো ঐ সব ক্ষুধিত সন্তানদের—  
আমি একটু একটু ক'রে কেটে দেবো আমার গায়ের মাংস,—  
ডাকো—ডাকো—[ উত্তেজিতভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। ]

দৈত্যসেনা সহ শৃঙ্খলিত কুবের ও শনৈশ্চরের প্রবেশ

কলহাসুর। এই যে ভণ্ড প্রতারক বন্ধ—

কুবের। আমি ভণ্ডও নই—প্রতারকও নই সম্রাট! বন্ধপতি  
কুবের চিরদিনই প্রভুভক্ত ভৃত্য, প্রতারণা কাকে বলে জানে না।

কলহাসুর। অফুরন্ত কুবের-ভাণ্ডার তবে শূন্য কেন বন্ধপতি?

কুবের। সেটা সম্রাটের হ্রদৃষ্ট!

কলহাসুর। সম্রাটের হ্রদৃষ্ট না তোমাদের ষড়যন্ত্র? কপট দেবতাদের  
সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে তুমিই ভাণ্ডারের যা কিছু সব স্থানান্তরিত কবেছ,  
নইলে স্বর্গধামে চুড়িফ—এ যে ধারণার অতীত!

কুবের। আমি অস্বীকার করবো না সম্রাট, এক অলক্ষ্য শক্তির

## অভিশাপ

মোহিনী বাহুমন্ত্রে আজ সবই স্থানান্তরিত ! কিন্তু সেজ্ঞা দোষী আমি  
নই সন্নাট !

কলম্বাসুর । তবে কে ?

কুবের । আপনি ।

কলম্বাসুর । আমি ! প্রবঞ্চক যক্ষ, শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাও ?  
[ দৃঢ়মুষ্টিতে কুবেরের কণ্ঠদেশ ধরিয়া উত্তত তরবারি হস্তে ] বল সত্য  
ক'রে—কে অপরাধী ?

কুবের । আগেও বলেছি, এখনও বলছি, অপরাধী আপনি—আর  
কেউ নয় ।

কলম্বাসুর । তবুও মিথ্যাকথা !

কুবের । মিথ্যা নয় সন্নাট, আপনার আমার অস্তিত্ব যেমন সত্য,  
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য যেমন সত্য, জন্ম মৃত্যু যেমন সত্য, এও তেমনি  
সত্য সন্নাট !

কলম্বাসুর । [ কুবেরের কণ্ঠদেশ পরিত্যাগ করিয়া ] তোমার কথার  
মর্ম্ম যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যক্ষপতি, আমার বুঝিয়ে  
দাও, কিসে আমি অপরাধী ?

কুবের । আপনি সমস্ত দেবাজ্ঞানদের মুক্তি দিয়েছেন ?

কলম্বাসুর । ই্যা দিয়েছি ।

কুবের । ঐ দেবাজ্ঞানদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা । তিনি  
ছিলেন দেবরাজ বাসবের গৃহ-মন্দিরে চির-বন্দিনী, তাঁকে মুক্তি দিয়ে  
যে আপনি সব হারিয়েছেন সন্নাট !

শনৈশ্চর । খুব খাঁটি কথা—একেবারে নির্জলা সত্যি !

কলম্বাসুর । বড় ভুল করেছি ! বজ্রবাহ ! যক্ষপতিকে শৃঙ্গলমুক্ত

## পার অভিষাগ

কর—[বজ্রবাহু কুবেরকে শৃঙ্খলযুক্ত করিল; সৈনিকদ্বয় চলিয়া গেল]  
ভুল—ভুল, এমন মারাত্মক ভুল কেউ কখনো করে না! [কুবেরের  
সম্মুখে সহসা নতজাহ্নু হইয়া] আমার মার্জনা করুন যক্ষপতি, আমি  
মারাত্মক ভুল করেছি, ভুলের উপর ভুল ক'বে আপনাকেও অযথা  
কষ্ট দিয়েছি! আপনি আমার ব'লে দিন, কেমন ক'রে আমি এ ভুল  
সংশোধন করবো?

কুবের। একমাত্র পছা আছে সম্রাট, এ ভুল সংশোধনব—যদি  
পারেন।

কলহাস্তুর। আমি পারবো; তাতে যদি জীবন উৎসর্গ করতে  
হয়, তাতেও আমি পশ্চাৎপদ হবো না। বলুন যক্ষপতি, কি সে পছা?

কুবের। ছলেই হোক আর বলেই হোক, লোকপালন বিষ্ণুর  
কাছ থেকে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছিনিয়ে আনতে হবে। এ ছাড়া আর  
দ্বিতীয় পছা নেই সম্রাট!

কলহাস্তুর। তাই হবে—

তাঁই হবে যক্ষপতি!

জীবনে শিখি নি ছলা,

ছলনার লবো না আশ্রয়।

আবাল্য করেছি আমি শক্তির সাধনা,

পারি যদি সেই শক্তি বলে

ছিনারে আনিব লক্ষী—

লক্ষীপতি বিষ্ণুর নিকট হ'তে।

অগ্রথায় ছার প্রাণ দিব বিসর্জন!

অসমর্থ যদি রাজা প্রজার রক্ষণে,

বিফল জীবন তার ;  
রাজা নামে দেয় সে কলঙ্ক,  
বুধা ধরে রাজদণ্ড কলঙ্কী অধম ।  
শোন দানব-সম্রাজ্ঞী,  
লক্ষ্মীরে ছিনায়ে ল'য়ে  
যত দিন নাহি ফিরি  
বিষ্ণুলোক হ'তে,  
রাজ্যভার দিহু আমি তোমার উপর ।  
সেনাপতি বজ্রবাহু রহিল সহায় !  
দেখো রাণী, দেখো শ্রবদনী,  
মঙ্গলামঙ্গল সব কিছু  
সমর্পিয়া তোমার উপর  
লইতেছি বিদায় এক্ষণে ।  
দেখো রাণী, দেখো প্রজাদের,  
বাঁচি যদি, স্বর্গপুরে আনিব কমলা,  
দেখা হবে পুনঃ তোমার আমার,  
অন্তথায় জানিও বিদায় চিরতরে ।  
এই পিতৃদত্ত মহাশূল সঞ্চল আমার—  
জীবন-মরণ এই মহা সমস্তায় !

[ বেগে প্রস্থান ।

বজ্রবাহু । আনমনা হ'য়ে আর কি চিন্তা করছো মা, স্মরণ কর  
যামীর দেওয়া গুরু দায়িত্ব ; আর সে দায়িত্ব তোমার সম্মুখে—

মানসী । হ্যাঁ, চল বজ্রবাহু— [ বজ্রবাহু সহ প্রস্থান ।



## স্বপ্ন অভিলাষ

শনৈশ্চর। আর দাঁড়িয়ে কেন যক্ষপতি, দুৰ্দ্ধৃত দানবকে তো বাঘের খপ্পরে ফেলে দিয়ে নিশ্চিস্ত হওয়া গেল ! এই ফাঁকে দেখি যদি দেবরাজের দেখা পাই, এদিকের যদি কিছু সুরাহা হয় !

কুবের। এতখানি দৃঢ়তা যাব মনে, সে ভুবন জয় করতে পারে।

শনৈশ্চর। আপনি কি মনে করেন, সে বাঘের খপ্পর থেকে ফিবে আসবে ?

কুবের। শক্তিতেই হোক্ আব ভক্তিতেই হোক্, আমার বিশ্বাস জয়ী সে হবেই। ভক্তের ভগবান্ নারায়ণ ভক্তের কাছে চির পরাজিত !

শনৈশ্চর। তবে স্বর্গোদ্ধারের কি কোন আশাই নেই যক্ষপতি ? দেবতার দুৰ্দশার কি শেষ হবে না ?

কুবের। অন্তর্যামীই জানেন। দেবতার চিরশত্রু হ'লেও কলঙ্ক-সুব সর্বগুণের আধার—তাকে জয় করা সহজ সাধ্য নয় শনৈশ্চর !

শনৈশ্চর। তবেই তো, ভাবনাটা যে আরও জটিল হ'য়ে উঠলো ! তা হ'লে কি করা যায বলুন তো ?

কুবেব। করবার কিছু নেই শনৈশ্চব, প্রতীক্ষা ক'বে থাকতে হবে আমাদের সেই সুদিনের—চলতে হবে অদৃষ্ট-চালিত পথে দ্বিধা-শূন্য মনে।

শনৈশ্চব। পাথর-চাপা কপাল বাবা, পাথর-চাপা কপাল ! চলুন, আব ভেবেই বা কি হবে ! ঘানির বলদ, হরদম ঘুৰ্পাক খাই—হরদম ঘুৰ্পাক খাই !

কুবেব। চল ; স্বপ্না স্বপ্নকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোগি—

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

## ষষ্ঠ দৃশ্য

বিষ্ণুলোক—মন্দির-প্রাঙ্গণ

### গীতকণ্ঠে বৈকুণ্ঠবাসিনীগণের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠবাসিনীগণ ।—

#### গীত

জয় পতিতপাবন ভুবনপালন কেশিনিহসন মুরারি ।

রাম রঘুনন্দন প্রজামুরঞ্জন রাবণ-নিধনকারী ॥

যশোদানন্দন গোপিনীরমণ গিরিগোবর্দ্ধনধারী ।

বামনরূপধর দানব-দর্পহারী বলির দুয়ারে দ্বারী ॥

কুর্শ্বরূপ ধরি ধরনী পৃষ্ঠোপরি—

প্রলয়পয়োধি হ'তে জগত নিস্তারি

অনাদি অনন্ত তুমি অবতার, যুগে যুগে ভূভারহারী ॥

[ প্রস্থান

### দ্রুতপদে নারায়ণ ও তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী । এমন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে মন্দির ত্যাগ ক'রে এলে কেন প্রভু ?

নারায়ণ । শুনতে পাও নি লক্ষ্মী, ভক্তের আকুল আহ্বান ? ওই—

ওই মলয়ানিলে ভেসে আসে সেই আকুল স্বর,—শুনতে পাচ্ছে না তুমি ?

লক্ষ্মী । কৈ, না প্রভু !

নারায়ণ । তা জানি কমলা, ভক্তের ডাক সহজে তোমার কানে পৌঁছায় না ।

লক্ষ্মী । কথায় কথায় তুমি আমার দোষ দেখ, তুমিও তো বড়

## অভিশাপ

কম যাও না প্রভু! কপট নিজায় যখন প'ড়ে থাকো, তখন একটা কেন, সহস্র ডাকেও যে তোমার ঘুম ভাঙ্গে না!

নাযায়ণ। কিন্তু এ ডাক যে সে ডাক নয় প্রিয়তমে, ভক্তের আহ্বানে আজ আমি শুধু আকুল হই নি, আমার মনের ভেতর উঠেছে তুমুল ঝড়; আশঙ্কা হ'চ্ছে, বুঝি এটা একটা মহা অনর্থের সূচনা।

লক্ষ্মী। অনর্থের সূচনা! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না প্রভু! আদরের ভক্ত আসছে তোমার কাছে, তার আগমন তো আনন্দের, এতে অনর্থের আশঙ্কা কেন প্রভু?

নারায়ণ। হিরণ্যকশিপুও ছিল আমার প্রিয় ভক্ত, সে কি আমার কম উতাক্ত করেছে—আমার পবন ভক্ত প্রহ্লাদকে নির্যাতন ক'বে?

লক্ষ্মী। আমি ছাড়াও বুঝতে পারি নে, বিষ্ণুদেবী হিরণ্যকশিপু কেমন ক'রে হ'লো তোমার ভক্ত। জীবনে একটা দিন একটাবাবের জন্তও তো সে ছরস্তু দানব তোমার নাম মুখে আনে নি, মৃত্যুর পূর্বে মুহূর্ত পর্যন্ত করেছে তোমার শত্রুতা—তথাপি সে হ'লো তোমার ভক্ত? তোমার লীলা-মহিমা বোঝা ভার।

নারায়ণ। সে যে শত্রুভাবেই আমার আরাধনা করেছিল লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। শত্রুভাবে আরাধনা! চমৎকার! চ'বুক মেরেও ইষ্ট-দেবতার পূজা হয় নাকি প্রভু?

নারায়ণ। ভুলে যাচ্ছে কেন লক্ষ্মী, পূজার অর্থ অন্তরের ভক্তি—হাতের চাবুক নয়! ভক্ত ভণ্ড যে পদাঘাতে আমার ঘুম ভাঙিয়েছিল, মনে পড়ে না? সেই পরম ভক্তের পদাঘাত-চিহ্ন আমার বুকের কোমলতমগি, যা বুকে ধারণ ক'রে আজ আমি ধন্ত!

## নীর অডিশাপ

লক্ষ্মী। অনন্তদেব, তোমার কোটা কোটা নমস্কার! তোমার লীলার অন্ত পাওয়া ভার! যাক ও কথা, এখন আমার একটা সন্দেহ ভঞ্জন করবে কি প্রভু?

নারায়ণ। কিসের সন্দেহ লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। তোমার এই ভক্তটীর সম্বন্ধে তোমার এতখানি আকুলতা কেন? কিসের অনর্থ আশঙ্কা করছে তুমি?

নারায়ণ। তা আমি এখনো ধারণা করতে পারছি না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। অন্তর্যামী দেবতা, তুমি ধারণা করতে পারছো না?

নারায়ণ। না; মনে হচ্ছে, কি যেন আমি হারাবো! আমার অন্তরের ভেতরে উঠেছে একটা মর্ম্মস্কন্দ হাহাকার!

লক্ষ্মী। কে এ ভক্ত প্রভু?

নারায়ণ। কলঙ্কাসুর।

লক্ষ্মী। আর কিছু বলতে হবে না, এইবার আমি বুঝেছি, কিসের আশঙ্কা করছে তুমি। অমরাবতীর চির-বলিনী কমলাকে মুক্তি দিয়ে মূর্খ দানব অমরার যে সর্বনাশ করেছে, সে আসছে তার সেই মহা-ভুলের সংশোধন করতে, আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে।

নারায়ণ। তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে!

### কলঙ্কাসুরের প্রবেশ

কলঙ্কাসুর। অবিকল! আমার আসার উদ্দেশ্যই তাই বৈকুণ্ঠপতি!

নারায়ণ। অসম্ভব! এ হ'তে পারে না।

কলঙ্কাসুর। কিন্তু হ'তেই হবে নারায়ণ, মা কমলাকে আমি চাই!

নারায়ণ। চাই বললেই কি অমনি পাওয়া যায়?

## অভিশাপ

কলঙ্কাস্বর। হ্যাঁ, চাইলেই পাওয়া যায়, আর সেটা লোকপালন বৈকুণ্ঠপতিরও অজানা নয়।

নায়ায়ণ। চাওয়ারও একটা সীমা আছে মূর্খ!

কলঙ্কাস্বর। অসীমেব কাছে চাওয়ার মাত্রাটা সীমাহীন হওয়া অসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ এ চাওয়া আমার নিজের জন্ত নয়—আমার আশ্রিত সন্তানতুল্য প্রজাদের জন্ত। যার অভাবে আজ আমরা শ্রীহীন, নিরপরাধ নিরীহ প্রজাবৃন্দ আজ হৃদশার অধস্তন স্তরে নেমে গিয়েছে, ক্ষুধার জালায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়াচ্ছে, তাদের জন্তই চাই আমি কমলাকে।

নায়ায়ণ। তোমার প্রজারা বাঁচুক আর মরুক তাতে আমার কি? আমি কেন আমার পত্নীকে ছেড়ে দেবো?

কলঙ্কাস্বর। তোমার কি? তোমারই তো সব। যুছে দাও তোমার ভুবন-পালন নামটা তোমার একরাশ নামের তালিকা থেকে; তার পর বিবেচনা কর লক্ষ্মীকে ছেড়ে দেবে কি না। কিন্তু শোন নায়ায়ণ, আমি তোমার কোন বিবেচনার ধার ধারি না, আমি কমলাকে চাই—

নায়ায়ণ। আমি দেবো না।

কলঙ্কাস্বর। তা হ'লে ধব তোমাব বিশ্বধ্বংসী স্তদর্শন, অবরোধ কর কমলার গমনের পথ, আমার শক্তি থাকে আমি তাঁকে নিয়ে যাবো।

নায়ায়ণ। বিশ্ববিধ্বংসী স্তদর্শনের বেগ তুমি সহ্য করতে পারবে কলঙ্কাস্বর! তোমার এ হুঃসাহস যত্নকে আলিঙ্গন করা!

কলঙ্কাস্বর। মরতে আমি ভয় করি নে নায়ায়ণ! হয় মরবো—নয় কমলাকে আমি নিয়ে যাবো। ছুইয়ের একটা হবেই। নাও, ধর স্তদর্শন।

## নৃত্য অভিশাপ

নারায়ণ । তুমি তো ভারি নেই-আঁকড়ে দেখছি হে ! সাক্ষাৎ  
মৃত্যুর কবলে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছো ?

কলম্বাসুর । ওই—ওই—

এখনো বাজিছে কানে

মর্শ্বেভেদী হাহাকার

দীন প্রজাদের !

তিষ্ঠ—তিষ্ঠ বৎসগণ,

তিষ্ঠ ক্ষণকাল । মৃত্যুপথে নারায়ণে

করেছি আহ্বান সম্মুখ সমরে,

জয় পরাজয় দেখি

কাহার ললাটে কিবা !

ধর স্মদর্শন হে স্মদর্শনধারী,

মরণের ক্ষণ ব'য়ে যায় !

নারায়ণ । মৃত্যুকামী পতঙ্গ যেমতি

মরিবারে ধায় বহুমুখে,

মরণ কামনা তোর

তেমতি দানব !

[ নারায়ণ স্মদর্শন লইয়া আক্রমণ করিলেন, কলম্বাসুর

পিতৃদত্ত মহাশূল লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । ক্ষণকাল

যুদ্ধের পর নারায়ণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করি-

লেন ; কলম্বাসুর শূলহস্তে তাঁহার

পশ্চাৎদ্বান করিল । ]

## স্বপ্ন অভিষাগ

লক্ষ্মী। তাই তো, তুমুল সংগ্রাম বেধে উঠলো! কে জানে জয়  
পরাজয় এখন কোন্ দিকে!

রিক্তহস্তে ব্যস্তভাবে নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। কমলা!

লক্ষ্মী। একি প্রভু, রিক্ত ফিরে এলে?

কোথা গেল স্মদর্শন তব?

নারায়ণ। ছুর্বীর দানব রণে

মহাঋষি কশ্যপ প্রদত্ত মহাশূল

গতিহীন নিমেষে করিল

বিশ্বধ্বংসী স্মদর্শনে।

শস্ত্র-শূল পাণ্ডপত বিনা

নাহি কোন অস্ত্র জিভুবনে

নিবারিতে পারে কালানল

কশ্যপ শূলের!

কি করি?

কি হবে উপায় প্রিয়তমে?

দানবকবল হ'তে

কেমনে রক্ষিব তোমা বরাননে?

লক্ষ্মী। ইচ্ছা তব বিদায়িতে ভক্তের কারণ,

তাই এই স্বেচ্ছাকৃত হীন পরাজয়!

জগত কারণ তুমি ইচ্ছাময়,

জিভুবনে কাহার শকতি—

বাধা দিতে তোমার ইচ্ছায় !  
 যথা ইচ্ছা কর তুমি,  
 অবলা রমণী আমি—  
 সর্বদা চালিত ইঞ্জিতে তোমার ।

নারায়ণ । না—না, ভুল বুঝিও না  
 মোরে বরাননী !  
 জ্ঞানহারা দিশেহারা আমি  
 এই হীন পরাজয়ে !  
 তুমি বুদ্ধিমতী—  
 ছলাকলা নিপুণা কামিনী,  
 কর তুমি সহপায়  
 যাহে লক্ষ্মীহারা নাহি হয়  
 লক্ষীপতি নারায়ণ ।

লক্ষ্মী । নিলজ্জ কপটী,  
 কপটতা আমা মনে কেন ?  
 রমণী সহায়হীনা চিরদিন,  
 স্বামীই রক্ষক তার—  
 আজি একি বিপরীত রীতি ?  
 অসমর্থ যত্নপি রক্ষিতে  
 আপন বনিতা,  
 দাও অহুমতি, যাই ফিরি  
 স্বর্গপুরে দানবের মনে ।

নারায়ণ । দানব-বিজিত আমি,



## নটর অভিশাপ

সাধ্য কি আমার  
বৈকুণ্ঠে বাঁধিয়া রাখি !

### কলঙ্কাসুরের প্রবেশ

কলঙ্কাসুর । কোথা গেল বিশ্বধ্বংসী সূদর্শন,  
ফেলি যাহা রণে ভঙ্গ দিয়ে  
এলে পলাইয়ে রমণী অঞ্চল আড়ে  
লইতে আশ্রয় ?  
আর কেন, মিটেছে তো সময়ের সাধ ?  
দাও এইবার লক্ষ্মীবে তোমার,  
ল'য়ে যাই স্বর্গপুরে ।

লক্ষ্মী । আমার কারণ বুঝি এ মহাসমর ?  
আমারে লইয়া যাবে স্বর্গপুরে ?

কলঙ্কাসুর । হ্যাঁ মা, রণ অবসান,  
পরাজিত নারায়ণ ;  
তুমি মা বিজয়-লক্ষ্মী এ মহা-আহবে,  
তোমাকেই নিয়ে যাবো স্বর্গধামে ।

লক্ষ্মী । এনেছ কি সুযোগ্য বাহন  
কিছু উপযুক্ত যান নারায়ণী তরে,  
যাহে গৌরব তাহার  
স্বপ্ন নাহি হবে ?

কলঙ্কাসুর । ঠিক এই ছিল একদিন  
ক'রে ছিল তোমার বপটী স্বামী

দৈত্যদ্বারে ভিক্ষার্থীর বেগে  
মাগিয়া ত্রিপাদ ভূমি  
দৈত্যরাজে ফেলিয়া বিপাকে  
চাহি স্থান তৃতীয় পদের ।  
মাথা পাতি বলিরাজ  
স্থান দিল তৃতীয় পদের ।  
সেই দৈত্যকূলে জনম আমার,  
আমারে ছলিবে মাতা তুমি ?  
অকৃতি সন্তান আমি,  
কোথা পাবো সুযোগ্য বাহন ?  
কমলার উপযুক্ত যান—  
মুক্ত শির পেতে দিহু চরণের তলে ;  
রাজ্য পা ছ'খানি তুলে দে মাথায়,  
মহানন্দে শিরে ধরি  
কমলারে ল'য়ে যাই ত্রিদিব-নগরী ।

লক্ষ্মী । ভক্ত কলহাসুর ! বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা আজ হ'তে তোমার  
চির বন্দিনী—

কলহাসুর । ভক্তের ভগবান, তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার ।  
[ লক্ষ্মীকে লইয়া কলহাসুরের গ্রন্থান ।

নারায়ণ । ভক্ত ! তোমারি জয়—ভক্তের কাছে আমি চির  
পরাজিত—

[ গ্রন্থান ।

## চতুর্থ অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

বনপথ

ইন্দ্র, যম, বরুণ ও শচীর প্রবেশ

ইন্দ্র ।

হৃর্ষার নিয়তি !

ভাগ্যহীন দেবতার দল ;

তাই স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত বার বার ।

এত যদি সহিতে হইবে,

কেন অমরত্ব লভিল দেবতা !

বার বার হতমান দানবসকাশে,

বহি শিরে হিম বর্ষা তাপ,

বন হ'তে বনাস্তরে নিয়ত ভ্রমণ

তাড়িত স্থাপদ সম,

ভাল ছিল এ হ'তে মরণ !

ভুঞ্জিতে হ'তো না এত দুঃখ তাপ জ্বালা !

যম ।

অসহ—অসহ এই অপমান !

বুঝিতে না পারি

কোন্ শক্তি

শক্তিমান্ করিল দানবে ।

মনে হয়, স্ননিষ্ঠয়

লঘুচেতা হুঁসল দেবতা কোন  
দিয়া বর—

শক্তিমান্ করেছে দানবে  
নির্য্যাতিতে দেবকুল !

ইচ্ছা হয়,  
এই দণ্ডে ছিঁড়ি মুণ্ড তার  
পর্কতশিখর হ'তে নিক্ষেপি ভূতলে ;  
ঘুরুক ভুবনময় কবকের মত !

ইন্দ্র । বুধা রোষ কর তুমি দেবতার প্রতি ।

কি দোষ তাহার ?

প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ

মহান্ কর্তব্য দেবতার

আত্মপর শত্রুমিত্র ভেদাভেদ ভুলি ।

এই গুণে দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব ভুবনে ।

দেবতার দ্বার হ'তে প্রার্থী যদি

ফিরে যায় ব্যর্থ মনোরথে,

দেবের কলঙ্ক তবে

রটিবে ভুবনময় !

কেহ না লইবে মুখে দেবতার নাম ।

মানি লও অদৃষ্টের ফল,

তাই মোরা ভুঞ্জি এ যাতনা ।

বরুণ ।

এই বদান্ততা

দেবতার সর্বনাশ হেতু

## স্বপ্ন-অভিশাপ

নাহিক সংশয় ।

বুদ্ধি দোষে আপনি হানিয়া

কুঠাব আপন পায়

অদৃষ্টের পবে

চাপায়ৈ সকল দোষ

হয় যদি নিশ্চিত দেবতা,

বলিবার কিছু নাহি আব ।

শচী ।

সৰ্ব্বথা মানিতে হবে

অদৃষ্টের লেখা ।

দৈববল লাভ সুকৃতিব ফল,

এই সে আশ্বাসবাণী চিবস্তন

নির্যাতিত দেবতার ।

সুখে দুঃখে সঙ্গিনী তোমার

আমি সৰ্ব্বকালে,

উপদেশ তব সম্বল আমার

জীবন-কর্তব্য-পথে,

তাই কিছু নাই বলিবার ।

ইন্দ্র ।

বুঝিয়াছি দেবেশ্বাণী,

কি বেদনা অন্তরে তোমার !

কিন্তু নাহিকো উপায় ;

একমাত্র ব্যথাহারী বিনা

নাহি কেহ নিবারিতে ব্যথা ।

যম ।

চমৎকার অমুযোগ,

প্রতিকার আরও চমৎকার !  
 ব্যাথাহারী বিনা  
 নাহি কেহ নিবারিতে ব্যাথা !  
 বুঝিতে না পারি কেবা সেই ব্যাথাহারী,  
 যার ঠাই শরণ লইতে হবে !  
 দেবকুল এতই দুর্বল যদি,  
 কেন বুধা গর্ক আশ্ফালন,  
 কেন দেবত্বের অহমিকা তাহাদের ?  
 এতই দুর্ভোগ যদি প্রাক্তনের লেখা,  
 ত্রিদিবের সুখ-সন্তোগের আশা  
 ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ চিরতরে ।

ইন্দ্র ।

বুধা অমুযোগ,  
 বুধা অভিমান তব মৃত্যুপতি !  
 বলিয়াছি আগে দুর্ব্বার নিয়তি—  
 কেহ না বারিতে পারে ।  
 ইঙ্গিতে তাহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,  
 বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ,  
 তুমি আমি এ তিন ভুবন  
 চালিত সবাই ওই নিয়তি-নির্দেশে ।

### জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত ।

পিতা !—

ইন্দ্র ।

এই যে কুমার ।

## নটর অভিশাপ

- কি সংবাদ পুত্র ?  
পেয়েছ উপায় কিছু ?  
জয়ন্ত । মৃত্যুঞ্জয় ভোলানাথে ভেটি  
লয়েছি সংবাদ—  
শিবশক্তি মহাশূল পাণ্ডপত বিনা  
কলশ্বেব নাহি পরাজয়,  
যতক্ষণ রবে কবে তার  
ঋষিদত্ত শূল ভয়ঙ্কর ।  
কিস্ত বিস্ময় মানিমু পিতা,  
শুনি বাণী মহেশের ।
- ইন্দ্র । কি হেতু বিস্ময় পুত্র ?  
জয়ন্ত । মহাশূল পাণ্ডপত অধিকারী  
নন ভোলানাথ,  
কোন্ জন—স্বরগে না আসে তাঁর—  
তুষ্ট করি তাঁরে  
লভিয়াছে মহাশূল পুরস্কাররূপে !
- ইন্দ্র । পণ্ডপতি পাণ্ডপত দিলেন বাহারে  
বিস্মৃত তাহার নাম ?
- যম । ভাঙ্গড়ের সকলি সম্ভব !  
দিবানিশি বিভোর নেশায়  
হারা হ'য়ে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান !  
স্মৃতির জঞ্জাল ভার  
কেন অকারণ বহিবেন তিনি ?

- ইন্দ্র । পাণ্ডপত অস্ত্রের সন্ধান  
ঐখানেই হইল কি শেষ ?
- জয়ন্ত । না পিতা,  
ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক ভ্রমিয়া আসিহু,  
না পাইহু অস্ত্রের সন্ধান ;  
লোক পিতামহ কিম্বা নারায়ণ  
কেহ নাহি জানে  
অধিকারী কেবা সে অস্ত্রের ।
- যম । লোক পিতামহ আর নারায়ণ  
এঁ বাও কি ত্রিলোচন সম  
হয়েছেন নেশার সেবক ?  
তাই বুঝি সর্বজ্ঞ হ'য়েও  
বিভ্রান্তি মনের এত !
- ইন্দ্র । ধর্মরাজ !  
হেন বাণী তোমাতে না সাজে ।  
কহি নিন্দাবাণী অকারণ  
ধর্ম যদি নিজে অধর্মের প্রশ্রয় দেয়,  
নাহি ক্ষোভ ইহা হু'তে আর ।

### শনৈশ্চরের প্রবেশ

শনৈশ্চর । ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে দেবরাজ, ষাঁড়ের শত্রু  
বাঘে মেরেছে ।

ইন্দ্র । তুমি কি বল্ছো শনৈশ্চর ?



## শূন্য অভিষাপ

শনৈশ্চর। বেটা দানব নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছে—  
তাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে!

যম। কি রকম—কি রকম?

শনৈশ্চর। রকম খুবই ভাল—বেটা গর্দভরাজ দেবান্ধনাদের সঙ্গে  
মুক্তি দিয়েছে দেবমন্দিরের অচলা লক্ষী-ঠাকুরগকে; বাস্—আর যায়  
কোথা! কুবেরের ভাণ্ডার ফাঁক—অগ্নাভাবে স্বর্গরাজ্যে উঠেছে  
হাহাকার—পথে ঘাটে হাটে মাঠে যেখানেই যাবেন, গুব্বেন গুব্বু  
দানবদের “অগ্নদাও—অগ্নদাও” রব! ভারি মজা হয়েছে দেবরাজ!  
বাহাদুরদের আর বেশীদিন স্বর্গধামে টেকে থাকতে হ’চ্ছে না!  
পাতাড়ি গুটিয়ে সুরু সুরু পাতালপুরে ফিরে যেতে হবে। সেইজন্তেই  
তো বলছি দেবরাজ, ষাঁড়ের শত্রু বাধে মেরেছে!

ইন্দ্র। কিন্তু—

শনৈশ্চর। এতে আর কিন্তু নেই দেবরাজ, রাক্ষুসে ক্ষিদে যাদের,  
তারা জঠরের জ্বালা সহবে ক’দিন? পালাতেই হবে, এ আমি  
দিব্য ক’রে বলতে পারি।

ইন্দ্র। তাতেই কি স্বর্গ-সিংহাসন নিরাপদ হবে মনে কর শনৈশ্চর?  
ঝটিকাবর্ষের মত কখন এসে নূতন ভাবে অত্যাচার সুরু করবে  
কে জানে? তা ছাড়া কমলার আবাহন আমাদেরও প্রয়োজন  
হবে শনৈশ্চর! লক্ষ্মীহীনা স্বর্গপুরী যে প্রশানের চেয়েও ভয়াবহ  
যন্ত্রণাদায়ক!

শনৈশ্চর। তবেই তো! তা হ’লে হাতে পেয়েও বেটাদের কারদাস  
আনা গেল না যে!

জয়ন্ত। তা হ’লে উপায় কি পিতা?

## অদিতির প্রবেশ

অদিতি । তোমাদের হাতের কাছে উপায় থাকতে তোমরা জিভুবন ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। উপায়ের সন্ধানে ?

ইন্দ্র । এ কি দেবমাতা ! কি উপায় আছে মা ? হাতের কাছে বলছো—কি সে উপায় জননী ?

অদিতি । তুমি তো ছুটে বেড়াচ্ছে। পাণ্ডপত অস্ত্রের সন্ধানে ? তুমি কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ—পাণ্ডপত অস্ত্রের অধিকারী তৃতীয় পাণ্ডব বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন !

ইন্দ্র । ঠিকই তো—ঠিকই তো ! এতখানি ভুল—এতখানি ভুল শুধু আমার নয়, সমগ্র দেবতামণ্ডলীর ! যিক দেবতামণ্ডলীর স্মৃতি-শক্তিকে ! দেবগণ, আমরা যার অপার্থিব কৃপায় আজ মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছি, এসো, আমরা সেই পরমপূজ্য দেবমাতার চরণস্পর্শ ক'রে ধৃত্য হই ।

[ সকলে অদিতিকে প্রণাম করিল । ]

অদিতি । জয়যুক্ত হও বৎসগণ ! [ প্রস্থান ।

ইন্দ্র । কুন্তীপুত্র অর্জুন নিমন্ত্রিত হ'য়ে গন্ধর্বরাজের গৃহে অবস্থান করছে, তাকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা কর জয়ন্ত !

জয়ন্ত । যথা আজ্ঞা পিতা !

[ প্রস্থান ।

ইন্দ্র । এসো দেবগণ, আমরা আবার যুদ্ধের আয়োজন করি ।

[ সকলের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

গন্ধৰ্বলোক—পথ

গীতকণ্ঠে গন্ধৰ্বকুমারীগণের প্রবেশ

গন্ধৰ্বকুমারীগণ ।—

গীত

গগনের ললাটখানি সোনার বঙে রাঙিয়ে দিলে কে ।

তটনীব কালো জলে সোনা ছড়িয়েছে ॥

সোনার ঐ লহবগুলি,

গাষে গাষে ঢলাঢলি,

শাখী'পরে সোনার পাখী পাখা মেলেছে ॥

সোনালী রঙ ফলানো বসনে অঙ্গ ঢাকা,

রূপসী জলকে চলে মু'খানি চাক বাকা,

পথে বঁধু চাউনি বাঁকা চেয়ে রয়েছে ॥

[ প্রস্থান ।

অর্জুন ও গন্ধৰ্বরাজের প্রবেশ

অর্জুন । এত আদর, এত যত্ন, এমন আতিথেয়তা—আমি প্রশংসা না করে থাকতে পারছি নে গন্ধৰ্বরাজ ! এই গুণেই আপনি মহিমা-মণ্ডিত গন্ধৰ্বলোকের সম্রাট ।

গন্ধৰ্বরাজ । বড়ই বাড়িয়ে বল্ছো বাবাজী, বড়ই বাড়িয়ে বল্ছো । যতখানি বাড়িয়ে বল্ছো তুমি, ততখানি গুণ আমার নেই । তোমার মত সঙ্গী পেয়ে দিনগুলো বেশ আনন্দেই কেটে গেল, আজ তোমাকে বিদায় দিয়ে প্রাণটার ভেতর ঘেন খাঁ-খাঁ করছে ।

## স্বপ্ন-অভিশাপ

অর্জুন। স্নেহের চোখে দেখেছেন পুত্রের মত, তাই এ ব্যথা।  
বিদায়ের ব্যথা আপনারও যতখানি, আমারও তার চেয়ে কম  
হবে না।

গন্ধর্বরাজ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা তুমি বলতে পারো বাবাজী! মনে  
করেছিলাম, না—থাক, তুমি কি শীঘ্রই মর্ত্যে ফিরে যাবে?

অর্জুন। সেটা দেবরাজের অনুমতি সাপেক্ষ। কিন্তু কেন  
বলুন তো?

গন্ধর্বরাজ। আমারও একবার মর্ত্যে যেতে হবে কিনা তাই।

অর্জুন। প্রয়োজন?

গন্ধর্বরাজ। তা একটু আছে বৈকি। তবে আসল কথাটা বলি  
শোন বাবাজী! তোমাদের মর্ত্যধামে বিরাটরাজ তাঁর প্রয়োজনের  
অতিরিক্ত গোধান সংগ্রহ ক'রে রেখেছে, আমি তার কাছে কয়েকটি  
দুগ্ধবতী গাভী চেয়েছিলাম। হাজার হোক রাজা আমি—গন্ধর্বলোকের  
একচ্ছত্র সম্রাট—মর্ত্যবাসী মানবের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের—দাস্তিক  
নৃপতি আমার সম্মান রাখলে না; আমি সে অপমানের প্রতিশোধ  
নেবো।

অর্জুন। এ যে আপনার অগ্নায় মহারাজ!

গন্ধর্বরাজ। অগ্নায় কিসে?

অর্জুন। আপনি প্রার্থী, আর সে দাতা; দান দাতারই ইচ্ছার  
উপর নির্ভর করে—প্রার্থীর ইচ্ছার উপর নয়। দাতা যদি বিমুখ  
হন, তাতে প্রার্থীর অপমান হয় না, হয় তো একটু দুঃখ হ'তে পারে;  
আমার মতে সে দুঃখ হওয়াটাও অগ্নায়।

গন্ধর্বরাজ। অগ্নায় নয়—অপমান নয়?

## অভিশাপ

অৰ্জুন । না ।

গন্ধৰ্বৰাজ । তুমি পক্ষপাতশূন্য হ'য়ে বিচাব কৰ্ছো না, মৰ্ত্য-বাসী মানব তুমি, তাই তোমার টান স্বজাতিৰ দিকে । অমরাষ প্ৰথম যে দিন তোমায় দেখেছিলাম, তোমার কথা—তোমার বীৰস্বৰ কাহিনী শুনেছিলাম—আমার ধাবণা হয়ে ছিল অত্যাধিক, তাই পৰম আশ্ৰয়ে তোমায় নিমন্ত্ৰণ কৰেছিলাম এই গন্ধৰ্বপুৰে । মনে কৰেছিলাম যদি প্ৰয়োজন হয়, তা হ'লে দাস্তিক বিবাহটোবাজেৰ সঙ্গে যুদ্ধে তোমায় আমন্ত্ৰণ কৰবো বন্ধুভাবে আমাব সহায়তা কৰ্ত্তে । কিন্তু—না, যাও অকৃতজ্ঞ মানব, তুমি অবিলম্বে আমার রাজধানী ত্যাগ কৰ, নইলে—

অৰ্জুন । নইলে, না—থাক, যান গন্ধৰ্বৰাজ, আপনাব বাজ্যে আমি আর এক মুহূৰ্ত্তও থাকবো না, তবে যাবার সময় ব'লে যাই, শুনে যান গন্ধৰ্বপতি, আমার জ্যেষ্ঠ ধৰ্ম্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰেৰ আজ্ঞাবাহী ভৃত্য আমি, কখনও অধৰ্ম্মেৰ প্ৰশংসা দিই নি—দেবো না । আপনার এই দুৰভিসন্ধিৰ কথা আমি বিৰাটৰাজকে জানিয়ে দেবো, আর যদি প্ৰয়োজন হয়, তবে তাঁৰ গোধনৰক্ষায় আমি তাঁকে সাহায্য কৰবো ।

গন্ধৰ্বৰাজ । বটে অকৃতজ্ঞ ! আচ্ছা, দেখে নেবো—[ স্বগত ] ইস, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়লো যে !

[ প্ৰস্থান ।

অৰ্জুন । এমন জঘন্য প্ৰবৃত্তি এই গন্ধৰ্বৰাজেৰ ! এৰাই আবার গৰ্ব্ব ক'ৰে বলে, এরা মানবজাতিৰ উচ্চস্তৰে ! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ ! এ কি, কুমাৰ জয়ন্ত ?

## জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত । আমি আপনাকে নিতে এসেছি দেবতাকে সাহায্য করতে ;  
হুর্ভাগ্যবশতঃ দেবতারা আজ স্বর্গহারা ।

অর্জুন । দেবতারা স্বর্গহারা !

জয়ন্ত । হ্যা তৃতীয় পাণ্ডব, হুর্ভাগ্য কলহাসুর স্বর্গ অধিকার  
করেছে । দৈববলে বলীয়ান সে, একমাত্র পাণ্ডপত অস্ত্র ভিন্ন সে  
ত্রিভুবনে অজেয় ।

অর্জুন । পাণ্ডপত—পাণ্ডপত ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! চল কুমার, আমার  
দেখিয়ে দেবে চল কোথায় সে হুর্ভাগ্য অসুর । পাণ্ডপত—পাণ্ডপত—  
কলহাসুরের মৃত্যুবাণ পাণ্ডপত—হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[ জয়ন্তসহ বেগে প্রস্থান ।

## ভূতীয় দৃশ্য

ত্রিদিবধাম—পথ

অগ্রে পূর্ণকুন্ত মন্তকে লইয়া কলস্বাসুর ও  
তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। আব কত দূব যেতে হবে কলস্ব ?

কলস্বাসুর। আব দূব কোথায় মা, ঐ দেখা যাচ্ছে প্রাসাদ-  
শিখর—ঐ যে, ঐ তোমাব মন্দিবেব শিখরদেশে সূবর্ণ কলস বালাকণ-  
বাগে বঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে।

লক্ষ্মী। আমি যে বড ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি—

কলস্বাসুর। তোমাব ক্লান্তি। এ যে কল্লনাব অতীত। জীবের  
প্রাপ্তি ক্লান্তি জীবনের সমস্ত অবসাদ, সকল ব্যথা-বেদনাব শাস্তি হয়  
যাঁব কোমল কবেব স্নেহপবণ পেয়ে, আজ তাঁব ক্লান্তি ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !

ক্ষীবোদ-তনয়া,

ক্লান্তি অবসাদ ভানে

চাহ তুমি মোবে ভুলাইতে ?

বুঝিয়াছি, ইচ্ছা তব

লোকালয় হ'তে দূবে

লভিবাবে চিব-বিশ্রামেব স্থান—

দানবেব পুতী

কমলার বাসেব অযোগ্য বলি।

মূৰ্খ নহে কলস্ব-অসুর,

স্বামী তব ছলাময় জানে সর্বজন,  
তুমি ছলাময়ী,  
পতির পদাঙ্ক ধরি গতিবিধি তব ।  
শোন ছলাময়ী দেবী,  
ছলনায় না ভুলিব তব ।  
সত্য যদি শ্রান্তি ক্লান্তি  
অবসন্ন করিয়াছে তোমা,  
অসমর্থ যদি পাদক্ষেপে,  
এই শির দিলাম পাতিয়া  
ও রাজীব চরণের তলে ।  
রাখ ও চরণ যুগল শিরোপরি মোর,  
ল'রে যাবো তোমা  
ককে ল'রে পূর্ণ কুম্ভ  
অতি সযতনে ।

লক্ষ্মী ।

ভক্তিতে জিনিলে তুমি  
দানব-ঈশ্বর,  
বৈকুণ্ঠপতিরে আজি কমলার সহ ।  
এই ভক্তি গুণে  
একদিন দানব-ঈশ্বর বলি  
জিনেছিল ছলাময় নারায়ণে,  
বামন রূপেতে যিনি  
ভিক্ষার্থী সাজিয়া  
গেলেন বলির ঘারে



## ১৮৩৩ অভিশাপ

মাগিতে ত্রিপাদ ভূমি ।  
সেই বংশে লভিয়া জনম,  
ভক্তি গুণে তুমি পুত্র,  
আমায় বাধিলে আজি ।  
যতদিন রবে তুমি ত্রিদিব-ঈশ্বর,  
অচলা হইয়া রবো মন্দিরে তোমার ।

কলহাসুর । তবে ছাড়ি ছলা

আয় মা কমলা,  
নবভাবে নবরূপে সাজি  
পুরাতে ভক্তের সাধ  
ভক্তের মন্দিরে ।

[ নেপথ্যে মাজলিক হনুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি ]

গীতকণ্ঠে পুষ্প ছড়াইতে ছড়াইতে  
দৈত্যবালাগণের প্রবেশ

দৈত্যবালাগণ ।—

গীত

ওগো স্বীরোদ তনয়া, আয় মা আয় ।  
শুভ র'য়েছে মন্দির তোর পূর্ণ করিতে তায় ।  
অমরার পুরী হয়েছে আঁধার,  
হা অন্ন হা অন্ন ওঠে হাহাকার,  
দানবের চোখে ঝরে শতধার,  
কে আছে নিষ্ঠাতে বাতনায় ।

## পূর্ণাঙ্গ অভিষাণ

শুক শাখী শাখা নাহি পুষ্প ফল,  
শ্রোতস্থিনী মর নাহি তাতে জল,  
আজি নৃপুংস্বনিতে পুষ্পিত কলিত  
পুলক নাচিছে মন্ম হাওয়ার ।

কলস্বাসুর । আরও জোরে—আরও জোরে শঙ্খধ্বনি কর ।  
তোমাদের এই উল্লাস-আবাহনের গীতধ্বনি ছুটে যাক্ দিক হ'তে  
দিগন্ত—লোক হ'তে লোকান্তর ! ত্রিভুবনবাসী দেখুক ভুবনবিজয়ী  
কলস্বাসুর আজ শুধু ইন্দ্রজিৎ নয়, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণকে জয় ক'রে  
কমলাকে ছিনিয়ে এনেছে দানবের পূজা-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে ।  
আয় মা কমলা, তোর শূন্য মন্দিরে তোকে প্রতিষ্ঠা ক'রে আজ  
আমি ধন্ত হই ।

লক্ষ্মী । বৎস ! আমার পথ দেখিয়ে নিয়ে চল—

[ অগ্রে শঙ্খধ্বনি সহ ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে দৈত্য-  
বালাগণ যাইতে লাগিল—তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ  
পূর্ণকুম্ভ শিরে হস্ত প্রসারিত করিয়া লক্ষ্মীকে  
আহ্বান করিতে করিতে অগ্রে কলস্বাসুর ও  
তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীর প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য

অমরাবতী—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ

মানসী ও বজ্রবাহু কথোপকথন করিতেছিলেন। নেপথ্যে  
নগরবাসী পুরুষ, স্ত্রী, বালক-বালিকাগণ আন্তরিক  
টীৎকার করিতেছিল—“অন্ন দাও—অন্ন দাও”।

মানসী। আর যে গুণ্ডতে পারি না বজ্রবাহু! রাজভাণ্ডারে  
কি আর কিছুই নেই?

বজ্রবাহু। না মা, ভাণ্ডারে আর খাণ্ডের একটি দানাও নেই;  
যা কিছু ছিল, সবই বিলিয়ে দিয়েছি। পর্বতপ্রমাণ খাণ্ডের যেখানে  
প্রয়োজন, নগণ্য দু'টী দানায় কার ক্ষুন্নিবারণ হবে মা?

মানসী। তবে কি হবে বজ্রবাহু? ভাণ্ডারের একটি কণাও আমি  
স্পর্শ করি নি—তিন দিন অনাহারে কাটাচ্ছি—তবুও তো কিছু করতে  
পারলাম না বজ্রবাহু! রাজ্যের ভার, প্রজারক্ষার ভার স্বামী আমার  
উপর দিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি যে কিছুই করতে পারছি না!  
ওঃ, কি করি! কি করি!

## চাবুকহস্তে শনৈশচরের প্রবেশ

শনৈশচর। অল্পমতি দিন মহারানী, আমি ঐ হা-ঘ'রে বেটাদের  
সায়ের্তা ক'রে দিই—

মানসী। কি করবে তুমি?

শনৈশচর। সায়ের্তা ক'রে দেবো, যাতে আর ট্যা-ফো করতে না  
পারে।

## অভিশাপ

মানসী। তার মানে? তুমি কি কিছু আহাৰ্য্য সংগ্রহ করে এনেছ?

শনৈশ্চর। এনেছি বৈকি, একেবারে পাকা মালা—একবার খেলে আর খাবার নামটি করবে না।

বজ্রবাহ। শনৈশ্চর! মনে রেখো এ বিজ্ঞপের সময় নয়।

শনৈশ্চর। বিজ্ঞপ কেন, আমি স্বরূপ বলছি। [চাবুক উত্তত করিয়া] এর এক একটা যা খেলে আর খেতে চাইবে না—যে যার ঘরে পালাবে। বলি, প্রাণ বড় না ক্ষিধে বড়?

মানসী। দেবতার আবরণে দেহ ঢেকে মূর্ত্তিমান্ পিশাচ তুমি কোথা থেকে এলে? বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

শনৈশ্চর। ওরে বাপ রে! [স্বগত] কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছি, তাই কোন ব্যাটা এদিকে ঘেঁসতে পারে নি। আমিও যাবো আর দিয়ে যাবো বেটাদের লেলিয়ে। [প্রস্থান।]

[নেপথ্যে ঘন ঘন আৰ্ত্তধ্বনি “অন্নদাও—অন্নদাও”।]

মানসী। কি করি—কি করি! ব’লে দাও না বজ্রবাহ একটা উপায়! তুমিও কি আজ শত্রুতা করছো? বল—বল।

বজ্রবাহ। কোন উপায়ই তো ভেবে উঠতে পারছি নে মা!

মানসী। তাই তো! তবে কি হবে? কি করবো?

[ক্ষুধার্ত্ত পুরুষ স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণ প্রাঙ্গণে আসিয়া

উপস্থিত হইল এবং মিলিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল

“অন্ন দাও—অন্ন দাও”]

মানসী। অন্ন নেই—কিছু নেই; মহারাণী আজ নিঃস্ব। তোমরা যাও—কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাও—অভিশাপ দিতে দিতে ফিরে

## অভিশাপ

বাও, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি। যেমন শুন্ছি তোমাদের আৰ্ত্তন্বব, তেমনি শুন্বো তোমাদের অভিশাপবাণী! না—না, দাঁড়াও তোমরা—  
যেয়ো না, পেয়েছি—উপায় খুঁজে পেয়েছি। বজ্রবাহ!

বজ্রবাহ। মা!

মানসী। তোমার তরবারিতে তীক্ষ্ণ ধাব আছে তো?

বজ্রবাহ। আছে বৈকি মা!

মানসী। কৈ দেখি।

বজ্রবাহ। [ তরবারি দিল। ]

মানসী। [ তরবারি লইয়া ] এসো, তোমরা এগিয়ে এসো; ভয় নেই, কাকেও হত্যা করবো না। হাত পাত, যে রক্তপান করবে—অঞ্জলি-বদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াও, যে মাংস খেতে চাও—হাত পাত, আমি আমার গায়ের মাংস কেটে দিচ্ছি।

সকলে। মা—মা!

মানসী। মায়ের রক্ত একদিন যখন ছুগ্ধেব আকাবে মুখে গিয়ে পড়েছিল, পান করেছিলে তো? মনে কর, এও সেই মায়ের রক্ত! নাও, প্রস্তুত হও।

[ মানসী আপন দেহে অস্ত্রাবাত করিতে উদ্যত হইল, সমবেত সকলে 'মা—মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,  
ঠিক সেই সময়ে কুবের ছুটিয়া আসিল। ]

কুবের। মা! মা! জানি না, কোন্ মারাত্মকভাবে আমার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে!

মানসী। কি বললে কুবের, ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে? তবে

## স্বপ্ন-অভিশাপ

তো আমার স্বামী কিরে এসেছেন মা কমলাকে নিয়ে। ধূপ জ্বলে  
দাও—মঙ্গলশঙ্খ বাজাও আজ দেবী কমলার আবাহনে। আর  
বজ্রবাছ! অমরার গৃহে গৃহে খুলে দাও অন্নদত্ত—জনসত্ত। আর্ন্তগণ!  
মা সকল! বাবা সকল! উল্লাস কর তোমরা—উল্লাস কর তোমরা,  
হৃৎধের নিশি তোমাদের আজ অবসান হ'লো!

সকলে। জয় রাজাধিরাজ কলম্বাসুরের জয়!

মানসী। চল বজ্রবাছ, এদের সঙ্গে আমরা এগিয়ে গিয়ে মা  
কমলাকে আবাহন ক'রে গৃহে আনি—

[ সকলের প্রস্থান।

### পঞ্চম দৃশ্য

নন্দন-কানন—নাচঘর

কলম্বাসুর ও দারুক মদ্যপান করিতেছিল, নর্তকীগণ

নৃত্যগীত করিতেছিল

নর্তকীগণ।—

### গীত

এই রাঙা ছ'টা ঠোটে হাসিটি।

রমণীর মুখে কে রেখেছে বল পুরুষের গলার কাঁসিটি।

চটুল নয়নে কুটিল বাণ, লুকানো রয়েছে থরথর,

নিটোল গড়ন এ রূপ-বোঝন জীবন-সরণ কাঁটিটি।

## সূর্য্য অভিশাপ

দারুক। একি! তোমবা থামলে যে?

কলহাসুর। একটু বিশ্রাম করবে না ওরা?

দারুক। একটি যুগ ধ'বে বিশ্রাম ক'রে যে পায়ে ওদের বাত ধ'রে গেছে!

কলহাসুর। যাও, তোমবা বিশ্রাম কর গে—[নর্তকীগণের গ্রহণান]  
কিছু বুঝলে বন্ধু?

দারুক। বুঝলাম কবন্ধ—

কলহাসুর। মানে?

দারুক। মাথা ছিল না।

কলহাসুর। কার?

দারুক। বাজ্যেব, অর্থাৎ বাজা ছিল না।

কলহাসুর। এখন কি মনে হ'চ্ছে?

দারুক। এখন মনে হ'চ্ছে রাজা আছে।

কলহাসুর। দৈত্যরাজ্যে আবার শাস্তি ফিরে এসেছে বন্ধু!

দারুক। আস্তেই হবে, এমন সুখেব রাজ্য ছেড়ে বাবে কোথায়?

কলহাসুর। এইবার একটু রাজনীতির আলোচনা—তাতে তোমার  
কি আপত্তি আছে বন্ধু?

দারুক। আপত্তি নেই, তবে বস্তুটা নিতান্ত নীরস।

কলহাসুর। সেইজন্তেই তো আলোচনার ব্যবস্থাটা করেছি নাচ-  
ঘরে—ছোঁয়াচ লেগে একটু সরস হ'রে উঠতে পারে।

দারুক। তা হ'লে হোক আলোচনা—

কলহাসুর। কে আছিস? বজ্রবাহু—[দারুক চমকাইয়া উঠিল।]  
ওকি, আঁৎকে উঠলে কেন বন্ধু?

দারুক। আঁতকে ওঠ'বারই কথা সত্ৰাট, যে বাই বলুক, আসলে এটা ইজুগুরী—ঘরের আনাচে কানাচে মায় দেওয়ালের ফাটলে পর্য্যন্ত ছ'পাঁচখানা বজ্র লুকানো আছেই আছে, কে কখন ছেড়ে দেয়, কে জানে!

নেপথ্যে। জয় সুরপতি বাসবের জয়!

দারুক। ওই হয়েছে!

কলম্বাসুর। কি হয়েছে?

দারুক। শুন্তে পাচ্ছেন না বজ্রধরের জয়ধ্বনি? আর বাজ ছাড়'তেই বা কতক্ষণ?

কলম্বাসুর। সে আশঙ্কা তোমার নেই বন্ধু, ভুবনজয়ী কলম্বাসুরের শক্তির পরীক্ষা তো হ'য়েই গেছে, তাই তো আমি বসেছি বাসবের সিংহাসনে!

নেপথ্যে। [পূর্ববৎ জয়ধ্বনি হইল।]

দারুক। ওই আবার! ছোঁয়াচ লেগেছে মহারাজ, নামের ছোঁয়াচ লেগেছে, বাজ এইবার ছাড়'লে ব'লে!

### বেগে বজ্রবাহুর প্রবেশ

কলম্বাসুর। কি সংবাদ বজ্রবাহু?

বজ্রবাহু। অগণন দেবসৈন্ত নগর-তোরণ সম্মুখে সমবেত হয়েছে, মনে হয়, নববলে বলীয়ান হ'য়ে দেবতার স্বর্গ আক্রমণ করবে।

কলম্বাসুর। আক্রমণ করবে? করুক,—কলম্বাসুর দুর্বল নয়। বলতে পারো বজ্রবাহু, এ সৈন্তদলের নেতা কে? স্বয়ং ত্রিদিবেশ্বর বাসব বুঝি?



## অভিশাপ

বজ্রবাহ। না সত্ৰাট!

কলঙ্কাসুর। তবে?

বজ্রবাহ। এ সেনাদলের নেতা একজন মর্ত্যবাসী মানব-নাম  
অর্জুন।

কলঙ্কাসুর। মানব অর্জুন!

কোন বলে বলীয়ান

মর্ত্যের মানব

প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে চায় মোর?

জানে না সে মৃত,

কলঙ্ক-অসুর

ঋষির প্রসাদে ভুবনে অজেয়?

মরণ-অধীন জীব

হইয়াছে মৃত্যুকামী আজ,

তাই ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায়

বাসনা তাহার

দীপ্ত বহ্নিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়িতে!

যাছবলে প্রবেশিয়া স্বর্গপুরে

ভাবিয়াছে ভুবন-বিজয়ী আপনারে;

হাস্তকর—হাস্তকর—

কল্পনা তাহার!

যাও বজ্রবাহ, বিলম্ব না করি

সুসজ্জিত কর দ্বরা

দানব-বাহিনী,

অর্দ্ধ সেনা রহিবে অধীনে তব,  
অর্দ্ধ সেনা আমি নিজ করিব চালনা ।

বজ্রবাহু । যথা আজ্ঞা মহারাজ ! [ প্রস্থান ।

দারুক । দেখলেন মহারাজ, নামের ছোঁয়াচ লাগার ফল হাতে  
হাতে ! বাধলো আবার যুদ্ধ ।

কলঙ্কাসুর । এবার শুধু যুদ্ধ নয় বন্ধু, তুমুল যুদ্ধ !

দারুক । এঁয়া, বলেন কি মহারাজ ! যুদ্ধ একা নয়, তার সঙ্গে  
আবার তুমুল ! মহারাজ !—

কলঙ্কাসুর । প্রস্তুত হও বন্ধু, এ যুদ্ধ সে যুদ্ধ নয়—এ জীবন-মরণ  
যুদ্ধ !

দারুক । আমি তা হ'লে জীবনের দিকে থাকুবো মহারাজ !

কলঙ্কাসুর । এ যুদ্ধে হয় জয়, নয় মৃত্যু ।

দারুক । আজ্ঞে, তা হ'লে জয়টাই হোক না মহারাজ !

কলঙ্কাসুর । শুনেছি সে মানব অর্জুন

প্রবেশিল স্বর্গপুরে,

বাহুবলে কিম্বা যাহুবলে

তাহারে জিনিতে হবে রণে ।

দারুক । মর্ত্যের মানব ! তবে আর কি ! দানবের কাছে সে তো  
একটা ফড়িং মহারাজ !

কলঙ্কাসুর । তা হ'লে বীরদাপে রণক্ষেত্রে এগিয়ে চল বন্ধু,  
প্রমোদ-উল্লাস আমাদের শেষ হ'য়ে গেছে !

দারুক । তা কি হয়, ফিরে এনে আবার কেঁচে গণ্ডুষ ক'রে স্তব্ধ  
করা যাবে । এখন তা হ'লে যুদ্ধ দেখি, কি বলেন মহারাজ ?

# অভিষাগ

## গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ

ভোলা ।—

### গীত

বাচবি যদি ওরে অবুঝ আগে পালিয়ে চ’  
নইলে ঘোঁষনেতে ধবঁবে জরা হ’বি হাড় গোড় ভাঙ্গা ‘দ’ ।  
মবঁবি কেঁপে কম্পাঙ্করে,  
বাতের কামড় হাড়ে হাড়ে,  
সরষের ফুল দেখ’ বি চোখে হ’য়ে যাবি ‘ধ’ ॥

[ প্রস্থান ।

দারুক । এঁ্যা, তাই না কি ! তা হ’লে তো খুব সমস্তাব কথা !  
কার্য্যক্ষেত্রে তখন শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ কবা যাবে ।

[ প্রস্থান ।

কলঙ্কাসুত্র । জীবন-মরণ সমস্তার সমাধান করণে বন্ধু, যদি দানবের  
মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও । একি ! মানসী, তুমি এখানে ?

### মানসীর প্রবেশ

মানসী । সস্ত্রাট কি যুদ্ধে যাবেন ?

কলঙ্কাসুত্র । যাবো নয় মানসী, যাচ্ছি—

মানসী । দৈববলে বলীমান দানবের সঙ্গে মানবের সংগ্রাম এক  
অভিনব দৃষ্টান্ত ! আমার সাধ হ’চ্ছে এ যুদ্ধ দেখতে, আমি তোমার  
সঙ্গে যাবো ।

কলঙ্কাসুত্র । তুমি যুদ্ধে যাবে ? যুদ্ধ নিয়ে খেলা যেখানে, সেই  
বীভৎসতার আবহাওয়া কি তুমি সহিতে পারবে মানসী ?

মানসী । ভুলে যাচ্ছে কেন স্বামী, আমি যে তোমার সহধর্মিণী  
সহকর্মিণী জীবনে-মরণে চিরসঙ্গিনী ?

কলধাসুর । তা হ'লে এসো প্রিয়তমে, আজ জীবন-মরণের মহা-  
সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আবার গাই আমাদের সেই প্রথম মিলন গীতি—  
তেমনি ক'রে করে কর, বাহুতে বাহু, বক্ষে বক্ষঃ মিলিয়ে মত্ত হই  
মিলনানন্দে, ছুটে যাই দানবীয় উল্লাসে একসঙ্গে তালে তালে পা  
ফেলে মরণকে জয় করতে । অধরের হাসির দীপ্তিতে, নয়নের বিলোম  
কটাক্ষ-দ্বন্দ্বক্ষেণে সৃষ্টি কর প্রিয়তমে এক অভিনব উদ্বেজনা, যার  
ভাড়িতপ্রবাহ দেহের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে বহাবে তপ্ত  
শোণিত তরঙ্গ—এক হ'য়ে যাবে জীবনের সঙ্গে মরণ ; সাজাও স্নন্দরী,  
তোমার বরবপুখানি অভিনব সাজে, যেমন সাজিয়েছিলেন সেই প্রথম  
মিলনের আনন্দময় মুহূর্তে । শান্ত প্রমত্ত হৃদয় তুলে চল ছুটে যাই  
মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে, যা দেখে চমকে উঠবে ত্রিভুবনবাসী, সভয় উল্লাসে  
চীৎকার ক'রে বলবে এ প্রেমসাজ কি রণসাজ ! [ মানসীকে বাহুপাশে  
আবদ্ধ করিয়া বীর পাদক্ষেপে গমনোত্তত ]

## গীতকণ্ঠে সুখের প্রবেশ

সুখ ।—

গীত

সামনে অঁধার ঘনিয়ে আসে আমি এখন যাই ।

রবে না শূন্য আসন, পূর্ণ করবে ভাই ॥

তোমার জীবন-নদীর শান্ত বুকে,

প্রলয় তুফান আসছে বকে,

সামলানো দায় তরী এবার হাল ধরেছে ভাই ;—

[ প্রস্থান ।

# সূর্য্য অভিশাপ

## গীতকণ্ঠে দুঃখের প্রবেশ

দুঃখ ।—

### পূর্ব্ব গীতাংশ

তোমার জীবন এখন মরণ-পথে আমি তোমার সাথী তাই ।

কলহাস্থর । এসেছো—এসেছো বন্ধু, তবে তুমিও হাত ধর  
আমার, নিয়ে চল আমায় অন্ধকারে—আরও গাঢ়—আরও গাঢ়  
মসীকৃত অন্ধকারে—যেখানে দৃষ্টি চলে না—সেইখানে—

[ সকলের প্রস্থান ।

### ষষ্ঠ দৃশ্য

ত্রিদিব-তোষণ-সম্মিহিত রণস্থল

### অর্জুন ও জয়ন্তের প্রবেশ

অর্জুন ।

কুমার অয়ন্ত,

অর্ধ সেনাদল ল'য়ে

রচিত্রা শকট-ব্যহ

পূর্ব্ব দিক হ'তে হও অগ্রসর ।

দক্ষিণে রহিবে মৃত্যুপতি

মৃত্যু দিতে অরাতিরে ভীমদণ্ড করে—

বেড়িয়া পার্কৃত্য পথ  
উত্তর তোরণে মত্ত ঘুর্ণাসম  
আক্রমিবে দানবের চম্ ।  
জানি আমি পশ্চিম তোরণ  
অতীব সুগম পথ পুরী প্রবেশের,  
সেই পথ রবে আগুলিয়া  
আপনি দানবপতি সুনিশ্চয় ;  
সেই পথে আক্রমিব আমি ।  
বাসনা কলঙ্ক সনে ঘৈরথ-সমর ।

অয়ত্ত ।

জানি সবিশেষ—  
পূর্বদিক রক্ষা করে  
সেনাপতি বজ্রবাহ  
সঙ্গে ল'য়ে দশ সহস্র সেনা—  
সমরে ছুর্দ্বন্দ্ব যারা !  
তবু আশা মনে,  
নিমেষে জিনিব আমি দানব-বাহিনী

অর্জুন ।

সাবাস্—সাবাস্ বীর !  
বীরত্ব বাধানি তব !  
বাণ বীর, বীরদর্পে হও আগুয়ান  
অত্যাচারী দানব-দলনে ।

[ অয়ত্তের গ্রহণ ।

পিতার স্মরণ্য পুত্র—  
বীরশ্রেষ্ঠ কুমার অয়ত্ত !

# স্বপ্ন-অভিশাপ

## ইন্ড্রের প্রবেশ

অর্জুন ।

এ কি দেবেন্দ্র !

লহ দেব, দাসেব প্রণতি ।

ল'য়ে শিবে চবণেব ধূলি

বিজয়-কবচ,

কাঁপ দিই হুবস্ত্র আহবে ।

ইন্দ্র

জয়যুক্ত হও বৎস, কবি আশীর্বাদ !

মনেতে বিশ্বয় মানি

হে বীৰ ফাল্গুনী,

একা তুমি যাবে পশ্চিম তোবণে,

রক্ষা কবে যে তোরণ

অগণিত সেনাদহ

দৈত্যবীৰ কলঙ্ক-অস্তুর ?

স্ব-ইচ্ছায় আপনাবে

নিষ্কোপিতে বিপদ-পাথাবে ?

নহে ইহা স্তবুদ্ধিব পরিচয়

বৎস ধনঞ্জয় !

অর্জুন

আশঙ্কা নাহিক কিছু

দেবেন্দ্র বাসব,

শূলীশঙ্কু দত্ত মহাশূল

এই পাণ্ডপত মহাঅঙ্গ

করে যতক্ষণ,

ত্রিভুবনে অজ্ঞেয় অর্জুন ।  
নগণ্য দানবদল  
অতি ক্ষুদ্র মুষিকের প্রায়  
ক্ষিপ্ত শার্দূলের পাশে ।  
যান প্রভু বিশ্রাম আগারে,  
থাকুন প্রফুল্ল মনে প্রতীক্ষা করিয়া  
সুসংবাদ দানব-নাশের ।

[ নেপথ্যে দৈত্যসেনাগণের জয়োল্লাস-ধ্বনি ]

ইন্দ্র           এ কি ! অকস্মাৎ আসে কেন  
                  দানবের জয়োল্লাস ধ্বনি  
                  ওই দিক হ'তে ধনঞ্জয় ?  
অর্জুন ।     নহে প্রভু আশঙ্কার হেতু ;  
                  শুধু জয়োল্লাস-ধ্বনি  
                  শুধু আশ্রুতৃপ্তি হেতু !  
                  মূর্খ দানবের দল সন্দিহান মনে,  
                  বুঝি ডরে না করিবে আক্রমণ  
                  দেবসেনাদল পশ্চিম তোরণ হ'তে ;  
                  তাই এ উল্লাসধ্বনি !  
                  যান প্রভু—যাই আমি,  
                  কালব্যাজ না করিব আর !  
                  অচিরে সন্দেহ ভঞ্জন করি  
                  মূর্খ দানবের প্রবেশিব পশ্চিম তোরণে ।

[ অর্জুন ও ইন্দ্রের প্রস্থান । ]



## নৃত্য অভিশাপ

সসৈন্য কলম্বাসুরের প্রবেশ

কলম্বাসুর । সাবধান সৈন্যগণ !  
রক্ষা কর পশ্চিম তোরণ—  
রচি ব্যহ অর্ধচন্দ্রাকারে ।  
আসিতেছে পাণ্ডব ফাজ্তনৌ  
সাথে তার দেব-অনীকিনী ।  
শুনিয়াছি সমরে দুর্ব্বার বীর,  
তথাপি সে মর্ত্ত্যের মানব  
জরা-মরণের দাস !  
আসিতেছে নির্বোধ অধম  
স্ব ইচ্ছায় আলিঙ্গিতে নিশ্চিত মরণ !

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন । কার কথা কহিতেছ দৈত্যবীর ?  
কে করিবে আলিঙ্গন নিশ্চিত মরণে ?  
তুমি না আমি ?  
কলম্বাসুর । তুমি—তুমি নির্বোধ মানব !  
ভুবনে অজেন্ন  
দৈত্যপতি কলম্ব-অসুর  
সাথে যার—  
অগগন দানব সেনানী ।  
তার সনে একেশ্বর যুঝিতে বাসনা

উন্মাদ করনা মানবের ।  
উন্মত্ততা করি পরিহার  
যাও ফিরি বুদ্ধিহীন নর,  
ঢাকি মুখ চুপিসারে  
আপন আলয়ে ।

অর্জুন । দস্ত দেখি আকাশ প্রমাণ  
মদমত্ত দানবের !  
উন্মত্ততা কার—  
প্রমাণিত হইবে এখনি  
অস্ত্র ধরি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে  
মানবের সনে ।

কলহাসুর আত্মরক্ষা কর তবে  
প্রগল্ভ মানব !

[ আক্রমণ করিল । ]

অর্জুন । সাবধানতার ওই বাণী—  
কহিতেছি আমিও দানবরাজ !

[ আক্রমণ করিল । ]

[ কলহাসুর ও দানবসেনাগণ অর্জুনকে বেষ্টিত করিয়া যুদ্ধ  
করিতে লাগিল । অর্জুন পাশুপত অস্ত্র যোজনা করিয়া  
তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিল । পাশু-  
পতের মুখে দীপ্তবহি প্রজ্জ্বলিত হইল । দানব-  
সেনাগণ সতয়ে পলায়ন করিল । কলহাসুরের

## ১৩ অভিশাপ

শূলের মুখে আর বহি প্রজ্জ্বলিত হইল না।

কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দানবরাজ কলম্বাসুর

পলায়ন করিল ; অর্জুন তাহার

পশ্চাদ্ধাবিত হইল । ]

বেগে মানসীর প্রবেশ

মানসী।

কি আশ্চর্য্য ! একক অর্জুন

বিমুখিল দানব-বাহিনী !

ব্যর্থ হ'লো সম্রাটের ঋষিদত্ত শূল !

হেন অলৌকিক যাহুমন্ত্র

কে দিল অর্জুনে ?

নাহি পথ—

সুনিশ্চিত অর্জুনের জয় !

পতন অবশ্যম্ভাবী দানবের !

মা কপালিনী,

কি করিলি—কি করিলি—

পাষাণী জননী !

সশঙ্কিত পাদক্ষেপে অন্ত্রহীন বিবর্ণ মুখে

কলম্বাসুরের প্রবেশ

মানসী। একি, তুমি !

কলম্বাসুর। চিন্তে পেরেছ আমায় ? এখনো আমায় চেনা যায় ?

তা হ'লে নিশ্চয়ই তুমি অর্জুনের চর—আমায় ধরিয়ে দেবে! আমার মুণ্ডটা যে দেবরাজের প্রয়োজন—অনেক মূল্য দেবে। দোহাই তোমার—দোহাই তোমার—আমায় ধরিয়ে দিও না, আমি মরতে পারবো না—আমি মরতে পারবো না।

মানসী। চিন্তে পারছো না আমায়? তুমি কি হয়েছে বল তো?  
আমি যে—

কলহাস্তর। তুমি যে—তুমি—তুমি—এঁয়া মানসী! আমার লুকিয়ে রাখ মানসী, মৃত্যু আমার পেছনে ধেয়ে আসছে! ওই—ওই বিশ্বগ্রাসী কালানল! ওঃ, জ'লে মলুম—পুড়ে মলুম। মানসী! মানসী! আমায় বাঁচাও—[সম্বিতহারার মত ভূপতিত হইল।]

## গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলের প্রবেশ

ভোলা।—

### গীত

তোর খেলাঘরের সাধের খেলা আজকে ভেঙ্গেছে।

কপাল ভাঙ্গা মল হাওয়া বইতে লেগেছে।

তোর এতদিনের সাজানো ঘর,

ভেঙ্গে দিতে আসছে যে ঝড়,

আকাশ কোণে কালো মেঘ আপনি জমেছে—

বিলিক-মারা বিজলী রেখা দেখা দিয়েছে।

[প্রস্থান।]

## অদূরে অর্জুনের প্রবেশ

মানসী। কে? কোথা যাও?

## ৯ম অধ্যায়

অৰ্জুন। পথ ছাড় কল্যাণী! কলঙ্কাস্রব যুদ্ধে পবাজিত তাকে বন্দী ক'বে দেববাজেব কাছে নিয়ে যাবো।

মানসী। তা হবে না। ইনি আমার আশ্রিত—শরণাগত! আমার বধ না ক'বে এ'ব অঙ্গ স্পর্শ কব'তে পাববেন না।

অৰ্জুন। আমি যে দেববাজ কতৃক আদিষ্ট হয়েছি কল্যাণী। এ আমার কর্তব্য। ওকে পবিস্হাব কব।

মানসী। আশ্রিতবন্ধন আমারও কর্তব্য। আশ্রিত পবিস্হাব মহাপাপ, তা কি আপনি জানেন না?

অৰ্জুন। জানি, কিন্তু—

মানসী। এতে আব কিন্তু নেই বিজয়ী অৰ্জুন।

অৰ্জুন। তা হ'লে তুমি ওকে পবিত্যাগ কব'বে না?

মানসী। না—আমাকে হত্যা না ক'বে তোমাব এ সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে না।

অৰ্জুন। না—এইখানেই আমার পবাজ্য। বমণীব অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর'তে আমি পাব'বো না। মা, তুমি তোমাব স্বামীকে নিয়ে কোন নিবাপদ স্থানে চ'লে যাও, কেউ তোমাব স্বামীব গায়ে হাত দেবে না।

মানসী। আসুন সন্ন্যাসী, আমবা পাতালপুবে চ'লে যাই—

কলঙ্কাস্রব। তাই চল, গাট অন্ধকাবে মুখ লুকিয়ে চোবেব মত আমবা পাতালপুৰীতে পালিয়ে যাই চল।

[ কলঙ্কাস্রব ও মানসীব প্রস্থান। ]

অৰ্জুন। বমণী হত্যা ক'বে দেববাজেব আদেশ পালন কর'তে আমি পাব'বো না, তাতে আমার দণ্ড হয়, মাথা পেতে নেবো।

## ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। সাধু কুন্তীপুত্র, সাধু; এ আমার আদেশ নয় বৎস,  
পরীক্ষা, আর সে পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ। জয়ন্ত!

## জয়ন্তের প্রবেশ

জয়ন্ত। পিতা!—

ইন্দ্র। আগামী পূর্ণিমায় আমাদের হবে বিজয়-উৎসব। উৎসবের  
প্রধান অতিথি আমার পরম স্নেহাস্পদ বিজয়ী বীর অর্জুন, তার  
চিহ্ন-বিনোদন করতে ঐ দিন নন্দনের নৃত্যশালায় নৃত্যকলা দেখাবে  
অম্পরাকুলরাণী উর্বশী। বুঝেছ? যাও, তার আয়োজন কর গে।

জয়ন্ত। যথা আজ্ঞা—

[ সকলের প্রস্থান।

## পঞ্চম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

নন্দনকানন—নৃত্যশালা

[ ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, পবন, জয়ন্ত ও অর্জুন যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট ; অভিনব ছন্দে অঙ্গরাবলরাণী উর্বশী নৃত্য আরম্ভ করিল । অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল অর্জুনের দিকে । সে সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল । নৃত্য করিতে করিতে আর একবার সে অর্জুনের দিকে চাহিল । এবার যেন তার দৃষ্টি অপলক ! কোনরূপে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সে তাহার নৃত্যকলা দেখাইতে লাগিল । তারপর তার চঞ্চল দৃষ্টি ঘন ঘন নিপতিত হইতে লাগিল অর্জুনের দিকে ! শেষে ঐ দৃষ্টি হ'লো পলকহীন—সে হারিয়ে ফেল্লে তার নৃত্যের ছন্দ ! সহসা হ'লো তাল ভঙ্গ ! সভাস্থ সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন । ]

ইন্দ্র । একি উর্বশী, হঠাৎ তাল ভঙ্গ হ'লো যে !

[ লজ্জাবনত উর্বশীর মুখে কথা ফুটলো না, সে আবার নৃত্য আরম্ভ করলো নূতন ক'রে । তারপর সেই দৃষ্টি—প্রথমে ভয়চকিত—তারপর ঘন ঘন—তারপর হ'লো পলকহীন । আবার হ'লো সে ছন্দহারা—শেষকালে হ'লো তাল ভঙ্গ । ]

ইন্দ্র । [ ভৎসনা সূচক স্বরে ] উর্কশী, আজ তুমি সংঘম হারিয়েছ, আবার তুমি তাল ভঙ্গ করলে । মনে রেখো, এ তোমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ ।

[ পুনরায় উর্কশী নৃত্য আরম্ভ করিল, এবারেও উর্কশীর অবস্থা হ'লো আগের মত—এবারেও হ'লো তার তাল ভঙ্গ । সে লজ্জাবনত বদনে বসিয়া পড়িল । ]

ইন্দ্র । [ রোধকষায়িত নেত্রে উর্কশীর দিকে চাহিয়া পরুষকণ্ঠে ] ছুঁকিনীতে ! তোমার এ অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্ত তোমায় শাস্তি নিতে হবে । তোমার শাস্তি—

অর্জুন । [ চকিতে আসন ত্যাগ করিয়া দেবরাজের সম্মুখে নতজাহ্নু হইল । ] আমি নতজাহ্নু হ'য়ে যুক্তকরে অপ্সরাকুলরাণী উর্কশীর জন্ত মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি দেবরাজ, আজ বিজয়-উৎসবের মহা আনন্দের দিনে হতভাগিনীকে শাস্তি দিয়ে এমন অনাবিল আনন্দ-সুধাকে নিরানন্দের তীব্র হলাহলে পরিণত করবেন না সুরপতি ! পরম স্নেহাস্পদ ব'লে চরণের তলে যাকে স্থান দিয়েছেন, তার এ সনিকর্ষক অনুরোধ রক্ষা করুন ।

ইন্দ্র । বৎস অর্জুন, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই । কিন্তু তুমি মনে রেখো উর্কশী, আর একদিন তোমায় এ ক্রুটি সংশোধন করিতেই হবে ।

উর্কশী । সুরপতির আদেশ শিরোধার্য্য !

[ সভা ভাঙ্গিয়া গেল, দেবতাদের সঙ্গে অর্জুন

ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল । ]

উর্কশী । [ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ] ভুবনবিজয়ী অর্জুন



## ১৩৩ অভিশাপ

মর্ত্যবাসী, হীন মানব! কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর! দেবসভায় আজ আমি অপমানিত—লজ্জিত, কেমন ক’রে দেবসমাজে দেখাবো এই অপমান-মসিলিপ্ত মুখ? এ অপমান, এ লজ্জা কার জন্ত? জরা মৃত্যুর দাস মর্ত্যবাসী একজন হীন মানবের জন্ত। আমি প্রতিশোধ নেবো? কিন্তু কেন? কি অপরাধে? সে তো কোন অপরাধ করে নি—অপরাধিনী আমি। কেন আমি তাকে দেখলুম? কেন তার রূপ দেখে আত্মহারা হলুম? মান খুইয়ে প্রবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেন আমার মন ছুটে গেল সেই মানব-অতিথির দিকে? আমি যে নিজের অজ্ঞাতে আমাব সর্বস্ব দিয়ে ফেলেছি সেই মানব-অতিথির পায়ে। ফিরবে না—ফেরাতে পারবো না; সে যে অতি সুন্দর—অতি সুন্দর—

[ চিন্তিতভাবে প্রস্থান।

### দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্জুনের শয়নকক্ষ

অর্জুন কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতেছিল

অর্জুন। শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহ,  
তবু তজ্জা নাহি আসে!  
অকারণ মনের উদ্বেগ,  
চিন্তা রাশি রাশি

বিক্রান্ত করিছে মোরে !  
 মনে পড়ে নন্দনের নৃত্যশালা,  
 ভুবনমোহন নৃত্য উৰ্বশীর !  
 হেতু না খুঁজিয়া পাই—  
 কেন হ'লো তাল ভঙ্গ তার !  
 পেতো শাস্তি অভাগিনী,  
 আমা লাগি শুধু  
 দেবরাজ করিলেন ক্ষমা ।  
 মনে পড়ে সেই ক্ষণে  
 সক্রুণ দৃষ্টি উৰ্বশীর !  
 যেন অন্তরের কৃতজ্ঞতা  
 দৃষ্টিতে জানালো !  
 সেই সে সলজ্জ কাতর দৃষ্টি তার  
 ভুলিবার নয় ।  
 ফুরিয়েছে স্বর্গবাস কাল,  
 যেতে হবে মরতে ফিরিয়া ।  
 কে ?

ধীরে ধীরে উৰ্বশীর প্রবেশ

উৰ্বশী ।      আমি—উৰ্বশী ।  
 আসিয়াছি হৃদয়ের  
 কৃতজ্ঞতা জানাতে তোমায় ।  
 দেবেন্দ্রের রোষ-বহি হ'তে

## ১৪৩ অভিশাপ

তুমি করিয়াছ ত্রাণ  
অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবে,  
সে কারণ কৃতজ্ঞতা—  
অর্জুন । এই গুণে  
মহীয়সী তুমি ত্রিভুবনে ।  
তথাপি গো দেবারাধ্যা দেবী,  
করেছ অত্যাঘ  
এই ঘোর নিশাকালে  
একাকী রমণী  
প্রবেশি আমার কক্ষে ।  
তোমা সনে নিভৃত আলাপ  
লোকচক্ষে হবে নিন্দনীয় ;  
হুঁম রটিবে,  
লাজে মুখ লোকের সমাজে  
দেখাবো কেমনে বল  
অপ্সরাকুলের রাণী উর্কশী সুন্দরী ?  
উর্কশী । কেন লজ্জা—কিসের ভাবনা ?  
দেবের অতিথি তুমি  
হুঁদিনের তরে,  
চ'লে যাবে নিজালয়ে  
হুঁদিনের পর,  
তব নাম স্মৃতিপথে  
রহিবে না কারো !

কেন তবে অলীক ভাবনা ?  
 কেন লজ্জা মিথ্যা হুর্নামের ।  
 বীরেন্দ্র পুরুষ তুমি  
 রমণীর কামনার নিধি,  
 ভরিয়া প্রেমের ডালা  
 নবীন সম্ভারে  
 আজি তব দ্বারে প্রেম-পাগলিনী—  
 লোকললামভূতা উর্ধ্বশী স্নন্দরী ।  
 কেন হেন উদাসীন  
 পুরুষ প্রধান ওগো বীরেন্দ্র কেশরী,  
 রমণীর প্রেম-অর্থ করিতে গ্রহণ ?  
 তুচ্ছ কৃতজ্ঞতা হ'তে  
 আরো বড়—আরো বড় যাহা ?  
 দেব-অর্থ স্বেচ্ছায় অর্পিত আজি  
 মানব-চরণতলে,  
 সমাদরে তাহা  
 হে মানব, করহ গ্রহণ ।

অর্জুন ।

দেবভোগ্যা—দেবেন্দ্র বাহিতা  
 তুমি উর্ধ্বশী স্নন্দরী !  
 আমি দেবতার দাস,  
 জন্মদাতা পিতা মোর  
 দেবেন্দ্র বাসব ।  
 পিতৃভোগ্যা নারী তুমি

## নৃত্য অভিশাপ

জননী সমান,

তব মুখে হেন হীন বাণী

অশোভন—

অতি অশোভন দেবী !

ভুল করিয়াছ তুমি আসিয়া হেথায়,

ভুল করিয়াছ হুর্দ্বাক্য বলিয়া,

ফিরে যাও অন্ততপ্ত-হ'য়ে,

কর গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত এ মহা ভুলের ।

উর্ধ্বশী ।

তুমি ভুল করিতেছ বীরেন্দ্র ফাস্তনী !

স্বর্গের গণিকা আমি

কামের বেসাতি করি,

প্রেমভাব নাহি আসে মনে,

দেবতার সনে

প্রেমহীন কামচর্চা শুধু ।

আজি নেহারি তোমায়

জর জর কন্দর্পের বাণে,

উছলিত প্রেমসিদ্ধু

হিয়ার মাঝারে—

গণিকার জীবনে নূতন !

তাই কহি বীরবর পুরুষ সুন্দর,

নাহি দোষ প্রেমের পূজায় ।

এসো প্রিয়ে,

এসো ওগো কামনার নিধি,

তুলে নাও বক্ষোপরে  
প্রেম-পাগলিনী দাসীরে তোমার ।

[ অর্জুনের পদতলে পতন । ]

অর্জুন । স'রে যা স্বৈরিণী—কামাক কুকুরী !  
চিরপূতঃ মাতৃ-সন্তাষণ  
অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া  
কামনার দাসী তুই নিল'জ্জা অপরা  
কামচক্ষে চাস্ সন্তানের প্রতি ?  
এত হীন  
এতই জঘন্য প্রবৃত্তি তোর ?  
ধিক—শতধিক তোরে লজ্জাহীনা,  
দূর হ'য়ে যাও সম্মুখ হইতে ।

উর্ধ্বশী । এত ঘৃণা—এত অপমান ! দেবভোগ্যা মহিমময়ী উর্ধ্বশীর  
অযাচিত প্রেমে এত অবজ্ঞা ! অম্পৃশ্য ঘৃণিত মানবের এতখানি  
দর্প ! অসহ, নিতান্ত অসহ ! বলদর্পী অর্জুন, অপরাকুলরাণী উর্ধ্বশীর  
অযাচিত প্রেম উপেক্ষা ক'রে আজ তুই নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে  
আন'লি, আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি—

অর্জুন । [ আকুলস্বরে ] মা—মা !

উর্ধ্বশী । আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি, যে পুরুষ মদনবাণ-  
জর্জরিতা কামিনীর কামনা পূর্ণ করতে অসমর্থ, সে পুরুষ নয় ক্লীণ,  
আমি আভিশাপ দিচ্ছি, তুই ক্লীবস্ব প্রাপ্ত হবি ।

অর্জুন । ওঃ—বিনাদোষে অভিশাপ ! রাক্ষসী ! পিশাচী ! কামাক  
কুকুরী ! আজ তুই মেহময়ী জননীর মর্যাদা পেয়েও—জগন্মাতার

## নটীর অভিশাপ

অংশসম্পূর্ণতা কামিনী হ'য়েও মাড়্বেব অবমাননা ক'বে যে পাশবিক মনোবৃত্তিব পরিচয় দিলি, আমার অভিশাপে তুইও পশু প্রাপ্ত হবি। কামুকী অশ্বিনী হ'য়ে কামতৃষ্ণা মেটাবি ঐ জাতীয় কামোন্মত্ত বিচার বিবেচনাহীন পশুব সঙ্গে !

উর্ধ্বশী। [ একটা অশ্রুট আর্দ্রনাদ কবিতা ছুটিয়া পলাইল। ]

অর্জুন। নিষ্ঠুর প্রাক্তন ! ভুবনজয়ী অর্জুনেব আজন্ম কর্তব্যনিষ্ঠার কি এই পরিণাম ! জীবনব্যাপী ধর্মনিষ্ঠাব কি এই প্রতিদান ? অমরাব মহান্ গৌরব অলুষ্ঠানের সফল স্বরূপ শিবে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে নটীর অভিশাপ !

দৈববাণী। আক্ষেপ ক'বো না কুস্তীপুত্র, এটা তোমার শাপে বব। বৎসরেক কালের জন্তু যখন বিরাট আলায়ে পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাসেব প্রয়োজন হবে, তখন দেবতার আশীর্বাদেব মত তোমার উপকারে আসবে এই “নটীর অভিশাপ”।

---

যবনিকা

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নুতন নাটক ;

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

নূতন ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

নবাব মীরকাশিম

সত্যস্বর অপেবায় সুখ্যাতির সহিত অভিনীত মূল্য ২৭ টাকা ।

**পাষাণী**

শ্রীফণিভূষণ বিজ্ঞানিন্দোদ প্রণীত । সুবিখ্যাত সতীশ মুখার্জীর যাত্রার “বিজয়-বৈজয়ন্তী” । স্বামী-দেবতার অভিশাপে অহল্যা কিরূপে পাষাণী হইলেন, আবার শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণস্পর্শে পাষাণী অহল্যা কেমন করিয়া মানবী হইলেন, তাহার জীবন্ত চিত্র দেখুন । অভিনয় দর্শনে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, পাঠ করিলে প্রাণও বিগলিত হয় । সহজে অভিনয় হয় । ( সাচত্র ) মূল্য ২৭ টাকা ।

**রাখীবন্ধন**

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কৃত ঐতিহাসিক নাটক, সেই ভারতগৌরব মেবারের বীরস্ব-কাহিনী ! চিড়িমারপুত্র মনুলালের সহিত রাজপুত্রী লক্ষ্মীর বিবাহ, বিলাসী রাণার ওদাসীত্বে মালবাধিপতি বাহাদুরসার মেবার আক্রমণ, মেবারের বিরুদ্ধে মনুলালের যুদ্ধ, হুমায়ূনের নিকট কর্ণদেবীর রাখী প্রেবণ প্রভৃতি । মূল্য ২৭ টাকা ।

**রামানুজ**

সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাকুল উন্মাদনা—মাতৃহারালব-কুশের হাহাকার—ছানাসীতার আকুল আহ্বান—মহাকালের তাণ্ডব নর্তন—শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষণবর্জন—উর্ষিলার সক্রমণ বিলাপ—গুহক চণ্ডালের দুর্জয় অভিমান—লক্ষণের সরযুপ্রয়াণ প্রভৃতি । মূল্য ২৭ টাকা ।

**যদুপতি**

শ্রীমণিলাল ঘোষ প্রণীত পৌরাণিক নাটক । সত্যস্বর অপেরায় অভিনীত ! শ্রীকৃষ্ণদেবী সৌভ-রাজ শাষের শিব-সাধনার বরলাভ—শ্রীকৃষ্ণসহ ভীষণ সংঘর্ষ । প্রতিহিংসা পরায়ণ বিদূরথের নিষ্ঠমতার অভিনয়—মহা-কালীর নিকটে নরবিলাদান—মহাকালীর আবির্ভাব । গণিকা অলকার জীবনের যুগান্তর । স্বপ্নলোকে অভিনয় হয় । মূল্য ২৭ টাকা ।



প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক ;

**অভিনয় শিক্ষা** শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়  
সঙ্কলিত । কোন রস—কি ভাবে

পরিষ্কৃত করিতে হয়—কোন ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবভঙ্গীর প্রয়োজন হয়—  
কোন স্থলে কেমন করিয়া অস্তুনিহিত ভাবধারার বিকাশ করিতে হয়—  
তাহা সম্যকরূপে বুঝান হইয়াছে । চিত্রসহ মূল্য ৮০ আনা ।

**বিদর্ভ-নন্দিনী** শ্রীগোবর্দ্ধন শীল প্রণীত । সত্যধর  
অপেরায় অভিনয় হইতেছে ।

লক্ষ্মী অংশে বিদর্ভরাজ ভীষ্মক-দুহিতারূপে রুক্মিণীর জন্মগ্রহণ—ভীষ্মকরাজ  
কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ সহ রুক্মিণীর বিবাহ উদ্যোগ ও কৃষ্ণদেবী ভীষ্মক-রাজপুত্র  
কৃষ্ণের বিদ্বেষভাব ও বিবাহে বাধা দিবার জন্য শিশুপালের সহিত ভীষ্ম  
যড়যন্ত্র । রুক্মিণীর সহ শ্রীকৃষ্ণের পরিণয় । মূল্য ২৭ দুই টাকা ।

**নরকাসুর** ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত । বরাহরূপী  
নারায়ণেব ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের  
উৎপত্তি, কোশলে দৈত্যরাজকুমারী স্বর্গের সহিত নরকের বিবাহ, বিধ-  
কন্মার বন্দীত্ব ও দুর্গনির্মাণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের  
পরাজয়, কোশলে পৃথিবীর নিকট নরকধ্বংসের সম্মতিলাভ, নরকাসুরের  
মৃত্যু, স্বর্গের সহমরণ । মূল্য ২৭ দুই টাকা ।

**অনার্য্যনন্দিনী** পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ।  
ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক । মগধেশ্বর শালিবানের মাতৃভক্তি—বাজ-  
সিংহাসন ত্যাগে ছদ্মবেশে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ—অনার্য্যগুরু আপত্তিস্তের  
আর্য্যের প্রতি বিদ্বেষহেতু মারণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান । রাজবলি—নরবলি—  
নারী-বলির আয়োজন । ২৭ দুই টাকা ।

**সিরাজদ্দৌলা** শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । সেই  
ভাণ্ডারী অপেরায় মুকুটমণি । ৫ খানি চিত্র সহ

মূল্য ২৭ দুই টাকা ।

**রক্ত-মুকুট** শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত । সত্যধর  
অপেরা পাটিতে অভিনীত হইতেছে ।

অযোধ্যার সম্রাট বৃকপুত্র তালজয় ও বাহুর ভীষ্ম সংঘর্ষ । অন্ন লোকে  
অভিনয় হয় । মূল্য ২৭ দুই টাকা ।

## প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নুতন নাটক

চণ্ডীদাস ( ফণী ) ২১ বাসুদেব ( ফণী ) ২১০ বামন অবতার ( ভোলা-  
নাথ ১১০ চন্দ্রহাস ২১ সৌরিন্দ্র—আত্মাহুতি ২১ ধর্মবল ২১ গ্রহশাস্তি ২১  
শাপ মুক্তি ২১ ব্যাথার পূজা ২১ পলাশীর পরে ২১ আগুন নিয়ে  
খেলা ১১০। ব্রজেন বাবুর চণ্ড-মুকুল ২১ ( বিনয় )—বাংলার কেশরী ২১  
জাতীয় পতাকা ২১ সোনার বাংলা ২১ যজ্ঞাহুতি ( ভোলানাথ )  
২১০ ভ্রান্তিবিলাস ( পাঁচকড়ি ) ২১ মুক্তিযজ্ঞ ২১ উমাতারা ২১  
মায়াশক্তি ২১।

পৃথিবী ( ভোলানাথ ) ২১ উর্ধ্বশী ( কেদারনাথ ) ২১ প্রমীলার্জুন  
( সুরেশ ) ১১০ সমুদ্র মন্তন ( অঘোর ) ২১ মাল্যবান ( অভয় দত্ত ) ২১  
তুলসীদাস ( ভূপতি ) ২১ বাজ্যশ্রী ( ভূপাত ) ২১ পঞ্চনদ ( ভোলানাথ ) ২১  
পাষাণী ( ফণীবাবু ) ২১ তাত্রধ্বজ ( হারাধন ) ২১ জাহ্নবী ( ভোলানাথ ) ১১০  
নরকাস্তব ( ভোলানাথ ) ২১ রামানুজ ( ফণীবাবু ) ২১ ত্রিশক্তি ( বিনয় ) ২১  
স্বদেশ ( বিনয় ) ২১ অসবর্ণা ( শশাঙ্ক ) ২১ রাখাবন্ধান ( পাঁচকড়ি ) ২১  
বাজা সীতারাম ( শশাঙ্ক ) ২১ নবাব সিরাজদ্দৌলা ( শশাঙ্ক ) ২১ শ্রীবৎস-  
চিন্তা ( নিতাই ) ২১ নারী ঋষি ( পঙ্কজ ) ২১ মায়ের দেশ ( ফণীবাবু ) ২১  
দময়ন্তী ( অঘোব ) ২১ বামকৃষ্ণ ( ফণীবাবু ) ২১ ভাগ্যদেবী ( ফণীবাবু ) ২১  
রক্তমুকুট ( বিনয় ) ২১ অনার্য-নন্দিনী ( পাঁচকড়ি ) ২১ বজ্রনাভ ( ব্রজেন বাবু )  
২১ যত্নপতি ( মণীন্দ্র ) ২১ পার্থ-বিজয় ( পঙ্কজ ) ২১ দক্ষিণা ( মনুথ ) ২১  
পুষ্প-সমাধি ( বিনয় ) ২১ তিলোত্তমা ( পঙ্কজ ) ২১ প্রেমের পূজা  
( বেণী ) ২১ বিদর্ভ-নন্দিনী ( গোবর্দ্ধন ) ২১ শতাম্রমেধ ( অঘোর ) ২  
অভিনয় শিক্ষা ( বিনয় ) ১০ দুঃস্বপ্নকীর্তি ( ভবতারণ ) ২১ চন্দ্রধর ( ফণীবাবু )  
২১ ধর্মের জয় ( হারাধন ) ২১ পিয়ারে নজর ( পাঁচকড়ি ) ১০ যুগান্তর-  
( বেণীমাধব ) ২১, মণিপুর গৌরব ১১০, মনোজবের মহামুক্তি ১১০,  
দাশরথি মুখোপাধ্যায়—কণ্ঠহার ১১০, রণভেদী ১১০, সৌলনা ১১০,  
হীরার নথ ১১০। জাহ্নবী ( ভোলানাথ ) ১১০। ( প্রহসন ) আলিবাবা ১০০  
শিবমুন্দর ১০০ চোরের দাবী ১০০ আবুহোসেন ১০০ আগাধিন ১০০  
দায় উদ্ধার ১০০ বজ্রহরণ ১০০ মুক্তির মন্ত্র ১০০ গুপ্ত গয়ায়  
পিণ্ডদান ১০০।

**ধর্মগ্রন্থ**—পবলোক তত্ত্ব ২১, মোক্ষতত্ত্ব ২১, ব্রহ্মচর্য-সাধন ২১, সাধক-জীবনী ৩১, শশিষ্য শ্রীচৈতন্য ২১, কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্ব ২১০, মেয়েদেব ব্রতকথা ২১, বাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ২১০, শ্রীশ্রীচৈতন্য চবিতামৃত ৫১০, তুলসী দাসেব জীবনী ৩১০। কামাখ্যা তন্ত্র ১১, বড় চণ্ডী ১৫০, বাধাতন্ত্র ২১। চণ্ডীদাস ও বিজাপতি ২১, শ্রীশ্রীকীর্তন গীতবত্তাবলী ৪১, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ৪১, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ৯১, মেয়েদেব ব্রতকথা (সাধাবণ) ১১০, গীতামৃত ৫০, চণ্ডী বত্তামৃত (পদ্ম) ৫০।

**গুপ্তবিষয়ক**—গুপ্তগৃহ ২১০, কামমুত্র ১১০, কামকলা ২১, যৌবন পথে ২১০, গুপ্তচিঠি ১১।

**জ্যোতিষশাস্ত্র**—জ্যোতিষকল্পদ্রুম ১১০, জ্যোতিষবিজ্ঞান বহুস্ত ৪১, অদৃষ্ট পরীক্ষা ১০, ফলিত জ্যোতিষ দর্পণ ১১০, সিদ্ধান্ত বহুস্ত ২১০।

**বিবিধ**—কামবত্ত তন্ত্র ১১০, গুপ্তসাধন বহুস্ত ৩১, লক্ষ্মীমঙ্গল ১১, অদ্ভুত যাহুবিজ্ঞা ১১০, পাকপ্রণালী (বড়) ১১০, প্রভাসখণ্ড ২১, বৃহৎ বিষ্ণুদ্ব নিত্যকল্প পদ্ধতি ১১, বৃহৎ বতিশাস্ত্র ১১০, ছোট বতিশাস্ত্র ৫০, সংসাবতরু বা শান্তিকুঞ্জ ৩ আবহা উপন্যাস ২১, পদ্মচণ্ডী ৫০, পদ্মপুবাণ (দ্বিজবংশী) ২১০, পকেট গীতা ১১, ভৈষজ্য বত্তাবলী ৪১, ছেলেদেব কপকথা ১১, বামকৃষ্ণ উপদেশামৃত ১০, গোপাল ভাঁড় বহুস্ত ১১।

**কামকলা**—ডাক্তার বি, বি, পাত্র, (এম, ডি U. S. A.) কৃত যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভিনব গ্রন্থ, যৌন নির্বীচন, বিবাহেব উদ্দেশ্য যৌন চর্চা প্রভৃতি গুপ্তবিষয়ে পূর্ণ মূল্য ২১।

**উপন্যাস**—বোধন বাড়ী ২১০, যুঁইমহল ৩১, অনন্তপুবেব গুপ্তকথা ২১০, দত্ত গৃহিনী ২১, বেগম মহল ২১০, খুনি কে খুন ১১০, খাতাব শেষ পাতা ২১০, সেনাপতিব গুপ্তবহুস্ত ৩১, প্রেমেব বাধন ১৫, বিধিব নির্বন্ধ ২১০, হেমচন্দ্র ২১, ওমাব পাশা ৪১, পঞ্চবত্ত ২১, সোনাব সংসাব ২১, স্বামী জ্ঞী ২১০, বাংলাব মেয়ে ২১, বান্ধবী ২১০, জ্ঞী ১১০, একালের মেয়ে ২, জীবন নদীর তীরে ২১, বিজনে বন্দিনী ১১, বাজবালাব গুপ্ত কথা ১৫, নির্বীণ ২১, কবাসী বাজো আঠাবো মাস ১১, মা ১১০। ফুলশয্যা ২১। বড় মহল ২১, বান্ধালী মেয়েব আকাশ যুদ্ধ ১১০।

**সিনেমায় প্রদর্শিত উপন্যাস সমূহ**—শহব থেকে দূবে ২১০, মানে না নানা ২১০, অভিনয় নয় ২১০, বন্দী ২১, সন্ধি ১৫০, নন্দিতা ২১, ডাক্তার ২১, প্রতিশোধ ২১০, দাবী ২১, আহুতি ২১, সমাধান ২১, কলঙ্কিনী ১১০, এই ত জীবন ২১০, সাত নম্বব বাড়ী ২১০।

